১৯৮৩ সনে দৈনিক সংবাদ-এ
প্রকাশিত
সম্পাদকীয় মতামতের
আর সংক্ষেপ ও নির্যাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা
শিক্ষা বর্ষ: ১৯৮১-৮২

১৯৮৩ সনে দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামতের সার সংক্ষেপ ও নির্ঘণ্ট

প্রণয়নে
সৈয়দ জহুরুল আমিন

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার
আংশিক পরিপূরক হিসেবে এই
গবেষণা পত্র উপস্থাপন করা হলো।

Ex. Rll - 733

Dhaka University Library
A278672

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ
৩০শে জুন, ১৯৮৪

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

DA... ...SITY LIBRARY			
Accession No.	A 278672		
Stamped		Book Carded	
Classified		Labelled	
Catalogued		Checked	
Typed		Checked	

9. 12. 68

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৩ সনে 'দৈনিক সংবাদ'-এ
প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামতের
সার সংক্ষেপ ও নির্ঘন্ট

প্রণয়নে
সৈয়দ জহুরুল আমিন

তত্ত্বাবধায়ক ( )
সাবেরা হোসাইন
চেয়ারম্যান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার নানাজী
মোঃ নূরুজ্জামান ভূঞা কে

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থীদের জন্য গবেষণাপত্র নামক একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণেই এই গবেষণাপত্র "১৯৮৩ ইং সালে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামতের সার-সংক্ষেপ ও নির্ঘন্ট" ১৯৮১-৮২ সনের এম. এ. পরীক্ষার আংশিক পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে যথাসম্ভব ত্রুটি শূন্যভাবে এই গবেষণাপত্র তৈরী করতে চেষ্টা করেছি।

"দৈনিক সংবাদ" এদেশের একটি জাতীয় পত্রিকা হিসেবে গণ্য। এতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামত দেশ ও জাতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে আমার বিশ্বাস। এবং এই ধারনাকে সামনে রেখে এই গবেষণা পত্রিটি প্রস্তুত প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস সেই দিক থেকে আমার এই গবেষণা পত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

এ ক্ষুদ্র কাজ দ্বারা যদি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের, বিশেষভাবে গবেষকদের, সামান্যতম উপকার হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সৈয়দ জহুরুল আমিন

(সৈয়দ জহুরুল আমিন)

ঢাকা
৩০শে জুন / ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণাপত্র একক ব্যক্তির রচনা হলেও কোনো গবেষণা কর্মই একক প্রচেষ্টার ফসল হতে পারেনা। তাই এই গবেষণা পত্র প্রণয়ন করতে যেয়ে প্রথমেই যাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হচ্ছে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব সারোয়ার হোসাইন। তৎসাথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী মন্ডলীকে যাদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছি এবং যারা আমাকে আদেশ উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়ে এই গবেষণা কার্য সমাধা করতে সহায়তা করেছেন।

আমি আরও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় আলী রীয়াজ সাহেবকে। যিনি এ ব্যাপারে আমাকে প্রচুর সহযোগিতা করেছেন। এ প্রসংগে আরো স্মরণ করতে হচ্ছে আমার সহযোগীতাকারী দু'একজনের নাম তারা হচ্ছেন - বড় ভাই তুল্য ময়েজ উদ্দিন, বন্ধু আলী আকবর ও আলী আকবর মোল্লাকে তৎসাথে এই গবেষণা কর্মকে যিনি বর্তমান রূপ দিয়েছেন অর্থাৎ মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ হারুনুর-রশীদকে।

উপসংহারে আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সকল হিতাকাংখীদের যাদের নাম এখানে উল্লেখ করতে পারিনি।

জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ উত্তরণে যাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁরা সকলেই আমার চলার পথে চিরদিনের জন্য মহিমান্বিত হয়ে রইলেন।

সৈয়দ রুহুল আমিন

(সৈয়দ রুহুল আমিন)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠানম্বর
মুখবন্ধ	ক
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	খ
ভূমিকা	১
অর্থনীতি	৫
অপরাধ	১৬
আইন	৩৩
আবহাওয়া	৩৮
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	৪১
আন্তর্জাতিক সাহায্য	৪৪
উন্নয়ন	৪৫
কৃষি	৪৯
কৃষি	৫৪
খাদ্য	৬১
চিকিৎসা	৬২
জন্ম নিয়ন্ত্রণ	৬৭
জীবনী	৭০
জ্ঞানবিজ্ঞান	৭২
দুর্ঘটনা	৭৫
ধর্ম	৭৮
পরিবেশ দূষন	৭৯
পানি	৮১
প্রযুক্তি	৮৪
প্রশাসন	৮৮
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৯৮
প্রাকৃতিক সম্পদ	১০০

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
পৌরসভা	১০২
বন সম্পদ	১০৪
বন্যা	১০৮
বাসস্থান	১১০
বিদ্যুৎ	১১২
ব্যবস্থাপনা	১১৪
ভাষা	১২৩
ভূমি	১২৪
মৎস্য	১২৬
যোগাযোগ	১২৮
রাজনীতি	১৩৫
শিক্ষা	১৪১
শিল্প	১৫২
শিশু কল্যাণ	১৫৪
সন্ত্রাসবাদ	১৫৭
সমবায়	১৫৮
সমস্যা	১৫৯
সমাজকল্যাণ	১৭৫
স্বাস্থ্য	১৭৮
সংরক্ষণ	১৮১
সংস্কৃতি	১৮৪
বিবিধ	১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

কেবলমাত্র তথ্য প্রদানই সংবাদপত্রের দায়িত্ব নয়। বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র আধুনিক সমাজের ব্যাপকায়তন যোগাযোগ নেট-ওয়ার্কের একটি অন্যতম উপকরণও বৈকি। এডওয়ার্ড সাপীর আধুনিক সমাজের যোগাযোগ সম্পর্কের প্রকৃতি নিরূপণ করে বলেছিলেন, একটি জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের অনুভব, উপলব্ধি এবং কর্মের সমঝোতা এবং অভিন্নতার, ভিত্তিভূমিতেই সম্ভব সমাজের নির্মাণ এবং সমঝোতার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে সহায়তার জন্য প্রয়োজন এক অভিন্ন প্রতিবেশ।[১] এই অভিন্ন প্রতিবেশ গড়ে তোলার জন্যে দরকার স্ব যোগাযোগ - মতামতের উন্মুক্ত বিনিময়। এই লক্ষ্যেই সংবাদপত্রকে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সব সময়ই সক্রিয় থাকতে হয়।

আর সে কারণেই সংবাদপত্রের দায়িত্ব কেবল সংবাদ পরিবেশনার সীমিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয় - বরং তার অন্যতম দায়িত্ব জনমত গড়ে তোলা। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখে সমগ্র সমাজকে পরিচালনা করবার দায়িত্ব নিঃসন্দেহে সংবাদপত্রের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সংবাদপত্র সমাজে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে, বিস্তৃতিতে এবং ব্যবহারে একাধারে কনডাক্টর ও কণ্ডেন্সটর এর মতো কাজ করে। এই সমস্ত বিবেচনা করেই গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রের দায়িত্ব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে,

'First, a truthful, comprehensive and intelligent account of the day's events in a content which gives them meaning ; second; a forum for the enchange of comment and criticism ;third a means of projecting the opinions and attitudes of the groups in the society to one another ; fourth a method of presenting and clarifying the goals and values of the society ; and fifth a way of reading every number of the society by the current of information, thought, and feeling which the press supplies.[2]

1. Aspects of Modern Sociology : Social Processes Communication, Devis Mcquair, Longman, London, 1978. P.3.
2. Challenge and staguation : The Indian Mass Media, Chanchal Sarkar, Vikas, New Delhi, 1969. P. 39.

Dhaka University Institutional Repository

চঞ্চল সরকার গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসংগে যে অংগুলি সংকেত করেছেন বাস্তব চাহিদা প্রমাণ করে যে, তা সুনির্দিষ্ট ও অতীব প্রয়োজন। এবং বলাই বাহুল্য শ্রী সরকার কথিত ও সর্বজনস্বীকৃত সংবাদপত্রের এই পাঁচটি ভূমিকা কেবলমাত্রই সংবাদ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অর্জন সম্ভব নয়। আর সে কারণেই সংবাদপত্রকে বেছে নিতে হয় অপরাপর চাহিদা পূরণের পথ। সম্পাদকীয় তার মধ্যে অন্যতম। আলোচনার এক পর্যায়ে জনমত গঠনকে আমরা সংবাদপত্রের অন্যতম কাজ বলে সনাক্ত করেছিলাম, এলবার্ট শ্যাফল এই বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন,

'' This instrument doesn't only stimulate Mass Movements but records them also with the aid of a network of regional and special interest journals. From the smallest home-town paper to the world press, from journals of knowledge to comic-books the daily press is a large, connected system of cells which exxisedxand collect and reproduce ideas and as such it is an organ of public opinion."[3]

জনমতকে এইভাবে গড়ে তোলা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যেই সংবাদপত্রকে সরাসরিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত উপস্থাপন করতে হয়। সংবাদপত্রের সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী মতামতের কলাম হিসেবে সম্পাদকীয়ের আবির্ভাব। সংবাদপত্র শিল্পের গোড়ার দিকে সংবাদ ও সংবাদপত্র প্রকাশকদের মতামত প্রকাশিত মতামত ভিন্নভাবে প্রকাশিত হতো। সংবাদ বেরুতো নিউজলেটারে আর মতামত আলাদা প্যাম্পলেটে। ১৭০৪ সালে ডেনিয়েল ডুকে (DANIEL DEFOE) লন্ডন থেকে প্রকাশিত (THE REVIEW) নামক সংবাদপত্রে এই দু'টিকে একত্রিত করেন। এরই মধ্য দিয়ে আজকের দিনের সম্পাদকীয়ের সুচনা। সম্পাদকীয়ের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল বুচার লিখেছিলেন,

Their work x is primarily one of moulding. They forge the metal which is discovered by the creative, intellectual work in

---

3. Social Theories of the Press : Honno Hardf, Sage Publication, London. 1979, P. 66.

Dhaka University Institutional Repository

political science, art and technology into small coins so that it may be circulated. They disperse the intellectual impulses, which emanate from political and cultural centeres, among the masses and collect their reactions to return them to the centers of the intellectual movement.[4]

আজকের দিনে এই দায়িত্ব আরো খানিকদূর সম্প্রসারিত হয়েছে। যে কারণে TO INFORM ও TO EDUCATE -এর সীমা পেরিয়ে আজকে সম্পাদকীয়ের দায়িত্ব TO ENTERTAIN এও গিয়ে পৌঁছেছে। বিষয়-বৈচিত্রে সম্পাদকীয়ের দায়িত্ব কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। বিনোদন তথা হালকা বিষয়ের উপস্থাপনার মধ্যদিয়েও পাঠককে কিছু না কিছু উপহার দেয়া তার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে ওঠে। উইলবার তার MEN MESSAGE & MEDIA গ্রন্থে সংবাদপত্রের যে বিলম্বিত পুরস্কারের (DELAYED REWARD) কথা বলেছেন সম্পাদকীয় সেই পুরস্কার নিশ্চিত করে।

একটি জাতীয় দৈনিকে সম্পাদকীয়ের গুরুত্ব উপরোক্ত আলোচনা থেকেই বোধ করি স্পষ্ট। তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব উত্তরে সংবাদপত্রের সামাজিক দায়িত্ব বা SOCIAL RESPONSIBILITY পালন করতে হলে অবশ্যই সম্পাদকীয় প্রয়োজনীয় এবং সংবাদপত্রের এমন একটি অংশ যাকে বাদ দিয়ে সংবাদপত্রের কল্পনা কেবল "আকাশ-কুসুম" মাত্র।

এই বিবেচনাকে সামনে রেখেই বর্তমান গবেষণা পত্রে ১৯৮৩ সালের "দৈনিক সংবাদ"-এর সম্পাদকীয়ের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং সার-সংক্ষেপ নির্ভুল তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছে। সময়-পরিসরের দৈর্ঘ্য দীর্ঘ, কেননা আমাদের বিবেচনায় একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলাম থেকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করতে হলে বিচিত্রমুখী সময়ে তাকে দেখা দরকার। সেই চেষ্টাই এই গবেষণাপত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। যে বিবেচনাকে আমরা সামনে রেখেছিলাম সমাজের ঘটমান ঘটনা-প্রবাহের সাথে সংবাদপত্রের আনুপ্রক্রিয়ায় সম্পাদকীয়ের ভূমিকা - তা এখানে খুবই স্পষ্ট। সমাজের বিভিন্নমুখী সমস্যা নিয়ে সম্পাদকীয়ের সংখ্যা যে কারণেই সর্বাধিক (সংখ্যা ৬৬), অপরাধের প্রবণতা ক্রমবর্দ্ধমান বিধায় তার সংখ্যা এর ঠিক পরেই(সংখ্যা-৬২)।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত সময়-পরিসরে আমাদের দেশের অর্থনীতিক বিধি-ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্যনীয় - একদিকে রাষ্ট্রীয় খাতের উপর থেকে নির্ভরশীলতা হ্রাস করে ব্যক্তি মালিকানার উপর গুরুত্বারোপ, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিক দুরবস্থা, এই কারণেই অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদকীয় এই সময়কালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রকাশিত (সংখ্যা- ৪৩)। শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট সর্বজনবিদিত, পূর্ববর্তী বৎসরে (১৯৮২) সামরিক সরকার ঘোষিত নতুন শিক্ষানীতি এবং তার প্রতিবাদে ছাত্রদের আন্দোলন- এ বছরের অন্যতম বিষয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর সামরিক আইনের নিয়ন্ত্রণের ওঠা-নামা এবং সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রনের ফলে এসব বিষয় সরাসরি ভাবে না এলেও শিক্ষা প্রসংগের উল্লেখ এবং পরোক্ষভাবে "সংবাদের" বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সম্পাদকীয়ের সংখ্যা ৩৯টি। সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার এ বছরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সারা বছর ধরেই এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক বিরাজ করে। তাই এ বিষয়টি বার বার সম্পাদকীয় বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে (সংখ্যা - ৩৫)। রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রন এবং সংবাদপত্রে রাজনৈতিক বিষয় প্রকাশে সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে উত্তাল গণজোয়ারের ও আন্দোলন সত্ত্বেও রাজনীতি প্রসংগিক সম্পাদকীয়ের সংখ্যা কম (২০), তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সামরিক আইন শিথিল হওয়ার যে কোনো সুযোগেই এই বিষয়ে সম্পাদকীয় গুরুত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এই সব বক্তব্যের উল্লেখের কারণ একটিই। আর তা হলো এই সময়কালে জাতীয় দৈনিক হিসেবে সংবাদ-এর সম্পাদকীয় কি ভূমিকা পালন করেছে তা পরিস্ফুট করা। সুস্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট যে, জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয়ের যে ভূমিকা পালন আবশ্যক আমাদের মতো পশ্চাদপদ পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামরিক শাসনের আওতায় একটি জাতীয় দৈনিকের পক্ষে তার যতটা সম্ভব সংবাদের সম্পাদকীয় তা পালনে অকুণ্ঠিত ও নির্ভীক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনিক সংবাদ এর যে সংগ্রহ রয়েছে সেটাকে ব্যবহার করেই এ গবেষণা পত্র সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণাপত্রে সিয়ারস লিস্ট অব সাবজেক্ট হেডিংকে অনুসরণ করে বিষয়াবলী নির্বাচনের পর বাংলা ভাষার অভিধানকে মান ধরে বিষয় শিরোনাম গুলো বর্ণনা ক্রমিক ভাবে সাজানো হয়েছে। এবং তারপর আবার প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত শিরোনামগুলো বর্ণনাক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি

অসময়ে পাটের দাম : ২৬-২-৮৩

যশোর জেলায় পাটের দাম বেড়ে ডবল হয়েছে। শুধু তাই নয়। খোঁজ করলে প্রায় সব জেলাতেই এই অবস্থা দেখা যাবে। মুচড়বার কথাই কারণ কৃষকদের হাতে পাট নেই।

পাটচাষী ষড়যন্ত্রের জালে জড়াতে থাকে চাষের গোড়া থেকে।

চাষীদের হাত ছাড়া থেকে পাট চলে গেছে। পাটের দর বাড়ে এর একটা বিহীত সরকারের করা উচিত।

অসহায় শৈশব : ১৬-২-৮৩

জাতিসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বয়স চৌদ্দ বছরের কম এমন পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ শিশু বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে নিযুক্ত হয়েছে শ্রমিকের কাজে।

অর্থনীতিতে যে মন্দা চলছে তাতে বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার মানে অবনতি ঘটেছে নানাধিক পরিমানে। সারা বিশ্ব জুড়েই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে শিশুদের ভবিষ্যত।

অনুন্নত দেশের পরিচিতি তুলে ধরার জন্য সাধারণদের ক্ষুধা ও অপুষ্টির শিকার কংকালসার শিশুর ছবি ব্যবহৃত হয় প্রতীক হিসাবে। তৎসাথে মনে হয় আরও একটি প্রতীক যোগ হতে যাচ্ছে তা হচ্ছে বোঝার ভাবে ন্যুব্জ দেহ এক শীর্ন প্রানু শিশু।

অনিম যাত্রায় খুচরা মুদ্রা : ১৩-১০-৮৩

বাংলাদেশে দ্রব্যমুল্যের এমন অবস্থা হয়েছে যে, পাঁচ পয়সা এবং দশ পয়সার মুদ্রার ব্যবহার প্রায় বন্ধই বলা চলে।

এই মুদ্রার যে অবস্থা দাড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে এদের আশ্রয় পরবর্তীদের দেখার জন্য যাদু ঘরেই হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার পটভূমি : ৩১-১০-৮৩

এক মাসের মধ্যে বাজারে বেশ কিছু জিনিসের দাম বেড়েছে। ফড়িয়া, মুনাফাখোর, অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতকারীর হাতে বাজারটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকারী উদ্যোগী হলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমদানী নীতি ও মূল্যবৃদ্ধি : ৭-৬-৮৩

যে সকল দ্রব্য আমদানী বন্ধ করা হয়েছে, সেই সকল দ্রব্যের দেশীয় উৎপাদকরা তাদের দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে বিশেষ সুযোগ করে নিচ্ছে।
শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা যাতে কারো জন্যে মুনাফার পাহাড় গড়ার মওকা হয়ে না দাড়ায় সেদিকে রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি।

ঈদের বাজার : ৯-৭-৮৩

ঈদের বাজার মানে ক্রেতা বিক্রেতাদের বেশী ভিড় জিনিসপত্রের বেশী দাম। ঈদের বাজারের জম জমাট ভাবটি এ বছর একটু দেরীতে এসেছে।

এবারের ঈদের বাজার ক্রেতা সাধারণকে নিক্ষেপ করেছে এক অনন্যোপায় অবস্থার মধ্যে। এখানে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া যেন উর্ধশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই।

এ অবস্থা সোজা দেয়ালে ঠেকিয়ে দেবে তাদের পিঠ এতে গোটা ব্যবসা বাণিজ্যকেই রুগ্ন করে তুলবে।

উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে : ২৪-৫-৮৩

বিদেশী পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ করার পর স্থানীয় উৎপাদকরা ইচ্ছামত দাম বাড়াচ্ছে দেশীয় পণ্যের। দাম বাড়ানোর যে যুক্তি দেখান হয়েছে তা স্রেফ উদো পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মত অবস্থা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সুবিধা দানের ফল কাদের ভোগে : ২১-৫-৮৩

পবিত্র রমজান সামনে । এর মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। বিদেশ থেকে ফলমুল আমদানীর ব্যবস্থা থাকবে, তার থেকে বরঞ্চ সাধারণ খাবার জিনিষ গুলো যাতে তাদের নাগালের বাইরে চলে না যায় সে ব্যবস্থা নিলে সরকার সকলের দোয়া পাবে।

এক পয়সার বাণী আর বাজেনা : ২৭-৭-৮৩

এক পয়সার মুদ্রা অচল হয়েছে নিজে নিজেই। ~~সরকার~~ কেউ তাকে অচল ঘোষণা করেন নি।

এক পয়সার হাল দেখলে বাংলাদেশের দ্রব্যাদির হাল সম্পর্কে বোঝা যায়।

এক পয়সা আজ মুল্যহীন। আমাদের দেশের অর্থনীতির অবস্থার এটি একটি চিত্র বহন করে।

এবারের বাজেট আশা ও বাস্তবতা : ৩-৭-৮৩

এবার জাতীয় বাজেটের লক্ষ্য হিসাবে আগামী দিনের সম্পর্কে আশা বাদী সুর রয়েছে ঠিকই কিন্তু গত বছরের বাজেটে তার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয় নি।

জনজীবনের ক্রমবর্ধমান সংকটের পটভূমিতে তার এই আশাবাদে সায় দেওয়া কঠিন।

এবারের বাজেট কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। বাজেট ভাষণে দেশের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা হয় নি। এবং এ থেকে উত্তরনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গুলোর ক্ষেত্রে গত বছরের অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে।

এবার তুলা কেনায় খেসারত : ৬-৩-৮৩

পাকিস্তানের সাথে ব্যবসায় আবার বাংলাদেশ মার খেয়েছে। এবারকার খেসারত তুলায়।

চুক্তিতে আপত্তির কথা নেই বলে বাজে জিনিস নিতে হবে এমন সর্বনেশে কানুন মানা যায়না। এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রতিকার চাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ওষুধ মুনাফাখোরি কারবার : ২৪-৮-৮৩

একটানা একটা উপলক্ষে চড়েছে ওষুধের দর। ফলে সাধারণ মানুষের ওষুধ খাওয়াও দায়।

মানুষের জীবন মরনের প্রশ্ন জড়িত বলে ওষুধের বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে নেয়া হবে বলে আমরা আশা করি।

কাগজের দাম : ২৭-৯-৮৩

- কর্ণফুলী কাগজের কলের ফুচি দুটি মেশিন ওভারহলিংয়ের জন্য একমাস বন্ধ থাকায় কাগজ ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত দাম আদায় করে চলেছে।

এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া দরকার যাতে না বর্ধিত এ দরটাই আবার স্থায়ী দর হয়েদাড়ায়।

কীটনাশক বনাম ব্যাঙের পা : ১৫-৫-৮৩

অপরিকল্পিত উপায়ে প্রচুর পরিমান ব্যাঙের পা বিদেশে রপ্তানীর ফলে ফসলের ক্ষেতে পোকা মাকড়ের উপদ্রব সাংঘাতিক বেড়েছে। সুতরাং কীটনাশক আমদানীর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

সরকারকে এদিকটি বিবেচনার অনুরোধ করছি।

গংগা কপোতাক্ষ প্রকল্পে অর্থাভাব : ৯-৩-৮৩

অনেক আশা নিয়েও গংগা কপোতাক্ষ ~~প্রক~~ প্রকল্প হাতে নিয়েও গত ত্রিশ বৎসরে আশার প্রতিফলন হয়নি। শুনা যাচ্ছে জিকে প্রকল্প কাজ বন্ধের উপক্রম কারণ অর্থের অভাবে এ অবস্থা চলতে থাকলে সমগ্র প্রকল্প ইবরবাদ হয়ে যেতে পারে বলে ভয় হয়। ~~যদি-ই~~ যতটুকুই বাস্তবায়িত হয়েছে তাতে দুশ কোটি টাকা দামের খাদ্য শস্য উৎপাদন হয়েছে। সুতরাং প্রকল্প অর্থের অভাবে গোছাতেই হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে পৌছে দেয়া বিদ্যুতের ব্যবহার: ১০-১-৮৩

একটি কথা অনস্বীকার্য যে, দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

বিদ্যুতায়িত হলেই চলবেনা। দেশের অভ্যন্তরে কর্মীদের প্রশিক্ষণ সুযোগ সম্প্রসারণ এর ব্যবস্থা বেশী করে দিয়ে এবং যন্ত্রপাতি ঠিকভাবে সংরক্ষণ করে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রামের মানুষের জীবন রক্ষার পথ বেথায়: ২-১-৮৩

গ্রাম হতে বেকার লোকদের পাইকারী হারে শহরে পাড়ি জমানো উদ্বেগজনক এবং এই হার দ্রুত বাড়ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকটের গভীরতা এথেকে বুঝা যায়।

গ্রাম থেকে জীবন রক্ষার কোন পথ না পেয়ে গ্রামের অধিবাসীরা দলে দলে শহরমুখী হচ্ছে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নাই।

জনশক্তি রফতানী বাড়ানোর নয়া ব্যবস্থা: ১৮-৩-৮৩

পদ্ধতিগত কিছু জটিলতার কারণে জনশক্তি রফতানী থেকে দেশের যতটা সুফল পাওয়ার কথা ততটা পাওয়া যাচ্ছেনা।

জনশক্তি রফতানী দেশের জন্যে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আনতে পারবে কেবল তখনই যখন এই ব্যাপারে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জনশক্তি রপ্তানির সুষ্ঠুনীতি ও লক্ষ্য চাই: ২৯-৯-৮৩

ভুয়া দালালদের হাতে পরে অনেক লোক বিদেশে চাকরীর জন্যে বিদেশ গিয়ে একেবারে অসহায় ও নিঃসম্বল হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।

সরকার ও দেশ ও জনগণের জরুরী প্রয়োজনের বিষয় আরো একটু গভীরভাবে ভেবে জনশক্তি রপ্তানীর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ এবং তা থেকে জাতীয় পর্যায়ে সুফল লাভের প্রতি নজর দিতে চেষ্টা করবেন এটাই আমরা আশা করবো।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় অর্থনীতি সাফল্য প্রসংগে : ১৩-৯-৮৩

আই,এম,এফ, এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি অগ্রগতির পথে।

কর বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন হ্রাসের মত কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে অর্থনীতিতে কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে।

জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রসংগ কথা : ২১-১-৮৩

জীবন যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির কারণে মন্ত্রীদের ভ্রমণভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। জীবন যাত্রার ব্যয় যে হারে বেড়েছে আয় আয় সে হারে বাড়েনি।

উৎপাদন ব্যয় ও অনুন্নয়ন ব্যয় হ্রাস, অপচয় বন্ধ ও আমদানী নির্ভরতা কমানো উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হলেই সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে জীবন যাত্রার প্রকৃত সুফল লাভ সম্ভব হবে।

নতুন কর প্রস্তাব ও সাধারণ মানুষ : ২০-১-৮৩

সংশোধনী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী দু'বছরে নুতন কর ও রাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার অতিরিক্ত ৩৮৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে। এরকম একটি পরিকল্পনা প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন। করধার্য এবং রাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণের সময় যে উন্নয়নের চিত্র আঁকা হয়, তা বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ দেখা যায়না। তাই যেখানে সেখানে কর ধার্যের পরিণতিতে সাধারণ লোকের আর্থিক দুর্গতি কোথায় গিয়ে দাড়াবে, পরিকল্পনাকারীদের সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

নষ্ট ধানের কথা ও আমলাতন্ত্র : ১৩-১-৮৩

১৯৭৯ সালে থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত নেত্রকোনা মহকুমা সরকার প্রচুর ধান ক্রয় করেন। মহকুমা খাদ্য কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছেন। এ প্রসংগে সরকারের একটা কথা বলে দিতে চাই, প্রশাসনকে জনগণের কাছে নেয়ার সাথে সাথে এ ধরনের সরকারী কর্মচারীরাও গিয়ে জনগণের দোড় গোড়ায় হাজির হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নবিত্তদের আবাসিক সমস্যা : ১৯-১-৮৩

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ সাহায্যে নিম্নবিত্তদের জন্য আবাসিক সংস্থান ও বস্তি এলাকা উন্নয়নের একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। আবাসিক সমস্যা শহর এলাকায় মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা সাধারণ স্বল্প আয়ের লোকজন দের জন্য। এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ হলে নিম্নবিত্ত লোকেরা উপকার পাবে।

শহর এলাকায় বিলাস বহুল বাস গৃহ নির্মাণকে নিরুৎসাহিত করা দরকার এবং কয়েকজন মিলে ৩ কাঠা বা ৫ কাঠা জমির উপর বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী নির্মানের উদ্যোগে সরকার গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থার মাধ্যমে সাহায্য করেন তবে বাসস্থান সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে।

ন্যাড়া বেলতলায় যায় ক'বার ? ২৯-১-৮৩

ঢাকা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বানরসহ অন্যান্য পশুপাখী রপ্তানীর সুপারিশ করেছেন। বিনিময়ে বিদেশ থেকে বিদেশী পশু পাখী এনে আমাদের এখানে রাখা হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের এখান থেকে রপ্তানী করে অনেক বিরল প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অন্য দিকে বিদেশ থেকে আনা পশু পাখী কিছুদিন পর আর প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধায় জীবিত না থেকে মৃত অবস্থায় চিড়িয়াখানা যাদু ঘরে রক্ষিত হয়েছে।

পাট রপ্তানী প্রসংগ : ১৮-২-৮৩

আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে কারসাজির সাথে যোগ হয়েছে আমাদের কাজের ফল যার জন্য কাঁচা পাট রপ্তানী করে আশানুরূপ মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না।

বিভিন্ন সময়ে নেয়া বিভিন্ন অপরিকল্পিত ব্যবস্থা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুন পাট ব্যবসা বিরাট সংকটের সম্মুখীন।

রপ্তানীর প্রসংগে উৎপাদনের প্রসংগটি আনতে হবে। চাষীদের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে না পারলে তারা পাটের বদলে অন্য ফসল করবে। উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত মানের পাট বীজের অভাবসে ক্ষেত্রে রয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে কাঁচা পাট রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানের জন্য আশু সুব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

পাটের ভবিষ্যত: ১৪-৫-৮৩

সরকার পাটের বাজার চাংগা করে তোলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। পাটের ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে সার্বিক উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। নচেৎ পাটের অবস্থা নীল চাষের মতো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দাম বাড়ার হিড়িক: ১৬-৬-৮৩

রমজান মাস শুরু হবার আগে থেকেই বাজারে দাম বাড়ার হিড়িক শুরু হয়েছে এবং ঈদ পর্যন্ত চলবে এ দিকটা নিয়ে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে এবং সে অনুযায়ী কিছু করণীয় ও আছে।

দ্রব্যমূল্যে নতুন ধাক্কা: ১৭-৩-৮৩

দেশে প্রত্যেকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেড়ে চলেছে। দ্রব্য মূল্যের বাজারে কালো ঘোড়াটাকে ক্রমাগত জোরে জোর কদমে ছুটানো হয়েছে। এখনো তার ছুট যদি না থামানো হয় তাহলে জনসাধারণ মুখ থুবড়ে পড়বে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই দুর্বল প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তির ব্যবস্থা টার কথা তাই সরকারকে ভাবতে হবে।

দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি: ২-৮-৮৩

দেশের দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি এখন উদ্বেগের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির পেছনে নেপথ্যের সুড়সুড়ি ছিল যথেষ্ট।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধার জন্য বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা প্রয়োজন।

ধুম্রশলাকার মূল্যে অগ্নিসংযোগ: ১৬-৮-৮৩

সিগারেটের মূল্য আবার বেড়েছে। উৎপাদন কম হওয়ায় নাকি মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দেশে মানুষ ছাড়া আর সব কিছুরই দাম বাড়ে এবং দাম যা বাড়ে তা আর কমেনা।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বাজারে বাঁচার পথ: ১০-৮-৮৩

বাজারের আগুনের তাপ সাধারণের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসই দরের আগুনে লাল।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ বের করে তার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীর নান্দীপাঠ কোন সমাধান দিতে পারবেনা।

বাংলাদেশে হুকুমতে পাকিস্তান" এর জের: ১৯-৬-৮৩

স্বাধীনতার বারো বছর পরেও বাংলাদেশে হুকুমতে পাকিস্তান মুদ্রা বৈধ হয়েই চলছে। পাকিস্তানী মুদ্রার চল সরকার অবৈধ করেন নি, কেন করেন নি সেটাই কথা।

ব্যাঙের ক্ষয় - পোকামাকড়ের জয়: ২২-৬-৮৩

অতিরিক্ত ব্যাঙ ধরে বিদেশে রপ্তানীর ফলে দেশে ব্যাঙের পরিমান হ্রাস পাচ্ছে এবং প্রকৃতির ভারসাম্যতা রক্ষা হচ্ছেনা, পোকামাকড়ের পরিমান বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক ভাবে পোকামাকড় প্রচুর ক্ষতি করছে।

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার দিক বিবেচনা করে সব করতে হবে।

বিশ্ব ব্যাংক সমীক্ষা ও বাংলাদেশ: ৭-২-৮৩

বিশ্ব ব্যাংক এর একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে পরিস্থিতি যদি বর্তমান পর্যায়ে চলতে থাকে তবে দু'হাজার সাল নাগাদ বাংলাদেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র সর্বগ্রাসী রূপ নেবে।

বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষায়, বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ বলা হয়েছে জনশক্তি, উর্বর জমি ও পানি। তাই এ দিকেই ভবিষ্যতের সংস্থান করতে হবে।

তাই এই জন্য প্রয়োজন ভূমি-সংস্কার এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিগত চাষাবাস করা। শুধু কৃষি খাতেই নয়, দ্রুত শিল্পায়নের ও উদ্যোগ নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিজিত বার্দোর প্রতিবাদ : ৭-৯-৮৩

ফরাসী অভিনেত্রী ব্রিজিত বার্দো কুকুর ভক্ষণকে অশ্লীল ও অবৈধ বলে বর্ণনা করেছেন। কুকুরের জন্য পশ্চিমাদেশগুলোতে যা খরচ হয় আমাদের তৃতীয় বিশ্বের জনগণের জন্য তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ : ১২-৫-৮৩

সুযোগ সন্ধানীদের কারসাজির কারণে গত কিছুদিনে বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে।

সরকারী কিছু উদ্যোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করেছে এরা। স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব।

রপ্তানীর বাটখারায় পুষ্টি : ১৬-৫-৮৩

রপ্তানি বাণিজ্যের বেড়াজালে ঘেরাও হয়েছে দেশবাসীর বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী। দেশের মানুষ আগে খেয়ে বাচুক, তারপর অন্যের কাছে বিক্রি এই নীতিই সরকারের গ্রহণ করা উচিত।

রপ্তানী পণ্যের বাজার : ৫-৬-৮৩

পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানী বাড়ানো সম্ভাবনা কাজে লাগছে না উদ্যোগের অভাবে।

এ ব্যাপারে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

স্টীল মিলের সংকটের উৎস কি? ৩-১-৮৩

আমদানী নীতির ত্রুটির কারণে ৩৫ কোটি টাকার পণ্য অবিক্রিত পড়ে আছে।

দেশী শিল্পে উৎপাদিত পণ্য অবিক্রিত পড়ে থাকবে আর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে বিদেশ থেকে সেই পণ্য আমদানী হয়ে বাজার চালু হবে। এটাকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার লক্ষণ বলে কেউ মেনে নিতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদ : ১৬-১-৮৩

নির্ধারিত সময়েও বছরের মধ্যে জাতীয় গুরুত্ব পূর্ণ-প্রকল্প পূর্ণ প্রকল্প গুলোর কাজ শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হলে তা দেরীতে বিভিন্ন কাটছাট হয়ে প্রচুর অর্থ বছরের পর যা বাস্তবায়িত হয় তা থেকে উৎপাদন স্বাভাবিক ভাবে অলাভজনক হয় এবং সেই লোকসানের বোঝা আসে জনগণের উপর।

এজন্য আমলাতান্ত্রিক শৈথিল্য এবং পদ্ধতিগত জটিলতাই প্রধানত দায়ী।

এ ব্যাপারে জাতিকে ক্ষতির সম্মুখীন না করে জোর তাগিদ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

সরকারী কাজে ফাঁকি : ১১-১-৮৩

এক শ্রেণীর ঠিকাদার ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় ব্যক্তিদের বখরা ও উপঢৌকন সামগ্রী দেয়ার রীতি চালু হয়েছে ব্যাপকভাবে।

আর এরই ফলে ঠিকাদারদের করা বিভিন্ন দালান কোঠা বৎসর। ছ'মাস যেতে না যেতেই ভেংগে পড়তে আরম্ভ করে। আবার ও এ তথৈবচ অবস্থায় হচ্ছে। এভাবে কোটি কোটি টাকা লুট যাচ্ছে এ বারো ভূতে।

বর্তমান সরকার কি পারেন এর প্রতিকার করতে।

সেই পুরনো সত্য : ২৮-৮-৮৩

অভিভাবকদের আর্থিক অসচ্ছলতার করণে অনেক শিক্ষার্থী বঞ্চিত হন উচচ শিক্ষার সুযোগ থেকে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবনের মাঝ পথে লেখে যেতে বাধ্য হয় তাদের।

ছাত্রদের আর্থিক অসুবিধা মোকাবেলার ক্ষেত্রে স্টুডেন্টস প্রজেক্ট তাই একটি আদর্শ চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। এর সাফল্য কামনা করে আমরা চাই প্রজেক্টের কর্মক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধ

অবদানের স্বীকৃতি কি প্রাপ্য নয় ?

২৭-১-১৯৮৩

এই বাংলাদেশেই আজ থেকে ১৬০ বৎসর আগে এক ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল যার লেখনী বাংলার কাব্য সাহিত্যকে নূতন গতি দিয়েছে, ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। নাটকের নূতন দিক-নির্দেশ করেছে। আর দরদ ভরে লিখেছেন নিপীড়িত জাতির কথা। সেই ব্যক্তি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অথচ তারই জন্মবার্ষিকী ২৫শে জানুয়ারী কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী সাংবাদিক, বাংলা সাহিত্য চর্চাকারী শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের কেউ দিনটিকে স্মরণ করার কথা ভাবলেন না।

অসামাজিক কার্যকলাপ

২-৮-৮৩

গাঁজাখোর, মাতাল ও বখাটেদের উপদ্রব বেশ বেড়েছে। এক শ্রেণীর লোকের অসামাজিক কার্যকলাপ সমাজে সব সময়ের সমস্যা।

এদের মানসিকতার পরিবর্তন তাই ব্যাপকভাবে চাই এবং এ ব্যাপারে সামাজিক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

আমরা নিন্দা করি

১৩-২-৮৩

ঢাকা মেডিকেল ও ডেন্টাল ছাত্রদের সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সন্ধানীর উদ্যোগে ব্লাড ব্যাংকের রক্তদান কর্মসূচী উদ্বোধন হবে। এই প্যান্ডেল গতকাল সন্ধ্যায় একদল দুস্কৃতিকারী আগুন লাগিয়ে দেয়।

কারা এই দুস্কৃতিকারী তা চিহ্নিত করা যায় নি। আমাদের সামনে এখন অমর একুশের চেতনা। বারবার অশুভ শক্তি নানাভাবে উস্কানি সৃষ্টি করতে চেয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে ছাত্রদের ধৈর্য ও সতর্ক থাকতে বলছি।

Dhaka University Institutional Repository

আসল নকল সমস্যা — ৬-১-৮৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, বাংলাদেশের ৮৪টি পণ্য পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে নকল হচ্ছে ব্যাপক পরিমাণে।

এই ভেজাল দ্রব্যাদির জন্য যে কেবল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন তাই নয় অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। বিষয়টি সব ক্ষেত্রে খুব গুরুতর।

সাধারণ ভাবেই প্রতারণার এই ব্যবসা চলতে দেয়া যেতে পারে না।

উত্তরাঞ্চলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি প্রসংগে — ১৫-১০-৮৩

অভাব ও বেকারত্ব আত্মপ্রকাশ করে কতগুলো আলামত নিয়ে, তেমন একটি আলামত অপরাধ প্রবণতার বৃদ্ধি। উত্তরাঞ্চলেও তাই ঘটেছে।

এ সব সমস্যা মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষ সাফল্যের সংগে এগিয়ে যাবেন এ মুহূর্তে এটুকুই শুধু আমরা কামনা করতে পারি।

উপকূলীয় সাগরে দুর্বৃত্তদের রাজত্ব — ২৮-১১-৮৩

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ভিতরের ও বাইরের দুর্বৃত্তরা বিপদ সৃষ্টি করেছে। যার শিকার হচ্ছে জেলেরা।

এ ব্যাপারে সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

উৎস এক — ২৭-২-৮৩

সম্প্রতি রাজধানীতে বিভিন্ন রাস্তা থেকে ১৮ জন ভিক্ষুক আটক করে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে এবং বিভিন্ন হোটেল থেকে ৭ জন প্রমোদবালাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আটক এবং গ্রেফতারের কারণ বিভিন্ন হলেও এই ভিক্ষাবৃত্তি ও অসামাজিক কাজের উৎস এক, তা হল বাঁচার তাগিদ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদল ছাড়া এদের উপদ্রব বলাই হোক কিংবা বিপথগামী করার ফাঁদ যাই-ই বলা হোকনা কেন তা থেকে মুক্তি নেই।

এ অভিযোগ গুরুতর ২৮-৬-৮৩

রমজান মাসে নানা ফল মুল এবং শাক শব্জি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীরা রাস্তায় পুলিশকে নজরানা দিতে হয় বলে অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগ সম্পর্কে সত্য মিথ্যা যাচাই করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

এ আত্মঘাতী প্রবণতার অবসান চাই ৬-৮-৮৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে আবার হিংসাত্মক ঘটনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

এসব দাংগা হাংগামা আমাদের শিক্ষাংগণই শুধু কলুষিত ও হয় নি সাথে বিরাট সংখ্যক ছাত্র এই দাংগা হাংগামার ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই অবস্থা অবসানের জন্য কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিদ এবং ছাত্রদের মিলিতভাবে উদ্যোগী হতে হবে।

একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ১২-১১-৮৩

কমলাপুর এলাকায় এক হত্যা কান্ডের সাথে নিজের ছেলে জড়িত আছে জানতে পেরে পিতা এস,এম,এ, কাদের নিজেই তাঁর সন্তানকে মতিঝিল থানায় সোপর্দ করেছেন।

অপরাধ মুলক তৎপরতা বেড়ে গিয়ে সামাজিক পরিস্থিতি ভয়াবহ করার জন্য এক শ্রেণীর অভিভাবক অনেকাংশে দায়ী।

অভিযুক্ত ছেলেকে আইনের হাতে তুলে দিয়ে জনাব কাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এ দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়া উচিত।

এককোটি টাকা কারচুপি ১৮-৪-৮৩

ছাত্র ও শিক্ষকদের সংখ্যা বেশী বেশী দেখিয়ে এবং হিসাবের খাতায় গরমিল ঘটিয়ে বেসরকারী মাদ্রাসা ও স্কুল গুলিতে যে মঞ্জুরী দেয়া হয় তা থেকে প্রায় এক কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠেছে, কিন্তু যার মাধ্যমে এই ব্যবস্থা তার রুগ্নতা নিয়ে একই সংগে ভাববার হয়তো সময় এসেছে।

এক শ্রেণীর শিক্ষক: ২৬-২-৮৩

এক বেসরকারী জরিপে জানা গেছে, প্রায় স্কুলের রেজিস্টার খাতায় যে ছাত্র/ছাত্রীর নাম রয়েছে তার শতকরা ৪০ জনই ভুয়া। এসব স্কুলে প্রাপ্ত সরকারী সাহায্য কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে। এর সাথে এক শ্রেণীর শিক্ষক জড়িত। এরা কি শিক্ষা দেবে ছাত্র/ছাত্রীদের যখন এদেরই আগে দরকার শিক্ষা পাওয়া।

এ ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করে যাচ্ছে।

এত খুন, এত লাশ আর কতকাল: ৮৫-৭-৮৩

কোথায় চলেছি আমরা। জাতির অধঃপতন আজ কত দ্রুত তা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। খুনের বিরাম নেই। মনে হয় খুনীর পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার জন্য এক ধরনের প্রতিযোগিতায় যেন অসংখ্য লোক শামিল হয়েছে এবং ক্রমেই তারা দলে ভারী হচ্ছে।

এই গুরুতর অবস্থার পরিনাম ফল গভীর ভেবে দেখার সময় কি এখনো আসেনি। এই প্রশ্নটাই জবাব চাইতে হয়।

এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন ২৮-১২-৮৩

মহিলাদের ভোটার হওয়া শরিয়তের পরিপন্থী কাজেই তাদের ভোট দিতে দেয়া হবেনা - এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চকোরিয়া উপজেলার বদরখালী ও ছাসিয়া খালী ইউনিয়ন নির্বাচনের প্রার্থীরা।

দেশ ও সমাজের কল্যানের স্বার্থে এ ধরনের প্রগতি বিরোধী শক্তিকে কোন ভাবে প্রশ্রয় দেয়া চলেনা।

আমরা আশা করি সরকার অবিলম্বে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে কাল বিলম্ব করবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

এবার হাওয়ার ব্যাপারী ২৫-২-৮৩

এদেশে হঠাৎ করেই ব্যাঙের ছাতার ন্যায় আদম ব্যাপারীরা জেগে উঠেছে এবং জনগণকে ব্যাপক ভাবে হয়রানীতে ফেলে তারা আজ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ব্যবসার প্রতারকদের মানুষ চিনে ফেলেছেন। এদেরই মধ্য থেকে কেউ কেউ নারী পাচার ব্যবসা জুড়ে বসেছেন এবং প্রায়শই গ্রেফতার হচ্ছেন। সংবাদ এর চিঠিপত্র বিভাগে জৈ= জনৈক এদের হাওয়া ব্যাপারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাই হাওয়া ব্যাপারীদের প্রতিহত করতে হবে।

কার দুয়ারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে ২৭-১০-৮৩

দুর্বৃত্তরা প্রভাব প্রতি পত্তি শালীদের রক্ষা করবেন এই ভরসায় সবল হয়েই দুর্বলের উপর হামলা চালিয়ে যেতে অতীতে পেরেছে এবং আজো তাদের ধর্লবিএস্ম শেষ হয়ে যেতে পারে নি।

অবস্থা বুঝে সরকার এর জবাব খুঁজুন এবং কারণ যদি এই হয় তবে রক্ষা কবচ নষ্ট করুন।

কঠোর ব্যবস্থাই প্রয়োজন ১০-১-৮৩

শহরে দুর্ঘটনা গুলোর জন্য মূলতঃ দায়ী নির্ধারিত গতি সীমার মধ্যে যানবাহন না চালানো এবং তৎসাথে আনাড়ী চালক, অতিরিক্ত বোঝাই এবং নানা ট্রাফিক আইন অমান্য করা।

এই ব্যাপারে যানবাহন আইন গুলি কার্যকরী করা হয় তবে সত্যিই সড়ক দুর্ঘটনা কিছুটা কমবে।

কারচুপির একটি নমুনা ১১-১১-৮৩

যশোর পরিবার পরিকল্পনা অফিস থেকে একটি চিঠি ডাক অফিসে পৌছতে খরচ হয়েছে এক হাজার টাকারও বেশী।

প্রতি বছর এমনি ভাবে অপচয় ঘটে সরকারী অর্থের ও সাথে কর্মদিবসের।

সরকারের ব্যয় সংকোচনীতির কথা বিবেচনা করে এর একটা ব্যবস্থা করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

কারাগারে সিট ভাড়া ২৪-১-৮৩

সুনামগঞ্জের জেলখানায় কয়েদিদের সিটভাড়া(XXXX) সিট ভাড়া লাগে ।

এ শুধু একটি জেলের অবস্থাই নয় দেশের বিভিন্ন জেল খানাই এই অবস্থা রয়েছে । কারণ ধারন ক্ষমতা থেকে লোক বেশী তাই সব দ্রব্যাদিরই কমতি দেখা দেয় ।

মানুষকে পশুর অধম গণ্য করার যে রীতি জেলখানায় প্রচলিত তা আমাদেরকে সভ্যতার পর্যায়ে ফেলে না, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এটা অন্ততঃ বুঝে চলা উচিত ।

এম্যাকেন্দ্রের দুর্নীতি : ৩-১২-৮৩

সরকারী এম্যা কেন্দ্রে দুর্নীতি চলায় পাট বিক্রি করতে গিয়ে চাষীরা প্রচুর হয়রানির শিকার হচ্ছেন ।

কর্তৃপক্ষকে তাই এম্যাকেন্দ্রগুলোর অভ্যন্তরে কি ঘটছে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

গরু চোরের দৌরাত্ম্য ১৫-৩-৮৩

আমাদের দেশে প্রতি বছর মড়কে হাজার হাজার গবাদি পশু মরছে তার ওপর যদি চামড়া লোভী চোর ও পাচারকারীর খপ্পড়ে পড়ে গো-সম্পদ হারাতে হয় তবে আমাদের কৃষি প্রধান অর্থনীতিতে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে বাধ্য ।

গ্রামাঞ্চলের এই অত্যন্ত মারাত্মক সমস্যাটির মোকাবেলার জন্য অবিলম্বে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের তৎপর হতে হবে।

গরু চোরের দৌরাত্ম্য ৯-১১-৮৩

দেশের বিভিন্ন এলাকায় গরু চোরের দৌরাত্ম্য আবার বেড়েছে।

যে হারে গরু চুরি হচ্ছে সময় থাকতে বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়া গেলে , সাধারণ মানুষের সাথে কৃষিক্ষেত্রেও বিপর্যয় ডেকে আনবে।

গ্রাম-পুলিশ প্রতিরক্ষা বাহিনী এ ব্যাপারে তৎপর হওয়া দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

গরীবের ঘরে খুনী লম্পটদের হানা : ৩-৭-৮৩

গরীবের ঘরের মেয়ে জাহানারাকে আলালের ঘরের লম্পট দুলালরা তার ইজ্জতই শুধু নেয়নি জীবনও নিয়েছে।

খুনী লম্পটদের নাম জানিয়ে পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিলেও তারা ধরা পড়েনি বরঞ্চ উল্টো হুমকি আসছে। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।

সরকার কি পারেন না অবস্থার গুরুত্ব বিচার করে গরীব ঘরের মেয়ে বউদের উপর লোলুপ দৃষ্টি যাদের তাদের শায়েস্তা করার পথ বের করতে ?

গরীবের ভিটেয় প্রতারকের দৃষ্টি : ২৮-৩-৮৩

পথে ঘাটে প্রতারকদের তৎপরতার খবর প্রায়ই পত্রিকায় বের হয়।

এমনি এক প্রতারক উপকারী সেজে পথে বসিয়েছে হতভাগিনী বিধবা সুবর্ণ বালাকে।

আইনের চোখে নাকি সকলেই সমান, তাহলে কেন এক গরীব বিধবা মিথ্যে দেনার মত জড়িয়ে পড়ে গভীর উৎকণ্ঠায় দিনের পর দিন দাসীবৃত্তি করতে পরের দোরে দোরে ঘুরবে ?

গো-সম্পদ রক্ষার প্রয়োজন : ৯-৬-৮৩

উৎপাদনের স্বার্থে গো-সম্পদ রক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু মাংস বিহীন দিবসেও যে হারে গো-সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে তার প্রতিকার করা প্রয়োজন।

গ্রামাঞ্চলে চুরি ডাকাতি : ২৩-৪-৮৩

গত কয়েক মাসের পত্র-পত্রিকার মফস্বল বিভাগের পাতা উল্টালে অবশ্য চোর-ডাকাতের ব্যাপক দৌরাত্ম্যের খবরই চোখে পড়বে বেশী। পরিসংখ্যান নিলে মারাত্মক অপরাধের সংখ্যাও দাড়াবে উদ্বেগজনক।

গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জোরদার হলে নিঃসন্দেহে গ্রামাঞ্চলে চুরি-ডাকাতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

গ্যাস চুরি ও দুর্নীতি বন্ধ করা হোক ৭-৪-৮৩

তিতাস গ্যাস কোম্পানীর প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ ঘনফুট গ্যাস প্রতি বছর চুরি হচ্ছে অর্থাৎ গ্যাস ব্যবহারকারীদের একটি অংশ এই গ্যাসর হিসেবের বাইরে বেআইনী ভাবে ব্যবহার করছে । এর ফলে বছরে দেড় কোটি টাকার মত আয় হতে তিতাস গ্যাস কোম্পানী বঞ্চিত হচ্ছে ।

গ্যাস চুরির দুর্নীতির জন্য তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের যে খেসারত দিতে হয় তা আসলে চাপে নিরীহ গ্রাহকদের ঘাড়ে।

সমাধানের জন্য প্রয়োজন কড়াকড়ি আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ ।

চাঁদার জোর-জুলুম :- ১-১১-৮৩

চাদা আদায়কারীদের জোর জবরদস্তির মাধ্যমে চাঁদা আদায় কে কেন্দ্র করে নীলক্ষেত মার্কেট বন্ধ হয়ে গেছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ বিড়ম্বিত অবস্থায় পড়েছে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা মহলের নজরানা ও চাঁদার উৎপাত শুরু হলে একটা সংকট সৃষ্টি হবে।

চ চাঁদার জোর জুলুম বন্ধ করতে তাই কর্তৃপক্ষকে শক্ত ব্যবস্থা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

চাঁদার ভানডায় : ২২-৫-৮৩

পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদার দাবী না মেটানোয় মেটাতোর এক দল যুবক তছনছ করে দিয়েছে পুরনো ঢাকার একটা ছাপাখানা। যা রাজধানী ঢাকা নগরীতেই ঘটেছে।

কোন আমলের সরকারই এই প্রাদুর্ভাব দমন করার আগ্রহ দেখান নি।

চোরাচালান সমস্যার দিগ্বিদিক: ২০-১-৮৩

দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হলেও চোরাচালান হচ্ছে চলছে একটানা। চোরাচালানীদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে অনেক খবর বেরিয়েছে। কিন্তু তা কোন প্রতিকার হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

কতৃপক্ষ সীমান্ত এলাকার জনসাধারণের সাথে আলাপ করে তাদের সমস্যা, চাহিদা, অভাব অভিযোগের কথা কান পেতে শোনে তার প্রতিকার চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেই কেবল চোরাচালান বন্ধ করা সম্ভব নচেৎ কোন কর্মটি দিয়ে নয়।

চোরাচালনের গতিপথ : ৪-৯-৮৩

সীমান্তে চোরাচালান দমনের প্রচেষ্টা গত ছত্রিশ বছর ধরে চলছে এবং দিনকে দিন জোরদার করা হচ্ছে কিন্তু চোরাচালান অবাধে চলে যাচ্ছেই।

চোরাচালানের উৎস মুখ বন্ধ করতে হবে ২০-১০-৮৩

চোরাচালান আমাদের অর্থনীতিতে সংকট ও ক্ষয়ের কারণ হিসাবে বিরাজ করছে।

সরকারের কাছে আবেদন, চোরাচালানের উৎস খুঁজে বের করা এবং সমাজে তাদের অবস্থান যাই হোক না কেন তাদের বিচার করা।

জাল-ভেজাল সমস্যা ২-৬-৮৩

জাল-ভেজালের নানা সমস্যায় জনগণ প্রতিনিয়তই জর্জরিত হচ্ছে।

জাল-ভেজাল সমস্যাটি নিয়ে তাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

জাল দলিলের সমস্যা ২৩-৫-৮৩

সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দুর্নীতি সম্পর্কে নতুন কিছু বলা অনাবশ্যক। এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবেন এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।

নানা জাল দলিলের ঘটনা পড়ে মনে হচ্ছে এই সর্ষের ভূত তাড়াবে কে?

জালিয়াত চক্রের দৌরাত্ম ১৯-১-৮৩

দেশের নানা এলাকায় জাল নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প একেবারে ছেয়ে গেছে।

জালিয়াত ও ভেজাল দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুতকারী সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করা দরকার এবং প্রচলিত আইনের ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

জুয়ার ফাঁদ

১-১২-৮৩

সংঘবদ্ধ কিছু জুয়াড়ীদল প্রত্যেকদিন পার্বতীপুর থেকে লালমনির হাট পর্যন্ত ট্রেনে জুয়া খেলার মধ্য দিয়ে নিরীহ যাত্রীদের সর্বস্ব নিয়ে নিচ্ছে। নিরীহ সাধারণ মানুষকে প্রতারকদের হাত থেকে রক্ষার জন্য কিছু স্থায়ী এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া এবং তা জোরদার করা দরকার।

তোলা আদায়ের দৌরাত্ম

২০-১২-৮৩

অবৈধ তোলা আদায়ে বাধা দিতে গিয়ে তোলা আদায়কারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে নারায়নগঞ্জের একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট। দেশের বিভিন্ন এলাকায়ই প্রায়শ এমনটি হচ্ছে।

এ উপদ্রব আর কতদিন সয়া যায়? এর প্রতিবিধান হওয়া প্রয়োজন।

দিনে দুপুরে

১৭-৩-৮৩

গত ১৩ই মার্চ দুপুরে ৬ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত কর্তৃক বংগবন্ধু এভিনিউস্থ একটি সোনার দোকান থেকে শতাধিক ভরি ওজনের সোনার গহনা লুট করে নিয়ে গেছে।

আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে গত কয়েক মাস ধরে।

অপরাধী চক্রের মূলোৎপাটন করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক এবং সর্বত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো কার্যকর করা হোক এছাড়া আমাদের কামনা করার আর কিছু নেই।

দেশী সম্পদের সদ্ব্যবহার

২২-১-৮৩

দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী দ্রব্যের সমান পর্যায়ের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম বা কারিগরী বিশেষজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে।

আমাদের দেশী সরঞ্জাম ও সম্পদ ব্যবহারের প্রশ্নই শুধু নয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরীর উদ্যোগ নিতে হবে। এবং আমদানীর উপর ভরসা কমাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দুলালদের জন্য বিহিত ব্যবস্থা — ১১-২-৮৩

বখাটেদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান চলছে এখন ডি, এম, পি'র উদ্যোগে। স্কুল খোলা ও ছুটির সময়টাতে স্কুলের প্রবেশ পথের আশে পাশেই এদের বেশী দেখা যায়।

এই ধরনের প্রায় তরুনদেরই দেখা যায় মালালের ঘরের দুলাল।

এই সকল দুলালরা কেবল ঢাকা শহরেই নয় সারা দেশেই এদের অত্যাচার রয়েছে।

এ ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যবস্থা তাই সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে অবশ্য মেয়েদেরও কিছু করনীয় আছে। কারণ দেখা গেছে উস্কানিমুলক আচরণের অভাবে সেখানে বখাটদের উৎসাহ তুলনামুলকভাবে কম।

পাচার প্রসংগ: — ১১-৮-৮৩

সরকারী মাল জনসাধারণের হাতে পৌছানোর পূর্বে নানা কারণে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন পাচারের ঘটনা জনগণের হাতে ধরা পড়েছে অথচ যারা দেখার কথা তারা দেখতে পাচ্ছেনা কেন?

পুকুর চুরি — ৭-৪-৮৩

আক্ষরিক অর্থে পুকুর চুরি বলতে যা বোঝায় তা আর কেনো অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়না। তা বিভিন্ন এলাকার চেয়ারম্যানদের কাজের ফিরিস্তি দেখলেই বোঝা যায়।

গ্রাম বাংলার উন্নয়নের সিংহভাগ যে কতোভাবে কতো ক্ষেত্রে কাদের ভোগে যাচ্ছে সে হিসাব কে দেবে?

পুরনো কাপড় পাচার — ২-১২-৮৩

বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পুরনো কাপড় দেশের বাইরে পাচার করা হচ্ছে বিপুল পরিমানে ফলে প্রচুর দাম বেড়ে গেছে।

সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের স্বার্থে এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া এখন জরুরী হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফুলন, আসমা ও অন্যান্য: ১৯-৪-৮৩

আমাদের কোন ফুলন দেবী নেই, কিন্তু সে জন্যে আর খুব বেশী দিন আপসোস করতে হবে বলে মনে হয়না। কারণ পত্রিকাতে প্রায়সই ফুলন দেবীর ন্যায় অনেক বংগ-ললনার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন সিলেটের তরুনী ডাকাত আসমা।

কেন আসমা ডাকাতের জীবন বেছে নিল সে কাহিনী আমাদের অগোচরে।

পুনর্বাসনের অভাবে এরা অপরাধ জগতের অন্ধকারে পতিত হয়েছে।

বখাটে দমনের ব্যবস্থা কি হতে পারেনা: ৪-৩-৮৩

এক শ্রেণীর বখাটেদের উপদ্রবে মেয়েদের রাস্তাঘাটে চলাফেরা করাই মুশকিলে দাঁড়িয়েছে। এদের দৌরাত্ম্যে মেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে রীতিমতো ভয় পায়। এই রাজধানীর তো বটেই মফঃস্বলের পৌর অঞ্চলের রাস্তা, গলির কোনায়, বিশেষ করে মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া পথে ও গেটের অলদূরে দোকানের সমান।

বিদেশে চাকরি প্রার্থী প্রসংগে ২৩-৭-৮৩

সৌদী আরবের জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে ১১০ জন বংলাদেশীকে। অভিযোগ হচ্ছে জাল ভিসা।

ভিটে মাটি বিক্রী করা পয়সা দিয়ে বিদেশ যেয়ে এই ধরনের প্রতারণার শিকার হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যথাযথ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সেই প্রতারণার মূলোচ্ছেদ করা এখন জরুরী।

বিনা মূল্যের বইয়ের বেসাতি ২৩-১-৮৩

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এই বিনা মূল্যে ছাত্রদের বিতরণের কথা থাকলেও "বিনামূল্যে বিতরণের" ছাপ মারা বই বাজারে বের হয়েছে অথচ রাজধানী স্কুল গুলি আজও জানেনা বইগুলো কবে আসবে কিম্বা আদৌ আসবে কিনা।

Dhaka University Institutional Repository

বইবিতরনের ক্ষেত্রে স্কুলগুলোর চাহিদা মোতাবেক অবশ্যই করা প্রয়োজন এবং স্কুল গুলোকেই বিতরনের দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন।

স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার বিষয়টি জানি নিয়ে যারা কারচুপি করছে তাদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। এবং এই সাথে সন্ধান নিতে বলি। কি করে বিনা মুল্যে বিতরনের জন্য বই বাজারে চলে এলো এবং উদ্দেশ্যটাই বা কি।

ভেজালের কারখানা: ৫-৮-৮৩

খুলনায় তিনটি ভেজাল সিমেন্টের কারখানা আবিস্কৃত হয়েছে। এটা শুধু সিমেন্টের বেলায়ই নয় নানা অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এভাবে মানুষের বিরাট সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।

এই কারবার গোড়াসুদ্ধ উচ্ছেদের পাকা ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আসল মাল সহজলভ্য করতে হবে।

ভুতের থাবায় ৬-১১-৮৩

কুসংস্কার গ্রামের সাধারণ জীবনকে কতভাবেই না বিস্মিত করছে। সামাজিক অনাচারের সাথে সাথে তাকে কোন কোন ক্ষেত্রে নেয়া হচ্ছে অপরাধমুলক কার্যকলাপ ধামাচাপা দেবার কৌশল হিসেবে।

ভুয়া পরিচয় দিয়ে ২৮-৮-৮৩

বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারী বা কর্মকর্তার ভুয়া পরিচয় দিয়ে অর্থ আদায় করতে যেয়ে অনেক প্রতারক ধরা পড়েছে।

দুর্নীতিকে জীবন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করা না গেলে যাবতীয় ভুয়ার উপদ্রব কমবে বলে আশা করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

ভোজ বাজির খেলায় অদৃশ্য স্কুল : ২৭-১১-৮৩

ডোমরা থানা পরিষদ আদর্শ প্রাইমারী স্কুল কাগজে কলমে আছে কিন্তু বাস্তবে নেই। এ ধরনের ভুতুড়ে কান্ড বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

মস্তানদের বোনাস : ৬-৭-৮৩

গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি রাহাজানি আর শহরাঞ্চলে মাস্তানি ছিল তাই হর-হামেশাই হচ্ছে। এরই মধ্যে হাতিরপুলের সশস্ত্র মাস্তানদের দলটি ঈদের "বোনাস" না পেয়ে রীতিমতো ছুরি চালিয়ে দিয়েছে।

মস্তানরা স্থানীয় ক্ষমতা ও প্রভাবে ব্যবহৃত হয় রসদ ও যোগানদার হিসেবে বিনিময়ে ঐ প্রভাব বলয় থেকে তারা আশ্রয় ও প্রশ্রয় পায়।

এটা শুধু হাতির পুলই নয় সারা ঢাকাতেই প্রায় চলছে। তাই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দরকার এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি নেয়া যায় সেটাই মংগলজনক।

সে আধার আলোর নীচেই : ৪-২-৮৩

খুলনা থেকে "সুখের শহর" ঢাকায় এসে ইজ্জত রক্ষার লড়াইয়ে নামা দুই তরুনী খুশী ও পারভিন আইনগত ব্যবস্থার প্রশ্নে সোচ্চার হতেই নারী ব্যবসায়ী জামাল তাদেরকে "পুলিশ আমার হাতে আছে" বলে শুরু করে দিয়েছে।

অসামাজিক কার্যকলাপের দায়ে ডি,এম,পি, এর অর্ডিন্যান্স এর অধীনে ঢাকা শহর থেকে বেশ কিছু মেয়েদের গ্রেফতার করা হয় এবং কোর্ট হাজতে পেরণের পর পরই সাধারণত এরা নারী ব্যবসায়ীদের প্যাচে পড়ে যায়। এদের অনেকেই আবার ভাল হয়ে যেতে চায় কিন্তু পারে না।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের সামনেই চলছে বিকিকিনির এই হাট বাজার। এর উত্তর আসলেই মনুষ্য নিষ্প্রয়োজন। সম্ভবত: আঁধার না থাকলে সমাজের আলোকিত অংশ নিজেদের আলোক প্রাপ্ত ভাবতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুকনারীত্বের অসম্মান : ১৮-১-৮৩

এ সমাজে বেশীর ভাগ বিয়েই পর্যবসিত হয়েছে কেনা বেচার প্রথায়। বাইরে উৎসব অনুষ্ঠানের হুল্লোড় থাকলেও ভেতরে লেন-দেনের বিষয়টি নিয়েই যত তোড়জোড়। যৌতুক বিরোধী আইন পাশ হয়েছে কিন্তু মন মানসিকতার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা যেন পাশ ঘেষেই কেটে বেরিয়ে গেই গেছে।

যৌতুকের কারণে আজ যারা অত্যাচারের শিকার হয়েছে আর কতদিন তাদের বিচারের বানী কাঁদবে নীরবে নিভৃতে ?

রবির মা-দের মনে রাখতে হবে ২০-১২-৮৩

লৌহজং উপজেলার মেদিনীমন্ডল ইউনিয়নে ভিখারিনী রবির মা নির্বাচনে সদস্য পদপ্রার্থী। রবির মার প্রধান ইস্যু গম চুরির বিরুদ্ধে। তার নির্বাচন দাড়ানো দুর্নীতি ও বঞ্চনার বিরুদেধ। এই শানিত ভুকুটির জন্য রবির মাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে

রপ্তানী যোগ্য ভোগ্য পণ্যরূপে বংগ নারী ১৪-৪-৮৩

বংগনারী বিএক্সপণ্য রূপে রপ্তানী হচ্ছে অবৈধ পন্থায়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে গত এক বছরের মধ্যে এই ধরনের অনেক ঘটনা ধরা পড়েছে।

আমাদের অনেক গেছে, নারীর ইজ্জতটুকু অন্তঃ অক্ষিস্ট অবশিস্ট থাকুক। পারিচারিকা পরিচয়ে সরাসরি এদেশের মেয়েদের মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সরকারের আছে। বংগ নারী যে রপ্তানী যোগ্য পন্য নয় সেটা অন্তঃ সরকার বুঝিয়ে দেয়া উচিত।

রাস্তার দুর্বৃত্ত : ২০-৮-৮৩

সাধারণ জনগণ দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে প্রায়ই সর্বস্ব হারাচ্ছেন।

ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ব দমনের ব্যাপারে সাদা-পোশাক ধারী পুলিশ বেশ কার্যকর হতে পারে। অবশ্য খেয়ালরাখতে হবে যেন তাদের নাম ভাংগিয়ে কেউ যেন দুস্কর্ম করতে না পারে।

Dhaka University Institutional Repository

লাশ উদ্ধারের ঘটনাপ্রবাহ: ২৪-৯-৮৩

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায়ই লাশ উদ্ধারের খবর পত্রিকায় ছাপা হয়ে থাকে।

আইন শৃংখলা রক্ষা বিভাগ এবং সমাজেরও কিছু প্রভাবশালী লোক এর জন্য দায়ী।

আইনের দৃষ্টি সকলের উপর সমানভাবে পড়া প্রয়োজন।

সমাজ অরণ্যের শিকারী শ্বাপদ ৬-৪-৮৩

এক রক্তি মেয়ে রহিমা অপহৃত হওয়ার পর পাঁচ/ছয় মাস নিপীড়িত হয়েছে মধ্য-যুগীয় ক্রীতদাসীদের মতো।

যারা নির্যাতন করেছে তারা আমাদের এই সমাজ-অরণ্যের শিকারী শ্বাপদ। পরিচারিকা নির্যাতনের সংখ্যা তাই এতো বেশী পাওয়া যায়।

সমাজ জীবনে শ্বাপদ সংকুল অরণ্যের সৃষ্টি মারাত্মক এক আত্মঘাত। সকলের মিলিত সামাজিক অংগীকারই শুধু এই অগ্রগতিকে রোধ করতে পারে।

স্ত্রীর অধিকার: ১২-২-৮৩

জুরাইনের আবদুস কুদদুস চুরির সাথে জড়িত থাকতে পারে এই সন্দেহে তার বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে কিছু চোরাই দ্রব্য উদ্ধার করেছে এবং আবদুল কুদ্দুসকে না পেয়ে তার অনুপস্থিতা স্ত্রী কোহিনুর বেগমকে থানা হাজতে নিয়ে যায় সংগে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুও।

বিভিন্ন আইন জীবিরা এই গ্রেফতার এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই গ্রেফতারে স্ত্রী হিসেবে কোহিনুর বেগমের অধিকার লংঘন করা হয়েছে। পরে জানা গেছে কোহিনুর বেগমকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

আইনে নারী অপরাধীদের ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনার কথা লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের এই পশ্চাৎপদ সমাজে মানসিক বিচার-ব্যবহার আরো কিছু বিবেচনা হয়তোদাবী করে।

Dhaka University Institutional Repository

হুযুর কেবলা কথা ১১-৫-৮৩

ভন্ড পীরদের নানা ঘটনার খবর প্রায়ই পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে।

সমাজের সচেতন অংশের উচিত ভন্ডামির মূলোচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসা। সেই সংগে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

২৫ টাকার সাহিদা: ১৯-৭-৮৩

ষোড়শী সাহিদাকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দাম পাওয়া গেছে মাত্র ২৫ টাকা। ১৭ই জুলাই সংবাদে এ খবর ছাপা হয়েছে। এটা শুধু একটি ঘটনাই নয় প্রায়ই এমন হয়ে থাকে। তার সাথে আছে 'হাওয়া বেপারী' দুর্বৃত্তদের প্রসংগ। তাদের অপরাধের প্রতিবিধান করতে যাওয়াও এখন রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার।

আমাদের সমাজ সৎ ও জ্ঞানী মানুষের সেবা থেকে বঞ্চিত সর্বস্তরের নেতৃত্বেই দেখা যায় তেমন মানুষের অভাব।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

আইন

আইন মানার খেসারত — ২৫-৬-৮৩

অবৈধ সরকারী বাসা দখলকারীরা বাসায় থেকে বাসা ভাড়া, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির পাওনা দিচ্ছেন না অথচ উচ্ছেদও করা হচ্ছে না। অপর দিকে বৈধরা সব কিছুই দিয়ে যাচ্ছে। এটাই সম্ভবত "আইন মানার খেসারত"।

আইনে আছে: — ৫-৭-৮৩

১৯৪০ সনের বেংগল মোটর ভেহিকেলস রুলস-এ-লিপিবদ্ধ আছে অনেক শর্ত ও নিয়ম। আইন লংঘনের শাস্তি সম্পর্কেও বিধান রয়েছে।

কিন্তু জন-যানবাহন আইন ভাষার রূপ পেলেও কার্যক্ষেত্রে তার কোন প্রকাশ নেই।

আইন সম্পর্কে জানার পর বাস্তব পরিস্থিতি দেখলে দু:সহ অবস্থাটা আরো যন্ত্রনা কর হয়ে ওঠেই। জ্ঞান থেকে তো যন্ত্রনার কোনো মুক্তি নেই।

ট্রাফিক নিয়ম মানার দৃষ্টান্ত কোথায়? — ৪-১১-৮৩

যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রনের জন্য রাজধানী বেশ কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং আইনও রয়েছে। সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও রয়েছে তবুও যানবাহন চলাচলে নিয়ম শৃংখলার কোন বালাই নেই।

এ ব্যাপারে ফলপ্রসু ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

দেওয়ানী কার্যবিধির সংশোধন। — ৮-৯-৮৩

দেওয়ানী মামলা রুজু হতে নিস্পত্তি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ যাতে সহজ ও দ্রুত সম্পন্ন হয় তার বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থাকে সুষ্ঠ ভাবে ও সহযোগিতার মাধ্যমে ফলপ্রসু করে তোলা হবে বলে আশা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন করে ভেবে দেখতে বলি ১৫-১০-৮৩

কোন পেশাদার ব্যক্তি যখন ৫০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখনই তার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আর দক্ষতার কার্যকরভাব জাতির জন্য অবদান রাখতে পারে, বিশেষভাবে ডাক্তার এবং শিক্ষাবিদদের ক্ষেত্রে।

এক জন বিশেষজ্ঞের সেবা থেকে দেশবাসী বঞ্চিত না হয়, বিধি বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেদিক টার প্রতি নজর দেয়া সমিচীন বলেই আমাদের ধারনা

প্রসংগ মটর যান আইন : ১৩-৬-৮৩

বর্তমান মোটর যান আইন বাতিল করে নতুন আইন জারি করার উদ্যোগ নাকি সরকার নিয়েছেন। এই উদ্যোগে যত সত্বর বাস্তবায়িত হয় ততই মঙ্গল মংগল।

প্রশ্নত আইনজীবির মৃত্যু ও প্রসংগ কথা : ২৪-৭-৮৩

এই ধরনের খবর প্রায়ই সংবাদ পত্রের খবরে পাওয়া যায়। এতে অবাক হওয়ার কিছু থাকেনা কেবল আতংকে আতংকিত হয়ে ভাবতে হয় দেশ আজ কোন অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে।

এই ভয়াবহ অবস্থা দুর করার উপায় বের করতেই হবে। এবং এদের দুস্টানুমুলক শাস্তিমুলক ব্যবস্থা প্রদান করা অবশ্যই প্রয়োজন।

ফুটপাত হকারদের সমস্যা : ৯-৬-৮৩

নতুন চাকায় যাদের জন্য ফুটপাত তৈরী সেই জনসাধারনের ব্যবহার না এসে তা হকারদের দখলে।

এদের উচ্ছেদ প্রয়োজন তবে অবশ্য পুনর্বাসনের সুযোগ দিতে হবে।

মামলার দ্রুত নিস্পত্তি এবং বিচারের মান রক্ষা : ৬-৩-৮৩

মামলার সিদ্ধান্তের বিলম্বের কারণে আপরাধীরা নিরাপদে বাইরে ঘুরে বেড়াবে এমন পরিস্থিতি কখনও আশা করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

বিচার ব্যবস্থার নতুন যে সংস্কার এসেছে তার সুফল পাওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলার স্বার্থে সরকারকে এখন দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে।

মিথ্যা মামলার শাস্তি : ৩-৮-৮৩

মিথ্যা মামলার নানা খবর প্রতিনিয়তই খবরের কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে। মিথ্যা অভিযোগে খামাকা হয়রানী দেখে আমাদের এখানকার আইনের শাসন সম্পর্কে কিছুটা ধারনা করা যায়।

এর আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

যানচালকদের যোগ্যতা ও অক্ষমতা : ৩০-১২-৮৩

সড়ক পথে দুর্ঘটনার মাত্রা কমানোর জন্য কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন।

যানচালকদের শুধু সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করা ঠিক হবেনা।

আবেদনকারী পেশাগত যোগ্যতা কতখানি আয়ত্ত করেছে এবং সে কাজের চাপ সহ্য ও পরিশ্রম করার মত শক্তি রাখে কিনা সামনাসামনি দেখে ভালভাবে যাচাই করে লাইসেন্স দেয়া উচিত।

যৌতুক বিরোধী আইনের প্রথম প্রয়োগ : ১৬-৭-৮৩

যৌতুক বিরোধী আইন জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পর দীর্ঘদিন চলে গেছে। তবুও যৌতুককে কেন্দ্র করে অনেক কিছু ঘটে গেছে।

দীর্ঘ চার বৎসর পর: এই প্রথমবারের মত যৌতুক বিরোধী আইন প্রয়োগ হচ্ছে একটি ক্ষেত্রে। এবং বেশ আলোচিত হয়েছে।

অনেক গৃহবধূর পক্ষেই আদালতের দারস্থ হওয়া সম্ভব নয় তাই আমাদের সরকারী সমাজকল্যাণ বিভাগ এবং ক্লাব এবং কেন্দ্রের বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠান (জনসেবামূলক) প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

রং বদলাচ্ছে ঢঙও বদলাক: ১২-৯-৮৩

যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য গাড়ীর রং বদলানোর নির্দেশ জারি হয়েছিল।

যানবাহন চলাচলের আইন আছে। সে আইন ভংগে শাস্তির বিধান মোটামুটি রয়েছে। নেই শুধু আইন প্রয়োগের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা।

উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। নতুন রং পাল্টে শ্রেণী বিভাগ করা যাবে কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সাধন করতে ঢঙ বদলাতে সচেষ্ট হতে হবে।

সময়ানুবর্তিতার দৃষ্টান্ত: ১৩-৯-৮৩

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে আমাদের জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে তা অনুসরণের দাবী রাখে।

পাশ্চাত্য দেশগুলি যে উন্নত হয়েছে সে জন্য সময়ানুবর্তিতার অবদান অনেক বেশী। সেখানেই এটা জাতীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে।

সহজ পদ্ধতি কি সহজে চালু হতে পারে না: ২-৯-৮৩

মেট্রিক পদ্ধতির সহজ হিসাব চালু করার সিদ্ধান্ত দু'বছরেরও বেশী আগে নেয়া হয়েছে। তা যে এখনো হয়নি শুনলে ধারনা জন্মে সহজ মাপের হিসাব পদ্ধতি সহজে চালু হতে পারছে না। কেন নেই প্রশ্ন সেটাই।

প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে অগ্রিম ঘোষণা দিয়ে সরকার কাজ করুন।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সাড়া দিন: ৬-১০-৮৩

সরকার চট্টগ্রামের বিপথগামীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এটা একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এই আহবানে সাড়া দিয়ে তারা আত্মঘাতীপথ থেকে ফিরে আসবেন এটাই আমাদের কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

হেডলাইটের চোখ ধাঁধানো: ২৯-৯-৮৩

যানবাহন নিয়ন্ত্রণের অনেক আইনের মধ্যে হেড লাইটের অর্ধেকাংশ কাল আবরণ থাকতে হবে তাও রয়েছে। তা হচ্ছে না।

কর্তৃপক্ষ হেডলাইট জ্বালানোর বিপদটা একটু বুঝতে চেষ্টা করুন এবং ব্যবস্থা নিন এটাই অনুরোধ।

হাতকর নির্বুদ্ধিতার সামান্য দৃষ্টান্ত। ১৭-১-৮৩

প্রাচীন কালের কালিদাস অপরিণত বয়সে গাছের আগার দিকে ব বসে গোড়ার দিকটা কুড়াল দিয়ে কাটছিল বলে পন্ডিতরা তাকে মহামূর্খ বলেছিলেন। পাচারকারীদের পাকড়াও করতে সরকার পারেন যদি আন্তরিকতার সাথে তারা কাজ করেন তারা যদি জানতেন প্রতিবছর কোটি কোটি টাকায় ফসল যে ইঁদুরে পেটে যায় সেই ইদুরই গুই সাপের একমাত্র প্রধান খাদ্য, তাহলে হয়তো তাদের হুশিয়ারী ফিরতো

Dhaka University Institutional Repository

আবহাওয়া

আবহাওয়ার আচরন : ১৬-৫-৮৩

সামগ্রিক ভাবে আমাদের দেশে আবহাওয়ার এক খেয়ালী আচরণ ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির খেয়ালে আবহাওয়ার যদি পরিবর্তনই হয় তা রোধ করার উপায় নেই। তবে সে জন্য প্রস্তুত হওয়া গেলে এর প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা একেবারেই অসম্ভব হবে না।

আবহাওয়া দিবস : ২৯-৩-৮৩

বৈশাখ মাস এখনো আসে নি কিন্তু কাল বৈশাখী ঝড়ের হামলা আসতে শুরু করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে অসহায় মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, হারাচ্ছে তার কষ্টার্জিত ক্ষেতের ফসল।

গত ২৩শে মার্চ পালিত হয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া দিবস, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যাপারে একটি নির্ভরশীল জাতীয় আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কাল বৈশাখীর সংকেত : ১-৩-৮৩

প্রচন্ড শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে বিশাল থানায় আহত হয়েছে প্রায় একশ লোক এবং নষ্ট হয়েছে প্রচুর সম্পদ।

শুধু তাই নয় দেশের প্রায় এলাকাই কাল বৈশেখী হানা দিয়েছে।

ঘুর্ণি উপদ্রুত অন্যান্য এলাকায় সরকারের পক্ষ থেকে ত্রানসামগ্রী নিয়ে দ্রুত রিলিফ টীম পাঠানো প্রয়োজন।

এবং ত্রান সামগ্রী বিতরনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

পৌষের বর্ষন : একটি প্রশ্ন : ২৯-১২-৮৩

পৌষের বর্ষনের ফলে ব্যাহত হয়েছে জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও যানবাহন চলাচল এবং আগুন পোহাতে গিয়ে কয়েকজন পুড়ে মারা গেছে। এর ফলে ফসলেরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়েছে বিশেষভাবে সরিষা, কলাই, মটরশুটি। কৃষি ফসলের ক্ষতির জন্য অবশ্য নানা কর্তৃপক্ষও অনেকাংশে দায়ী শুধু বৃষ্টিই নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাই মানুষের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট দুর্বিপাক কেন ওই ভোগান্তিকে আরো বাড়িয়ে তুলবে।

<u>বসন্তের আনুষ্ঠানিক আগমন :</u> <u>১৭-২-৮৩</u>

বসন্ত এসেছে, বরাবর যেমন ভাবে এসে থাকে প্রায় তেমনি। তবে রাজধানীতে বসে প্রকৃতির রূপরস পান করার অবকাশ বড় কম।

বাংলার গ্রাম শহরের শীত তলার মানুষগুলো নৈসর্গিক সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। তখন পেটের জ্বালা নিবারণের চিন্তা নতুন করে তাদের মাথায় বাসা বাঁধতে শুরু করে। কারণ পৌষে ভরা খাদ্যের ভাণ্ডার শীত কমার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে হালকা হতে থাকে।

সাধারণ মানুষের কাছে বসন্ত ঋতুর প্রথম দিনটি খুব একটা বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য নয় রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়নি এবারেও। বিশিষ্টতায় মণ্ডিত না হলেও বসন্তের এই আগমনকে স্বাগত জানাই।

<u>শীতল মৃত্যুর ছোবল :</u> <u>৯-২-৮৩</u>

সংবাদে অত্যাধিক শীতে গোপালগঞ্জে ছ'জন বৃদ্ধ ও শিশুর মৃত্যু খবর বেরিয়েছে। এইসব শোচনীয় মৃত্যু শীতবস্ত্র কেনার ক্ষমতাহীন দুঃখ মানুষদের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। বিদেশ থেকে আমদানী করা পুরনো কাপড় একমাত্র শীত নিবারণের সস্তা উপায়। চোরাচালানী এবং নানা অসৎ পথে এদিক সেদিক এর জন্য এগুলো আবার বেশী দাম হাঁকবার তোড়জোড় চলছে। প্রাণ ধারণের আর কত কাল? এরপর আমাদের মনে এ প্রশ্নটাই শুধু জাগে।

<u>শীতের আমেজ :</u> <u>৩-১২-৮৩</u>

একটু দেরীতে হলেও শীতের আমেজ এখন বেশ বোধ হচ্ছে। এখনই বাড়বে শীতের মাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

শীতকালীন ফসলের আবাদ যাতে ব্যাপকভাবে হতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া দরকার সেই সাথে কৃষক যেন সহজ সর্তে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পায় সেই ব্যবস্থা নিতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুঃ সম্পর্ক

আংকটাড-৬ ৬/৬/৮৩

আংকটাড ৬ শুধু ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেই আলোচনার সুযোগ এনে দিচ্ছেনা। এই ফোরামের মধ্য দিয়ে দক্ষিণের দরিদ্র দেশ গুলো নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনার সুযোগ পাবে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বনাম বাংলা ভাষা: ১০-৭-৮৩

ঢাকায় ইসলামী সংস্থার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী নভেম্বরে। এটা আনন্দের ও গৌরবের কথা। কিন্তু এই সম্মেলনে তিনটি ভাষা ব্যবহার হবে, আরবী, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা, কিন্তু স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশের ভাষার কোন স্থান সেখানে নেই। এটা শুধু দুঃখ জনক নয় লজ্জা জনকও।

স্বাধীন দেশে আমাদের নিজস্ব ভাষা অবহেলিত হবে আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন এটা অভাবনীয়।

এ থেকে প্রমানিত হয় বাংলা ভাষা সম্পর্কে এ যাবৎ আমাদের সকল দরদ ও উচ্চারণ তেমন আন্তরিক নয়।

আশা করি সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গভীর ভাবে ভেবে দেখবেন।

কমনওয়েলথ সম্মেলন ও কিছু কথা: ২৪-১১-৮৩

এবারকার সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে "সংরক্ষণবাদ" উন্নয়ন শীল দেশের জন্য প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তার সমাধানের উপর বাংলাদেশ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। আমরা আশা করতে পারি যে, সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবানুগ আন্তর্জাতিক সমস্যাহ উদভূত নিজেদের সকল সমস্যার মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে এগিয়ে আসতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

করাচী বন্দরে বাংলাদেশী নাগরিক : ২৫-১১-৮৩

কারো সাথে শত্রুতা নয়, সবার সাথে বন্ধুত্ব" পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে এই নীতি বাংলাদেশ অনুসরণ করছে।

পাকিস্তান আজও তার মন থেকে অতীতের মনোভাব তুলে নিতে পারেনি। তারই বহিঃপ্রকাশ বাংলাদেশী নাবিকদের তাদের দেশের তীরে নামতে না দেওয়া।

আমরা আসলে পাকিস্তানকে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন আমাদের প্রতি অপর পক্ষের আচরণ ও ব্যবস্থা যা হবে আমরা ঠিক তেমনি পালটা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হইব।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ৭ম সম্মেলন : ৭-৩-৮৩

আজ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে তাই নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধানের কথা উঠে আসছে।

নয়াদিল্লীতে পারমানবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হবে এটাই সবাই আশা করছে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের আহবান : ১৪-৩-৮৩

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সপ্তম জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন পারমানবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের আহবান জানিয়েছে, মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন নীতির নিন্দা করেছে, সেই সাথে গ্রহণ করেছে যৌথ নির্ভরতার আটদফা এক গুরুত্বপূর্ণ সনদ। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত স্পষ্টও বলিষ্ট। অর্থনৈতিক উন্নয়নের আকাংখা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যদের মধ্যে সংহতির ক্ষেত্রে এক প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করছে।

দক্ষিণ এশীয় ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা : ৩-৮-৮৩

দক্ষিণ এশীয় দেশ গুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠান গত সম্পর্ক স্থাপন, প্রযুক্তি বিদ্যায় অংশীদারিত্ব। জনসম্পদ উন্নয়ন ও যৌথ বিনিয়োগ হল দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা চুক্তির লক্ষ্য। এই সহযোগিতা আমাদের মত দুর্বল অর্থনীতিকে চাংগা করতে সাহায্য করবে।

Dhaka University Institutional Repository

নামিবিয়ার স্বাধীনতা : ২৮-৮-৮৩

নামিবিয়ার জনগণের মুক্তির প্রয়াসে সহযোগিতার অংগীকার নিয়ে সারা বিশ্বে পালিত হয়েছে নামিবিয়া দিবস।

এ সংগ্রামকে সর্বাত্মক সহায়তা দেয়ার মধ্য দিয়েই নামিবিয়ার স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হতে পারে।

নিরস্ত্রীকরণ লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ : ১৩-৫-৮৩

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে ভবিষ্যৎ পারমানবিক যুদ্ধের ভয়াবহ রূপটি আর একবার প্রকাশ পেয়েছে।

পারমানবিক যুদ্ধের আশংকা দূর করে কার্যকর নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপের আজ বিশেষ করে প্রয়োজন।

সাধারণ পরিষদের অধিবেশন : ২৮-৯-৮৩

গত এক বছরে বিশ্ব পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, বেড়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট।

সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনকে শান্তির লক্ষ্যে সফল করে তুলতে সহায়তা করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সীমান্তে কাটা তারের বেড়া : ৫-৯-৮৩

ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ভারতের এক তরফা সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে বাংলাদেশের ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

সব সমস্যাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব।

স্বাগত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন : ৬-১২-৮৩

ঢাকার বুকে আজ চতুর্দশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানিক সফলতার উর্ধে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ চ্যালেঞ্জকারী সকল প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন শক্তিকে যথাযথ চিনে সেই লক্ষে তার মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এই আশা পোষণ করি।

4 278672

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক সাহায্য

দারিদ্র ও ফাও-এর সমীক্ষা: ২৯-১১-৮৩

দারিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছে তা আবার তুলে ধরা হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর এ লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

সাহায্যের নীতি: ৭-১১-৮৩

গরীব দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্র খাতে বর্ধিত বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ধনীদেশ সাহায্য নীতি পালটানোর আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী জনাব ওবায়েদুল্লাহ খান।

কৃষি উপকরণ সুলভ হলে তৃতীয় বিশ্ব অভাবী দেশগুলোর খাদ্য ঘাটতি কাটিয়ে উঠা হবে সহজতর।

ক্ষুধা মুক্তির পক্ষে সহযোগিতা: ২৩-৪-৮৩

ক্ষুধা, ব্যাধি ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তৃতীয় বিশ্বকে সহায়তা দেয়ার আহবান নিয়ে বোসটনে সেদিন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বুভুক্ষার উপর পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন।

সর্বগ্রাসী এ দারিদ্র থেকে মুক্তির জন্য আজ চাই সর্বাত্মক সহায়তা।

বৃহৎশক্তি হিসেবে চিহ্নিত দেশগুলো অস্ত্রখাতে প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তার অর্ধ শতাংশ নিয়েই তৃতীয় বিশ্ব আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন

অবহেলিত জনপদ — ১৩-৯-৮৩

দ্বীপের নাগেশ্বরীর ন্যায় নানা সমস্যা নিয়ে দীর্ঘকাল থেকে আমাদের গ্রামের জীবন অবেহলিত কারণ উন্নয়নের ছোঁয়া কমই লেগেছে গ্রামে।

সুপরিকল্পনা এবং দুর্নীতি ও অব্যবস্থার ফলে এমনটি হয়েছে।

আরো ওভারব্রীজ দরকার : — ২১-৯-৮৩

রাস্তা পারাপারের জন্য গুলিস্তান, মতিঝিল, বায়তুল মোকাররম, সচিবালয় মৌচাক প্রভৃতি এলাকায় ভারব্রীজ তৈরী করা দরকার। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আমরা আশা করছি।

উপকূলীয় অঞ্চলের বাঁধে ভাংগন : — ৩-১১-৮৩

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বাধ যে কারণে দেয়া হয়েছিল তা ফলপ্রসূ হয়নি।

ত্রুটিপূর্ণ উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা এজন্য সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি দায়ী বলে ওয়াকেব হাল ব্যক্তিদের ধারনা।

পানি উন্নয়ন বোর্ড উপকূলীয় বাধ সংক্রান্ত এ সমস্ত বিষয় নুতনভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন কি?

উপকূলীয় বন প্রবাল ও দ্বীপের উন্নয়ন প্রশ্নে : — ২৫-৮-৮৩

উপকূলীয় বন, প্রবাল ও দ্বীপের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত কর্মপন্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে।

কর্মপন্থা গ্রহণ করলেই কেবল চলবে না। তা প্রয়োগের দিকটি বিবেচনা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কাঁচা বাজার : ২৮-৪-৮৩

জনসংখ্যার অনুপাতে বাজারের সংখ্যা খুব একটা বাড়েনি। অন্যদিকে আর যেগুলো রয়েছে সেগুলোর অবস্থাও খুব করুন।

স্থায়ী কাঁচা বাজারের সংখ্যা ও পরিসর না বাড়াতে এখানে সেখানে রাস্তার ওপরে বসছে তরিতরকারির দোকান।

সরকারী উদ্যোগে সরকারী কাচা বাজার গড়ে ওঠা প্রয়োজন তাতে সরকারেরও দু'পয়সা আয়ের পথ খুলে তৎসালে জনসাধারণেরও উপকার হবে।

খাদ্যের বিনিময়ে উন্নয়ন : ১-২-৮৩

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর পরিবর্তন করে নাকি "খাদ্যের বিনিময়ে উন্নয়ন" চালু করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

এ কর্মসূচীর মাধ্যমে কতটুক কাজ হয়েছে তা নিয়ে বেশ চিন্তার বিষয় কারণ কোন কোন বিদেশী কর্মকর্তা এ কর্মসূচীর কাজকে "পন্ডশ্রম" বলে মন্তব্য করেছেন।

আসলে কাজগুলো এদিক সেদিক না করে কোন পাকা কাজ করা উচিৎ যা স্থায়ীভাবে নানা উন্নয়নে সহায়তা করবে।

গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর : ~~৬-৩-১৯৮~~ ১০-১৯৮৩

গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎ পরিবহন ও পরি. পানিয় জলের নানা সমস্যা নিয়ে প্রায়ই লেখা হয়ে থাকে পত্রিকায়।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছে তাই এ ব্যাপারে আরো উদ্যোগী হতে হবে এবং দুর্নীতি দূর করার প্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ্রামীন ব্যাংক : ১৩-১-৮৩

দেশের প্রথম গ্রামীন ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করছে। অভাবী ও বিত্তহীনদের প্রয়োজনীয় পুঁজি ও প্রযুক্তির ব্যবস্থাই এর উদ্দেশ্য।

গ্রামীন ব্যাংকের নবযাত্রাকে আমরা স্বাগত জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী উন্নয়নের দুই দশক : ২০-৬-৮৩

গত দুই দশক ধরে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা পল্লীঅঞ্চলে উন্নয়নের নামে যে কর্মকান্ড চালিয়েছে তা ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বস্তির বিস্তার : ৭-১০-৮৩

এসকাপ কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণা জরিপে বলা হয়েছে এশিয়ার বেশীর ভাগ বড় শহরে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ অধিবাসী বসবাস করে বস্তি এলাকায়।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে গ্রাম এলাকার উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় কাজের সংস্থান করা।

মাটি ও মানুষের নিবিড় সংযোগের প্রয়োজনীয়তা : ১৪৪ ১৭-৪-৮৩

যেখানকার মাটি সেখানকারই মানুষ এই দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক যত নিবিড় সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নতি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা তত অধিক।

উজ্জ্বল ফলের আশা স্থানীয় সকল কাজে যথাসম্ভব স্থানীয়দের ব্যবহারের মাধ্যমেই করা যেতে পারে।

রাজধানীর আর সব বাজারের কি হবে : ২০-১১-৮৩

নগরীর অভিজাত ব্যক্তিদের প্রধান বিপনীকেন্দ্র নিউ মার্কেটের কাঁচাবাজার ভেংগে নূতন করে করা হচ্ছে।

নিউমার্কেট, গুলশান, মোহাম্মদপুর, বাজার তাজা করার পাশাপাশি অন্যান্য বাজার গুলোর প্রতিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজর দেয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তা খুঁড়াখুঁড়ি ও সংস্কার : ১৬-৫-৮৩

বর্ষাকাল এলে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নানা কাজ দেখানোর হিড়িক পড়ে যায় খুঁড়াখুঁড়ির মাধ্যমে এবং কাজের গতি অত্যন্ত মন্থর। যার জন্যে জনজীবনে প্রচুর সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে।

এই জন্য রাস্তা মেরামতকর মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান ও নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে কাজ করা প্রয়োজন।

শহীদ মিনারের পূর্ণাংগতা : ২৫-৬-৮৩

সম্প্রতি সরকার শহীদ মিনারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। এর পাশাপাশি বাংলা প্রচলের কাজটি এরকম যথা উদ্দেশ্যের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়ে সর্বস্তরে পৌঁছবে এটাও আমরা আশা করছি।

নগরীর বৃক্ষরোপন অভিযোন যেন বিফলে না যায় : ৬-৭-৮৩

গত ১৯শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই), ঢাকা নগরীতে বৃক্ষরোপন অভিযান আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

ঢাকা নগরীর ছায়া শীতল রাজপথ এককালে বিদেশীদের মনে ঈর্ষা জাগাতো। নগরীর শ্রীবৃদ্ধির সাথে সেই সড়ক পথ ক্রমে বৃক্ষহীন হয়েছে ফিকে হয়েছে মনোরম সবুজ। সরকারী বৃক্ষরোপন অভিযানে কোন লাভ হয়নি। সড়ক নির্মান পরিকল্পনার নব রূপায়নের ফলে রাজপথ এখন প্রায় ছায়াহীন।

এতে পরিবেশের ভারসাম্য অনেক নষ্ট হচ্ছে।

বৃক্ষরোপন অভিযান তখনই সফল হবে যখন রোপন করা বৃক্ষ ও চারাগুলোকে যত্ন এবং পরিচর্যার ব্যবস্থা নেয়া হবে তখন।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ

উদোরপিন্ড : ৫-১২-৮৩

হিমাগারের মালিক ভাড়ায় রাখা চাষীদের আলু বীজকে নিজের কেনা আলু হিসেবে দেখিয়ে স্থানীয় কৃষি ব্যাংক থেকে ১১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে অন্য ব্যবসায় খাটাচ্ছে। ফলে প্রায় ৮ শত চাষী বিপাকে পড়েছে।

চাষীদের বিপাকে না ফেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ভাড়ার টাকা আদায় করে চাষীদের কাছে তাদের আলু ফেরত দিতে অনুরোধ জানাই। অবশ্য প্রতারণার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

উলু ঘরের বিপদ : ৮-২-৮৩

ইলিসিয়াম রেস্ট হাউস-এর বাসিন্দাদের উপর সোয়া পাঁচ লাখ টাকা বকেয়া পরিশোধের জন্য পৌর কর্পোরেশন ক্রোকী পরওয়ানা জারি করেছে।

আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি এই বকেয়া পৌর করের বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পৌর কর্পোরেশনের মধ্যে ফয়সালা করে ফেলা উচিত।

ঋণ আদায়ের চাপ : ২৪-৯-৮৩

প্রকৃত অভাবী চাষীদের মধ্যে বরাদ্দকৃত ঋণ গ্রামের এক শ্রেণীর সম্পদশালীরা কৃষি ঋণ নিয়ে অন্য কাজে লাগিয়ে থাকে। এবং এরাই পরিশোধের বেলায় গড়িমসি করে থাকে।

এমন পরিস্থিতি দুঃখজনক। এবং উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

কৃষি ঋণ বন্টনে অনিয়ম ও দুর্নীতি : ৩-৪-৮৩

কৃষি ঋণ বন্টনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগত জটিলতা তা দুর হলে হয়রানির হাত থেকে কৃষকরা রেহাই পাবেন। হয়রানি বলতে যে কথাটি বুঝানো হয়, তাহলে ঋণদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি।

কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য এ ক্ষেত্রে সুনজর দেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি ঋণ ব্যবস্থার সংস্কার : ১৬-৩-৮৩

কৃষি ও ঋণ ব্যবস্থার সংস্কার ছাড়া এর থেকে সত্যিকার সুফল পাওয়া সম্ভব নয়, এটা বেশ আগে প্রমাণ হয়ে গেছে। তবুও বর্তমান কার ব্যবস্থায় গরীব কৃষকরা এ ঋণ সুবিধা খুব কমই পাচ্ছে।

জাতীয় উন্নয়নের সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ ক্ষেত্রে নীতি মালা নিতে হবে তৎসাথে ঋণ আদায়ের স্বার্থে ঋণ কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা তদারকের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

কৃষি ঋণে সুধের হার বৃদ্ধি ও গরীব কৃষক : ৬-১১-৮৩

কৃষি ঋণে সুধের হার বৃদ্ধি করে শতকরা ১৬ ভাগ হারে ধার্য্য করেছে।

খাদ্য শস্য উৎপাদন বাড়ানো তথা খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতার লক্ষের কথা সরকার বলছেন। কৃষি ঋণের সুধের হার বাড়ানো কী ওই লক্ষ্য পূরণের সহায়ক হবে।

গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মাজারি গ্রামের মানুষ : ২-৪-৮৩

যাদের বাড়ী নাই ঋণ দান ক্ষেত্রে সরকার তাদের সুবিধার জন্য বেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত গুলো গৃহ নির্মাণ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেককে উৎসাহিত করবে। ৮ লক্ষ টাকার ঋণ ৩০ বছরে পরিশোধ করার পদ্ধতির সংগে সংগতি রেখে আলোচিত ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হলে মাঝারি গ্রামের মানুষের জীবনে আকাংখিত পরিবর্তন আসতে পারে।

গ্যাসের অনাদায়ী বিল ও সরকারের কর্তব্য : ১৯-৪-৮৩

তিতাস গ্যাস কোম্পানীর ৩৯ কোটি টাকার বিল অনাদায়ী রয়েছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগ পাওনাই রয়েছে সরকারী আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে।

আমরা আশা করি সরকার নিজেদের বকেয়া পরিশোধ করে তিতাস গ্যাস কোম্পানীর পরিচালনা ব্যবস্থাপনাকে আরো গতিশীল করতে সাহায্য করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঝিকরগাছার দৃষ্টান্ত : ১২-৩-৮৩

ঋণ প্রবাহের সদ্ব্যবহারের ফলে যশোর জেলার ঝিকরগাছার ৩৯১ টি দরিদ্র পরিবার এখন স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন।

ঝিকরগাছার দৃষ্টান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে আমরা সেটাই আশা করি।

দাদন ব্যবসায়ীর কবলে গরীব কৃষক: ৪-৮-৮৩

দাদন ব্যবসায়ী কুসীদজীবি মহাজনদের হাতে সাধারণ চাষীদের সর্বশান্ত হওয়ার কাহিনী অনেক রয়েছে এবং বর্তমানেও বিরাজমান।

সাধারণ চাষীদের ব্যাপারে সরকারী দিক থেকে যে উদ্যোগ ও রসদ আছে তা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করা হলেই সাধারণ চাষীরা উপকৃত হবে।

পশুপালন ঋণ প্রসংগে : ২-৩-৮৩

ভূমিহীন প্রতিটি কৃষক পরিবারকে দুটি করে দুগ্ধবতী গাভী কেনার জন্য ঋণ দেয়ার প্রশ্নটি পরীক্ষা করে সরকারের নিকট প্রস্তাব করার জন্যে পশু পালন ডিরেক্টরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

উদ্যোগটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এথেকে গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যেমন তেমনই পশু সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাম্য পরিবর্তন আসতে পারে।

পাট চাষে ঋণ সুবিধা: ১২-৪-৮৩

পাট চাষীদের মধ্যে বিতরণের জন্য চলতি মৌসুমে সরকার ২৯ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছেন। সেইসাথে ঋণ দেয়ার পদ্ধতিরও করা হয়েছে কিছু পরিবর্তন।

নতুন ব্যবস্থা ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রমানিত হবে বলে আমরা আশা করি। সেইসংগে আমরা আশা রাখবো, বকেয়া পরিশোধকে নতুন ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে রাখার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বকেয়া সমবায় ঋণ প্রসংগে: ১১-৩-৮৩

সমবায় সমিতিকে এখন প্রায়ই লুটপাট সমিতিতে পরিণত করা হয়েছে। আর তাই বকেয়া ঋণ আদায়ের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

"মাটির ডাক" কর্মসূচীর ঋণ আদায় সমস্যা: ৩০-১-৮৩

সময় মত ঋণ পরিশোধ না করার জন্য "মাটির ডাক" কর্মসূচীর ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ঋণ নিলে তা সময়মত পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা আরও বাড়াতে হবে।

মৃত ব্যক্তির ঋণ: ১০-১২-৮৩

বিশ বছর আগে মারা গেছে এমন এক লোকের নামের নামে নোটিশ জারি হয়েছে। '৮২ সালে নেয়া কৃষি ঋণ সুদসহ শোধের।

ঋণ দেয়ার আগে তদন্ত ও তদারকি কাজটা সুষ্ঠভাবে হলে এমন বিভ্রাটের আশংকা কমে। এক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করা উচিত।

লক্ষ্য ঋণ বিতরণে ব্যর্থতা: ৯-৩-৮৩

লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু ব্যবস্থা করা হয় না কড়াকড়িভাবে পূরণের জন্য। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নবান উৎপাদন এলাকায় ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করে নি বলে নবান উৎপাদনের মাত্রা অর্জনে বেঘাত সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। আমরা মনে করি এই আসরখানে দূর করার ব্যবস্থা এখন আশু কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

নবান চাষীদের দুর্গতির মূলে: ১০-৪-৮৩

ঋণ বিতরনের সংগে সংগে ভোগ্যপণ্য বিতরণও যেন এক রকম নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে বিশেষ করে ঋণ গ্রহীতা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

লবন উৎপাদন এলাকায় প্রকৃত লবন চাষীরা ঋন পায়নি। অন্যদিকে ভুয়া চাষীরা তাদের জন্যে বরাদ্দকৃত ঋণের টাকা নিয়ে বিভিন্ন ব্যবসা করছে।

লবন চাষীদের সমস্যা: ২১-১১-৮৩

লবন চাষীদের প্রয়োজনীয় ঋণ পান নি, বিতরণ ব্যবস্থার নানা ত্রুটির কারণে আর অন্যদিকে ভুয়া চাষীরা ঋণের টাকা নিয়ে নানা ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যবহার করেছে। ফলে বিদেশ থেকে প্রচুর লবন আমদানী করতে হয়েছে।

লবন উৎপাদনে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাইলে তাই ঋণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারকে সুদুর প্রসারী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্র প্রকৃত চাষীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি

আলু বীজ বনাম আলু চাষী : ১৪-১-৮৩

একদিকে মুন্সীগঞ্জ বি,এ,ডি,সি আলু বীজ বিক্রি করতে গিয়ে লাখ লাখ টাকা গচ্চা দিয়ে বসে আছে অন্যদিকে সরকার ১৬ লাখ টন আলু উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে।

কর্তৃপক্ষকে এবার চাষের মৌসুমের আগে চাষীদের মাঝে জরিপ চালিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কর্তৃপক্ষের আমদানীকৃত আলু বীজ নিলামে বিক্রি করে এত গচ্চা দিতে হতো না।

বর্তমানে আলু ব্যবহার এর দিক নজর না দিয়ে প্রয়োজন আলু চাষীদের নানা সমস্যা দুর করার দিকে অধিক মনোযোগী হওয়া। কিন্তু বি,এ,ডি,সি এই ধরনের কোন উদ্যোগ দেখান নি। আমরা বাস্তব অবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবন করে কর্মপদ্ধতি স্থির করার জন্য অনুরোধ জানাই এবং ব্যর্থতা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন এটুকু অন্ততঃ আশা করতে পারি।

ইদুরের জন্য ফসলের ক্ষতি : ২১-৩-৮৩

গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইদুর নিধন অভিযান শুরু হয়। এই অভিযানটি খুব একটা নিধন করতে পারে নি। অভিযান ব্যর্থতার কারণে যে বিষ ছড়ানো হয়েছিল তার বেশীর ভাগ ছিল ভেজালের দোষে দুষ্ট।

এই অভিযানের সফল করে তোলতে হলে জনসাধারণকে সার্বিকভাবে সচেতন করে তোলতে হবে বিশেষ করে ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রাণিকুল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

কৃষক না বাঁচলে দেশ কি বাঁচবে ? ২১-১-৮৩

সার, বীজ, কীটনাশক থেকে সেচযন্ত্র পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের দর গত দশ বছরে কয়গুণ বেড়েছে। তাছাড়া কৃষকের উৎপন্ন পণ্য পানির দরে বিক্রি করতে হয়। ইত্যাদি কারণে কৃষক চাষাবাদে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এ ব্যাপারে সরকারকে ভাবা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি ঋণ ও একজন ক্ষুদ্র কৃষকের আবেদন : ২৩-১-৮৩

অনেক কৃষক আছেন যারা কৃষি ঋণ নিয়ে ফসল ফলাতে গিয়ে বন্যা, খরা, প্রভৃতি নানা দুর্যোগের শিকার হয়ে আর ~~কৃষি~~ কৃষি ঋণ শোধ করা সম্ভব হয়না এইদিকে ঋণের টাকা শোধে আসলে বৃদ্ধি হয়ে বিরাট অংকে পরিণত হয়েছে।

ঋণ দানের পাশাপাশি নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এই দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হবেনা কৃষককে। আর যে সকল কৃষকদের ঋণের বোঝা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেড়েছে তাদের শোধ মওকুফ করলে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাও রোধ করা সম্ভব ~~হবেনা~~। হবেনা।

কৃষি কর্ম বনাম কৃষি সরঞ্জাম এর দর : ২৮-২-৮৩

খাদ্য শস্যে আত্ম নির্ভরতা অর্জন, কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতির নামে বড় বড় প্রকল্প করে নানা সুফলের দিক প্রচার করে এ দেশের জনগণকে রঙীন ছবি দেখান হয়েছে। কিন্তু উন্নতি, ভাগ্যের পরিবর্তন কিছুই আসেনি। বিদেশ থেকে এনে খাওয়ানোর অভ্যাস সেকালে যেমন ছিল একালেও তেমনি আছে। কৃষির উন্নয়নে যত প্রকল্প নেয়া হয়েছে শেষ পর্যন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা বাস্তবায়িত হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল কারণ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এর মূল্য বৃদ্ধির তার সাথে জ্বালানী আরও কীটনাশক ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি। এ সমস্ত ~~কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া~~ ঝামেলা দূর করার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নাই ফলে কৃষকের উৎসাহে ভাটা পড়েছে। এমন ধরনের অবস্থায় প্রয়োজনীয় উৎপাদন আশা করা যায়না।

কৃষি কাজে ব্যয় বৃদ্ধি : ১৬-৮-৮৩

কৃষি কাজে ব্যয়ের পরিমান প্রতি বছর বেড়ে চলছে কিন্তু সেই হারে সংগ্রহমূল্য বা বাজারদর ~~বেড়ে~~ বাড়েনি। এই জন্য কৃষকরা হতাশায় ভুগছে। কৃষি কাজে যে হারে ব্যয় বেড়ে চলেছে তাকে সংযত রাখতে পারাটাই আপাতত জরুরী এই জন্য সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি পণ্যে মূল্য সহায়তা : ১-৪-৮৩

সরকার কতগুলো নির্বাচিত কৃষি পণ্যের মূল সহায়তা দেয়ার বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন যা উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব ফেলবে। মূল্য সহায়তা নিঃসন্দেহে একটি ভাল পদক্ষেপ তবে উৎপাদন ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তা করা বাঞ্ছনীয়। এতে কৃষি সামগ্রিকভাবেই উপকৃত হবে।

কৃষি শুমারি : ১৮-৪-৮৩

দেশ জুড়ে কৃষি শুমারী শুরু হয়েছে শনিবার থেকে, চলবে ২০শে মে নাগাদ। জাতীয় পর্যায়ে কৃষি শুমারী এবারই প্রথম হচ্ছে।

গণনাকারীদের নিষ্ঠার উপর এ শুমারির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। আশা করি সরকার এদিকটায় নজর রাখবেন। এবং কৃষি শুমারি সম্পর্কে জনগণকে যথেষ্ট সচেতন করে তুলতে হবে। কৃষি শুমারি সব দিক থেকে সুষ্ঠ ও সফল করে তুলতে হবে।

কৃষি শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী : ৯-৯-৮৩

ভূমি সংস্কার কমটি সাড়ে তিনসের চালের মূলকে সর্বনিম্ন মজুরী হিসাবে সুপারিশ করেছে।

শুধু নিম্নতম মজুরি নির্ধারণই সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় সেটা বিশেষ করে স্মরণ রাখার বিষয়।

এটা বাস্তবায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই।

ডি,এন,ডি প্রকল্পের বাড়ীঘর ও অধিবাসীদের ফরিয়াদ : ২৫-১-৮৩

ডি,এন,ডি প্রকল্প খাবিস্তান আমলে করা হয়েছিল, কারণ ঐ এলাকার ফসল রক্ষা ও প্রকল্পের জলে মৎস্য চাষ করা। কিন্তু এই এলাকা এখন শহর তলীতে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ডি,এন,ডি প্রজেক্টের বাড়ী ঘর সরিয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই নির্দেশ কার্যকর করা হলে কয়েক লক্ষ লোকের গৃহসংস্থান নষ্ট হবে এবং সরকারকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। তাই এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী না করা উচিত ।

তামাক চাষীদের দুর্ভোগ — ২২-৮-৮৩

ক্রেতা নেই চাষীরা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেনা, হাজার হাজার মন তামাক অবিক্রীত পড়ে আছে। এমন খবর আসছে তামাক আবাদের এলাকা থেকে।

সুষ্ঠু ব্যবস্থা হলে এদেশ থেকে তামাক রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

চাষীদের তামাক চাষে স্থানীয়ভাবে আগ্রহী করে তোলার জন্যে তাদের উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্যমূল্যে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা চাই।

তুলা চাষে উৎসাহব্যঞ্জক ফল: — ৯-১২-৮৩

দেশের যে সব অঞ্চলে তুলা উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে তার কোন খানেই হতাশ হতে হয়নি ।

অতীত ও বর্তমান কালের সমস্ত অবস্থা ও অভিজ্ঞতার বিষয় বিবেচনা করে সরকারের উচিত দেশে ব্যাপকহারে তুলা চাষে উৎসাহ দেয়া ও আগ্রহী চাষীদের চাষের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করা

তুলা চাষের সংকট ও সম্ভাবনা: — ২৩-২-৮৩

চলতি অর্থ বৎসরে তুলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবেনা। কারণ এ ব্যাপারে অবস্থা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকলে দেশের চাহিদার পুরো তুলাই উৎপাদন সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সময়মত চাষীদের প্রয়োজনীয় উপাদান ও ঋণ দান এর ব্যবস্থা করে তুলা উৎপাদনে উৎসাহিত করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

নলকূপ বিতরণ ও সেচ ব্যবস্থা ৩০-১১-৮৩

আমাদের দেশে খেয়ালী প্রকৃতির উপর কৃষি অনেক খানি নির্ভরশীল। খরা মোকাবেলার জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রসারের দিকে জোর দেয়ার প্রয়োজন তাই সর্বাধিক।

পান খাইয়া যাওরে বন্ধু : ৩১-৭-৮৩

বহু পুরানো দিন থেকে বাঙালীর সমাজ জীবনে ও সংস্কৃতিতে বৈশিষ্ট্য ময় স্থান রয়েছে। এবং বিদেশে প্র রপ্তানী করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়।

কিন্তু পান চাষীদের প্রতি অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা দ্রব্যাদি এরা সুলভমূল্যে না পাওয়াতে পান তার নিজস্ব সুকিয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার পরিমানও আমাদের কমে যাচ্ছে।

পাট চাষীদের হতাশা: ৩০-৩-৮৩

চলতি পাট মৌসুমে কৃষকদের মধ্যে পাট চাষে আগ্রহের অভাব রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। কারণ পাটের ন্যায্য দর যে পাওয়া যাবেসে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হতে পারছেনা।

চাষাবাস থেকে শুরু করে বাজার পর্যন্ত যদি কৃষকদের মধ্যে আগ্রহের অভাব ঘটতে থাকে তবে একদিন সোনালী আঁশ আমাদের অর্থনীতির জন্যে হয়ে উঠবে সোনালী ফাঁস।

ফসল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তব সমস্যা: ২৯-১-৮৩

খরা, বন্যায় আউশ ও আমন ফসলের ক্ষতি হওয়ার পরের উৎপাদন বাড়ানোর সরকারী কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল কিন্তু তার কোনো আলামত বাস্তবে মিলছেনা। কারণ প্রথমতঃ নির্ধারিত জমির অনেকাংশেই চাষ হয় নি এবং দ্বিতীয়তঃ বীজের অভাব। অন্যদিকে চাষীরা ন্যায্য মূল্য পায়না বলে আলুর চাষ কমিয়ে ফেলেছে সে ক্ষেত্রে আলু বীজ বেশী হয়ে যাচ্ছে।

একটি উৎপাদনে ইচ্ছা থাকলেও বীজনাই অন্যটি ইচ্ছা না থাকলেও বীজ পাওয়া যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বীজের অভাব ১৩-১২-৮৪

বীজের অভাবে চলতি মৌসুমে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের তিনটি জেলায় গম চাষের লক্ষমাত্রা অর্জিত হবেনা বলে এ পত্রিকানুরে প্রকাশিত এক খবরে আশংকা করা হয়েছে।

সমস্যাটি আসলে তবে কোথায় সেটা স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হয়ে আসে। বিভিন্ন বীজকেন্দ্রে ধর্না দিয়ে কৃষকদের ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। কৃষকদের হতে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থ। খোলা বাজারে দাম দিয়েও বীজ পাচ্ছে না এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে। তাই ফসল উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদের সাথে সমস্যার দিনগুলোও মুল্যায়ন দরকার নয় কি?

রবিশস্য উৎপাদনের পথে বাধা: ২২-১১-৮৩

সরকার কৃষকদের উপদেশ দিচ্ছেন রবিশস্য উৎপাদনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য। কিন্তু বাস্তবে যা করেছেন তাতে উপদেশ বাক্যটা অসাড় প্রমাণিত হচ্ছে।

সরকার কৃষিজীবিদের বাস্তব অবস্থা চিন্তা করে কাজ করা দরকার তবেই রবিশস্য উৎপাদন বাড়বে।

সার রফতানী প্রসংগে ২৫-৪-৮৩

ইউরিয়া সারের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে। রফতানী ব্যবস্থা বন্ধ করে তাই এখন নাকি তা জরুরী ভিত্তিতে আমদানীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর স্বার্থে এই সাথে সারের উৎপাদন সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা গুলোর সামগ্রিক মুল্যায়নও আজ প্রয়োজন। এ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য উৎপাদন ও বিতরণের সুষ্ঠ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

সেচের সংকট ঋণের সমস্যা, উপকরণের মুল্য বৃদ্ধি: ১৫-৩-৮৩

কৃষি কাজ ব্যাহত হওয়ায় উৎপাদন হ্রাসের আশংকা দেখা দিয়েছে। গ্রাম বাংলার খবরগুলোতে এখন এই আশংকার কথাই বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি উপকরনের মূল্য বৃদ্ধি আর কৃষি ঋণ বিতরনের নানা অসুবিধা রয়েছে। ব্যবস্থার মধ্যে সেখানে দুর্নীতির গন্ধ আছে। ইচছা কৃতভাবে হয়রানি করানোর অভিযোগ আছে। সেখানে সান্তনা পাওয়ার কিছু থাকেনা।

~~ক্ষেতের~~ ক্ষেতের ফসলে পোকার আক্রমন : ২০-২-৮৩

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোকার আক্রমনে প্রচুর ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে কীটনাশক নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পোকার আক্রমন যাতে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সরকারী উদ্যোগে উপদ্রুত এলাকায় কীটনাশক ছড়ানোর সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিতে হবে এখনই।

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য

মৌসুমী ফলমূলের কথা : ১১-৬-৮৩

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবার মৌসুমী ফলমূলের বেশ সমারোহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে রমজান উপলক্ষ্যে কিন্তু এর প্রায় গুলোই সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও খাদ্য নিরাপত্তা : ২৩-৮-৮৩

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় পদ্ধতি উদ্ভাবনের আহবান জানানো হয়েছে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ১৬টি দেশের বৈঠকে।

এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভিত্তিতে খাদ্যের মজুত ভান্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব খুবই বাস্তবসম্মত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা

একটি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের খবর : ২৯-৪-৮৩

স্বাস্থ্য কেন্দ্র বলে থানায় থানায় দালান তৈরী হয়েছে ঠিকই ? কিন্তু চিকিৎসার সুব্যবস্থা তার ক'টিতেই বা হয়েছে ? কোথায়ও হয়ত ডাক্তার নেই, ডাক্তার থাকলেও কোথায়ও হয়ত রয়েছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব।

থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাম এলাকার চিকিৎসার যে সুযোগ টুকু রয়েছে গ্রামবাসী যাতে নিয়মিত সে সুযোগটুকু পেতে পারে তার নিশ্চিত ব্যবস্থাই আমরা চাই।

এমনি চিকিৎসার ফল কি ? ১০-১১-৮৩

বিভিন্ন রোগের ওষুধ বলে পরিচিত যে সব বস্তু সেগুলো কমই থাকে হয় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে।

ওপর ওয়ালার ইচ্ছার উপর ভরসা আর সান্ত্বনা সূচক চিকিৎসাইতো বাংলাদেশের সংগতিহীন মানুষের নিয়তির লিখন।

এর নাম হেলথ কমপ্লেক্স : ২৬-১০-৮৩

দেশের প্রায় হেলথ কমপ্লেক্স গুলোতে একেবারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও নেই।

অভাব আসলে কোথায়, কোথায় মূল ত্রুটি তার সঠিক মূল্যায়ন ভিন্ন এর কোন প্রতিকার নেই। চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম এবং ওষুধপত্রের সরবরাহ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

এক্স-রে'র অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে বিপদ : ১৫-১-৮৩

এক্স-রে মেশিন চিকিৎসার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এর যান্ত্রিক ত্রুটি, সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অভাব ও অব্যবস্থার জন্য শুধু রোগীই নয় মেশিন চালক এমন কি আশে পাশের লোকজনদেরও প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এক্স-রে মেশিনের যথেচ্ছা ব্যবহার চলতে দেয়া যায় না। এ ব্যাপারে সরকার জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

ওষুধনীতি বাস্তবায়নের তাগিদ : ৮-১-৮৩

অপ্রয়োজনীয় ওষুধ আমদানী বন্ধ করে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য করার ব্যবস্থা নেয়া ওষুধ নীতির প্রধান দায়িত্ব।

ওষুধের বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি খেয়াল রেখে এ দিকটায় পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতেই নেয়া প্রয়োজন।

ওষুধের বাজারের অস্বাভাবিকতা : ১২-১০-৮৩

ওষুধ নীতিতে "বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো"র ব্যাপারটা ক্রমশ: প্রকট হয়ে উঠেছে।

সরকারের উদ্দেশ্য যত সৎ হোকনা কেন, নতুন নীতি ওষুধের বাজারে যে দারুন অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করেছে তার পুরো মাশুল দিতে হচ্ছে দেশবাসীকে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

"কবিরাজী হুইস্কী ? ২১-১০-৮৩

মৃত সঞ্জীবনী সুরা বা সুধা নামের ঔষধ গুলো মৃতপ্রায়কে সঞ্জীবিত করার পরিবর্তে জীবিতকেই নাকি মৃতপ্রায় করে তোলে। এ মনুব্যের প্রেক্ষিতে ঔষধ প্রস্তুতকারীগণ তাদের ঔষধ তৈরী হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট মহল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে জাল ও ক্ষতিকর ঔষধের কোন সমস্যা সাধারণ মানুষের উপর পরবেনা।

কাহালু হাসপাতাল সমাচার : ২৫-৭-৮৩

বগুড়া জেলার কাহালু থানা হাসপাতালের অচলাবস্থা সম্পর্কে নানা ~~সংবাদ~~ সংবাদ ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। এ ~~কাল~~ সকল অচলাবস্থা সাধারণত এসেছে অব্যবস্থার জন্য। আমরা কর্তৃপক্ষকে এদিকে নজর দিতে বলি।

Dhaka University Institutional Repository

খিদে মেটানোর ওষুধ : ১৯-৩-৮৩

হাংগেরীর এক বিজ্ঞানি খিদের জন্য একদাওয়াই তৈরী করেছে যা খেলেই খিদে একদম কমে যাবে। যানার্কি রক্ত থেকে তৈরী ক্ষুধার রাজ্য আমাদের এ তৃতীয় বিশ্বের জন্য এটা বড়ই সুখবর বলতে হবে। এই আবিষ্কৃত ওষুধটির নাম দিয়েছেন "সাতীতিন"। এটা ক্ষুধা মেটানোর পাশাপাশি পুষ্টি ও পূরণ করুক।

চিকিৎসা ও চিকিৎসক : ২৯-৭-৮৩

একদিকে দেশের বেশ কিছু গ্রেজুয়েট ডাক্তার চাকরী পাচ্ছে না অন্যদিকে নগ্নপদ চিকিৎসক তৈরীর প্রকল্প নেয়া আমরা সমর্থন করতে পারি না।

প্রত্যেক উপজেলায় হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে উন্নত করে সেখানে কয়েক জন করে চিকিৎসক নিয়োগ করা হলে চিকিৎসক নিয়োগ সমস্যার সমাধান হবে এবং দেশের জনসাধারণ উপকৃত হবে।

চিকিৎসকদের সমস্যা ও চিকিৎসা সংকট : ১৮-১১-৮৩

দেশে চিকিৎসকরা অনেকেই বেকার বসে থাকতে হচ্ছে। আশু কর্মসংস্থানের কোন সম্ভাবনা তার সামনে না থাকলে বাইরের সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই চাইবে সে ক্ষেত্রে বাধা দেয়া সংগত হতে পারে না।

দেশের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সংকটাপন্ন অবস্থা চলছে তাতে দেশের চিকিৎসকদের দেশেই প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করা হলে জনমন কিছুটা উপকৃত হবে।

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যা : ২২-৩-৮৪

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে হৃদরোগের চিকিৎসা সুলভ, অথচ, গরীবদের ডাইরিয়া রোগের চিকিৎসা দুর্লভ। এ মন্তব্যের মধ্যে আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা মূল সমস্যা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

সমস্যার ব্যাপকতার সাথে বাস্তব অবস্থা মিলিয়ে বিচার না করতে পারলে বাস্তব সমাধান মেলাও হবে ভার।

Dhaka University Institutional Repository

নিরক্ত ব্লাডব্যাংক: ১৬-২-৮৩

রক্তস্বল্পতায় ভুগছে দেশের ব্লাডব্যাংকগুলো। কারণ চাহিদা অনুযায়ী সংগ্রহের পরিমাণ একেবারেই কম।

ব্লাডব্যাংকের সংকটের জন্য যেমন অনেক মুমূর্ষ রোগীর জীবনাশংকা দেখা দিয়েছে, তেমনি একশ্রেণীর দালাল এর জন্যে উন্মুক্ত হয়েছে দুর্নীতির পথ।

এ ব্যাপারে স্বেচ্ছায় রক্তদানের তৎপরতাকে সফল করে তোলা প্রয়োজন। তৎসাথে মেডিক্যাল ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান "সন্ধানী" প্রশংসার দাবীদার।

প্রাইভেট ক্লিনিক: ৮-৩-৮৪

প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোর অবস্থা পরিদর্শনের জন্য একটি পরিদর্শক দল নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোর মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা ও তা প্রয়োগের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার সাথে সাথে সাধারণ হাসপাতালগুলোর অবস্থা উন্নত করার ব্যবস্থা নেয়া হলে সেটা যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ দেবে মানুষও তেমন উপকার পাবে।

মাত্র ৩১ জন: ২৭-৩-৮৩

দেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর দুরবস্থা এবং সীমিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখন এমন এক পর্যায়ে যে প্রাথমিক চিকিৎসার দোরগোড়া থেকেই বিদায় নিতে হয় অনেক রোগীকে বিশেষ চিকিৎসায় সুযোগ আর ঘটেনা তাদের।

এ ব্যাপারে সরকারের নুতন কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার।

রুগীদের সাথে ব্যবহার: ৩০-৮-৮৩

চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্মীদের কাছ থেকে একটু আশ্বাসের কথা শুনতে পারলে রুগীরা রোগযন্ত্রনার কথা অনেকখানি ভুলতে পারে। এ অবস্থার প্রতিকার আইনে নয়। ডাক্তার ও হাসপাতাল কর্মীরা নিজেরা উদ্যোগী হলেই কেবল প্রতিকার সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর হাল : ২১-১২-৮৩

দেশের নানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে এমনিতেই আমাদের দেশে এখনও বিরাট শূন্যতা রয়ে গেছে।

সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্যের কথা : ২০-১১-৮৩

পেটের পীড়া তা কলেরা হোক, ডায়রিয়া হোক, তা প্রতিরোধ এখন আর আয়াস সাধ্য নয়। তবুও বন্যার পর গ্রাম বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে কলেরা ডায়োরিয়ায় মৃত্যুর সংবাদ আসছে।

যদিও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর ভূমিকা সেখানে কোন অবদান রাখতে পারছে না। বরং দেখা যাচ্ছে দুর দুরান্ত থেকে রোগীরা এসে ফিরে যাচ্ছে চিকিৎসার না পেয়ে।

এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ভাবা উচিত।

হাসপাতালে এসব কেমন কান্ড : ১৭-৬-৮৩

দেশের হাসপাতাল গুলো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং এর জরুরী চিকিৎসা প্রয়োজন।

হাসপাতালের দুরবস্থা প্রতিকারের জন্য সরকারকে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

অনীহা নামের অপরাধ : ৬-৯-৮৩

পরিবার পরিকল্পনা কর্মচারীদের কর্তব্য পালনে অবহেলার কড়া সতর্ক বানী উচ্চারণ করা হয়েছে।

দেশের একনম্বর সমস্যা মোকাবেলার গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে এবং এক্ষেত্রে অনীহা যে গুরু অপরাধ সে সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

আর যেন ব্যর্থতার গ্লানি বইতে না হয় : ২৯-৬-৮৩

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলো যে অভিযোগ এনেছিল দেখা গেল, সেই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোই কাজের পক্ষে বাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজ বাস্তবায়নে কোথায় গলদ তা বের করার ব্যবস্থা করা হোক।

এক নম্বর সমস্যার জন্যে : ৭-৭-৮৩

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সরকার নতুন কিছু উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন। উদ্যোগের একটি অংশ হচ্ছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণকারী দম্পতির জন্যে কিছু উৎসাহ দান বা সুবিধা প্রদান।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতি যাদের অনীহা তাদের আগ্রহী ও আকৃষ্ট করার ব্যাপারে এ ধরনের উদ্যোগ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে বেশ সাড়া জাগাতে পারবে বলে মনে হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কাজের অগ্রগতি : ১৫-২-৮৩

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দু'বছর মেয়াদী ক্র জরুরী কর্মসূচীর কাজ নির্ধারিত সময়ের ৮ মাস পরও শুরু হয়নি। দেশের একনম্বর সমস্যা মোকাবেলায় অগ্রগতির এ নমুনা নিশ্চয়ই আশা ব্যঞ্জক নয়।

বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে জনসংখ্যার সাথে সমস্যা ও দ্বিগুণে দাঁড়াবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নিশ্চিত ব্যবস্থা তাই একান্তই চাই। শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া দিয়েই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কার্যকরভাবে রোধ করা সম্ভব নয় সামগ্রিক উন্নয়ন প্রয়াসের মধ্যেই নিহীত রয়েছে এর সত্যিকারের সাফল্য একটিই আছে।

Dhaka University Institutional Repository

কোটা পূরণের কর্মসূচীর গলদ দূর করুন : ৯-১০-৮৩

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর নির্দিষ্ট কোটা পূরণের জন্য ৮০/৯০ বৎসরের বিপত্নীক বুড়ো সহ অবিবাহিত যুবক কিশোর বিধবাকেও বন্ধ্যাকরণ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

জন্মনিয়ন্ত্রন নিয়ে রাজনীতি : ২৪-১০-৮৩

সামেদা খাতুন জন্মনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা নাইগেশন করিয়াছিল বলে মৃত্যুর পর তার লাশ গ্রামের গোরস্থানে দাফন করা সম্ভব হয় নি।

এই পশ্চাৎমুখী ধ্যান ধারনার সাথে আপোষের পথে নয় শিক্ষা দীক্ষার বিস্তার ও অগ্রসর চিন্তা ধারার প্রসার সাধনের মধ্যেই বিহিত এ সমস্যার সমাধান।

জন্ম নিয়ন্ত্রন সরকারী কাজের ধারা : ২৬-৪-৮৩

আমাদের সরকারী কাজের ধারা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিদেশী দাতা সংস্থা গুলো।

সাহায্যদাতারা বলছেন, দ্বিতীয় পাঁচ শালা পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাস্তবসম্মত হয় নি।

জনসংখ্যার সমস্যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা সম্পর্কে জনগণ সজাগ নন।

কর্মসূচীর কোথায় গলদ রয়েছে তা দূর করে সরকারকে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। জন্ম

জন্ম নিয়ন্ত্রনের বিরুদ্ধে জেহাদ : ১১-৯-৮৩

জনসংখ্যা গত দু'দশক ধরে এদেশের এক নম্বর সমস্যা।

তথাকথিত ধর্মীয় আলেমগণ যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছে তারা জন্ম নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে নানা আবলতাবল বক্তব্য রেখে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।

আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন এবং বুদ্ধি দিয়েছেন নিজে চলে চলার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সমীপেঃ ১৫-৩-৮৩

বলা হয়, নারীত্বের পূর্ণতা ঘটে মাতৃত্বে মা হতে পেরে একজন নারী নিজেকে ভাবেন পরম সৌভাগ্যবতী। কিন্তু দিনাজপুরের রোজিয়া নিজেকে আর কখনোই তেমন সৌভাগ্যবতী ভাবতে পারবেনা। সে বন্ধ্যা হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। কারণ এক মহিলা দালাল টাকার লোভ দেখিয়ে ফুসলিয়ে তাকে লাইগেশন করিয়ে দিয়েছে অবিবাহিত রোজিয়াকে। ঠাকুরগাঁও মহকুমা মহকুমা সদনে।

বিধবা ও অবিবাহিতদের বন্ধ্যাকরনের খবর পত্রিকায় প্রায়ই ছাপা হয়ে থাকে।

এই ধরনের দালালদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি হওয়া উচিত যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

পরিবার পরিকল্পনা সফল করার স্বার্থেঃ ৩-১২-৮৩

জন্ম নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে টাউট-বাটপাড়দের তৎপরতা দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হওয়ার বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখন গভীরভাবে ভাবতে হবে।

দেশের একনম্বর সমস্যার মোকাবেলার কাজঃ ৭-২-৮৩

সরকার দেশের এক নম্বর সমস্যা চিহ্নিত করেছেন জনসংখ্যা বিস্ফোরনকে। এ ব্যাপারে যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং যে কাজ হয়েছে তা আশানুরূপ নয় তার কারণ দেশের ৯০% জনই সরকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

দেশের এখানে সেখানে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র খুলে দায়সারা কাজ না দেখিয়ে দেশের শিক্ষাহীন বিত্তহীন অধিকাংশ জনসাধারণকে ছোট পরিবার ও পরিকল্পিত পরিবারের সুফল তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি সমাজের শিক্ষিত লোকজন এ ব্যাপারে বিশেষ করে সমাজহিতৈষী প্রকৃত আলেমগণ ধর্মীয় গোড়ামীর অন্ধকার থেকে সমাজকে উদ্ধার এরূপ পথে অনেকখানি সাহায্য করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

শোক

আসফ উদদৌলা রেজা : ১৭-২-৮৩

৫৬ বৎসর বয়সে সাংবাদিকতার অংগনে একটি সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় নাম মোহাম্মদ আসফউদদৌলা রেজা দরাজ কন্ঠের অধিকারী আর প্রাণখোলা হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়েছে।

এই মানুষটি সাংবাদিক জগতে তরুণ সাংবাদিকদের নিকট দৃষ্টান্ত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুবৎসল আর কর্মক্ষেত্রে নিরলস সকলের প্রিয় রেজা ভাইকে ব্যক্তিগত সমস্যা কিংবা ছোটখাট অসুখ বিসুখ কোনকিছুই তাকে সাংবাদিক হিসাবে কর্তব্য পালন থেকে বিরত রাখতে পারে নি।

ঢাকার সাংবাদিক মহলে "রেজা ভাই" নামে পরিচিত ও সমাদৃত ছিল বলে তার অকাল মৃত্যুতে সাংবাদিকদের মধ্যে এরূপ একটি অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে, তারা তাদের পরিবারের একজন সদস্যকে হারিয়েছেন।

আমরা তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

এবার নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্র ঠাকুর : ৯-৫-৮৩

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আত্মিক সেনাপতি।

আজকে বাংলাদেশে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেই গুহাযুগে ফিরিয়ে নেয়ার যে চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে আর একবার সাহসী সৈনাপত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে আমাদের।

মুক্ত বুদ্ধির শিক্ষা - আবুল ফজল : ৬-৫-৮৩

মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল ফজলের মৃত্যুতে এ দেশের মুক্ত বুদ্ধি আন্দোলনের সেই যুগের শেষ শিখাটিও নির্বাপিত হল।

তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র দেশ ও জাতী আজ শোকার্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ বুদ্ধিজীবী ও আমরা: ১৪-১২-৮৩

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস।

স্বাধীনতার বার বছর পর প্রতিকূল শক্তির মোকাবেলায় আমাদের বার বার অনর্থ পরাজয়ের মূলে রয়েছে তাদের গুনাবলী ও সৃষ্টিশীল কর্মের সাথে আমাদের ভাবীকালের পাথেয় জন্য চর্চা ও অনুশীলনে উৎসাহের অভাব।

সবার কথা কইলে কবি: ২৬-৫-৮৩

আজ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৮৪তম জন্ম বার্ষিকী।

বাংলা সাহিত্যে ও জীবনে নজরুলের আবির্ভাব ঝড়ের মত। কবিতায় তিনিই সর্ব প্রথম রাজনীতিকে নিয়ে আসেন এ দেশে।

বিদ্রোহী কবির প্রতি আমাদের যৎ শ্রদ্ধা নিবেদন সেই হবে আমাদের জীবনে আদর্শ প্রতিফলনের অংগিকার।

"সংবাদ" এই দিনে যে কথা বলতে চায়: ১৭-৫-৮৩

সুখে-দুঃখে, উত্থান-পতনে, আশা-নিরাশায় সংশয়ের মধ্য দিয়ে বত্রিশ বছর পার হয়ে সংবাদ তার প্রকাশনার তেত্রিশ বছর ~~পার হয়ে সংবাদ তার~~ পদার্পন করল।

রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে গিয়ে কখনও মানুষের প্রতি "সংবাদ" বিশ্বাস হারায়নি।

হাসান হাফিজুর রহমান: ৪-৪-৮৩

আমাদের সকল কবিতা সন্ধ্যাকে শোকসভায় পরিণত করে, অকালে প্রয়াত হলেন এ দেশের শোষিত নিপীড়িত মানুষের আপন দলের কবি ব্যক্তিত্ব হাসান হাফিজুর রহমান।

এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে তাঁর রয়েছে মহিমা উজ্জ্বল অবদান। রাজনীতির পরিচয় না থাকলেও রাজনীতির সংগে তার সম্পৃক্তি ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

জ্বালানী

কয়লা থাকতেও বিকল্প জ্বালানীর কথা: ২৬-১২-৮৩

প্রায় দেড় লাখ টন কয়লা দেশের বিভিন্ন স্থানে মজুত রয়েছে অথচ ইট পোড়ানোর কাজে প্রচুর বৃক্ষ সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে এবং ব্যাহত হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্যতা।

কয়লা জমা থাকতে নূতন কোন জ্বালানীর বিকল্প ব্যবস্থানা নেয়া উচিত। এবং জমাকৃত কয়লার সুষ্ঠু বিতরণ এর ব্যবস্থা করা উচিত।

কালো কয়লার ঘোর: ২৯-৩-৮৩

চাহিদা নেই তাই এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টনের মতো কয়লা পড়ে আছে অবিক্রিত অবস্থায়। এর উপর আরো দু'লাখ টন আমদানীর অর্ডার আছে।

কয়লার গতি করার জন্য আমরা বলতে চাই। এই বিরাট অংকের টাকার মাল ঘরে পুষে রাখলে লাভের চেয়ে ক্ষতির ভয়ই বেশী। তাই অনুরোধ জানাই, সর্বশেষ দাম যতটুকু বাড়ানো হয়েছিল সেটুক কমিয়ে দিয়ে হলেও জমাকৃত কয়লা বিক্রির ব্যবস্থা করা হোক।

গ্যাস বিদ্যুতের মিনিমাম চার্জ: ১২-২-৮৩

স্টিল রি রোলিং মিলগুলো সংকটে পড়েছে গ্যাস ও বিদ্যুতের মিনিমাম চার্জের জন্য।

উৎপাদনের প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে একটা বাধা দূর হওয়া সংগত তা অবশ্য ভেবে দেখার বিষয়। বিদ্যুৎ এর ক্ষেত্রে যে 'লস' ও চুরি হচ্ছে সেটা বন্ধ করা গেলেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অনেকটা কমান যেত। এবং এর একটা অংশ বিভিন্ন কলকারখানায় দেয়া যেত।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দিলে তা অবশ্যই দূর করার ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। মিনিমাম চার্জ ধরা হয়েছে, তাই বলে বিবেচনার বিষয়টি বন্ধ হয়ে যায়না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি?

Dhaka University Institutional Repository

ঘুটে পুড়ছে, গ্রামেই নয়, শহরেও : 8-১২-৮৩

গোময় অর্থাৎ গোবর শুকিয়ে ঘুটে হয় আর সেই ঘুটে চুলোয় ঢোকে পুড়বার জন্য।

পচা গোবরের জৈবিক সার মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ায় জেনেও আজ জ্বালানীর অভাবে গোবর থেকে ঘুটে তৈরী করে জ্বালানির কাজ চলছে। এ বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে জ্বালানোর একটা চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করা দরকার।

তেলের ব্যবহার ও জ্বালানির ভিন্ন সূত্র : ১৯-৫-৮৩

আমাদের দেশে রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই ব্যয় করতে হচ্ছে তেল আমদানীতে।

অথচ আমাদের তেলের ব্যবহার ঠিকভাবে হচ্ছে না। এবং জ্বালানীর পরিপুরক অন্য কোন ব্যবস্থাও নেয়ার ত চিন্তা ভাবনা হচ্ছে না।

তেলের বাজার কমানো ওপেকের মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত : ২০-১-৮৩

ওপেক গোষ্ঠীর দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীর দুঃখের কারণে কোন কোন দেশ প্রকাশ্যে তেলের দাম কমাতে শুরু করে।

এই মূল্য হ্রাসের কারণে ওপেক দেশগুলো বার্ষিক আয় কমবে দু'হাজার সাত শ' কোটি টাকা।

দেখা যায় যে, তেলের বাজার দরের উপর নিয়ন্ত্রন ওপেকের নয়, উন্নত দেশগুলোর এক চেটিয়া পুঁজির সংগঠনে শক্তির উপর।

এ ব্যাপারে তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহ ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে হবে।

পশ্চিমে গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য সেতু - ২২-৯-৮৩

৫ দেশের পশ্চিমাংশে জ্বালানী সংকটের অভাবে প্রচুর বৃক্ষ নষ্ট হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পথে এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রা এবং শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মনদাভাব বিরাজ করছে। অতএব, জ্বালানী গ্যাস সরবরাহ জরুরী প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব জ্বালানি সম্মেলনের তাৎপর্য : ২৬-৯-৮৩

জ্বালানী সমস্যা মোকাবেলায় তৃতীয় বিশ্বকে সহায়তা দেয়ার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ঘটনা

আর কত দিন ? ১৯-৫-৮৩

প্রায় সমগ্র রাস্তাতেই প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বিশেষ করে ঢাকা-আরিচা সড়কে।

প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং ব্যবস্থা নেয়া অবশ্যই প্রয়োজন। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা আর কতদিন চলবে।

একটি দুর্ঘটনার ছবি : ২৮-১২-৮৩

"সংবাদ"-এ একটি ছবি বেরিয়েছে। যাত্রী বোঝাই একটি বাস মীরপুর ব্রীজের ওপর উঠে বসে আছে। ছবি দেখেই বোঝা যায় আর সামান্য কিছু হেরফের হলেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতো।

এ সমস্যার সমাধান কেবল আইন বা তার আওতায় দন্ড দেয়ার ব্যবস্থাতেই হবেনা।

এ ব্যাপারে-এ সুষ্ঠ ব্যবস্থা গড়ে তোলা চাই।

ঝড়ের রাতে ট্রেন দুর্ঘটনা ও কিছু প্রশ্ন : ২৪-৩-৮৩

গত সোমবার রাত দশটার সময় ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ লাইনে একট্রেন দুর্ঘটনায় বহু লোক মারা যায় এবং তাহত হয় বহুসংখ্যক যাত্রী।

দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এক ঘন্টা আগে প্রবল ঝড়ে একটি গাছ দিলশাদ রেলসেতুর উপর পড়ে। এই বিষয়টি সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষ আগে কেন দৃষ্টি দেন নি।

আমরা রেল দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

বিপজ্জনক পেশা : ৮-১২-৮৩

নির্মীয়মান ভবন থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করছে রাজমিস্ত্রী বা কর্মরত শ্রমিকরা। এ ধরনের অপমৃত্যুর খবর মাঝে মধ্যেই পত্রিকায় বেরোয়। শুধু তাই নয় বিভিন্ন পেশার লোক

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হরহামেশা ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে নানা ধরনের পেশাজীবী।

এ ব্যাপারে সকল মহলে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু: ১০-৬-৮৩

গত মংগলবার ছেড়া বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে ৪ জন নিহত হয়েছে শহরের বিভিন্ন এলাকায়। এ ধরনের ঘটনা দেশের নানা স্থানে প্রায়শঃ ই ঘটে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি কি রোধ করা যায় না। ২৮-৭-৮৩

খবরের কাগজে প্রায়ই দু/একটা দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়।

এই দুর্ঘটনাকে কার্যকরভাবে হ্রাস করতে হলে সরকারকে কঠোর হতে হবে। এবং সরকার চিন্তা ভাবনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে যে আইন রয়েছে তা প্রয়োগ করা অবশ্যই প্রয়োজন।

পুরানো বাড়ীর বিপদ: ১২-৯-৮৩

লক্ষ্মীবাজারে পুরানো জরাজীর্ণ তিনতলা বাড়ী ধসে পড়েছে। এতে আহত হয়েছে একটি শিশু। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে পারে।

এ ব্যাপারে জরাজীর্ণ বাড়ীগুলোর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

মৃত্যু সড়কের আর একটি শিকার: ১-৬-৮৩।

ঢাকা-আরিচা সড়কে গত সোমবার ভোরে বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১২জন মারা গেছেন। ঢাকা-আরিচা রোডে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে তার অবসানের উপায় উপায় আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

রেল ক্রসিংয়ে মৃত্যুঃ ২৯-৮-৮৩

রাজধানীর বিভিন্ন রেল ক্রসিংয়ে ও আশেপাশে বেশ কিছু লোক মারা গেছে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে।

সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এ অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সক্রিয় উদ্যোগঃ ৩-৪-৮৩

সড়ক দুর্ঘটনা ~~রোধে সক্রিয় উদ্যোগঃ~~ মারাত্মক হারে বেড়ে গিয়েছে। এবার সরকার সড়ক দুর্ঘটনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দন্ডবিধি (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ১৯৮২ সালে ৩০৪ বি ও ৩৩৮ নং ধারার শর্তাবলী কড়াকড়ি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করার ব্যাপারে এই বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ প্রমাণ করে যে, সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চান।

সড়কপথ না মরণের সোজা রাস্তা ২০-২-৮৩

সড়ক পথে মরণের হাতছানি যথাপূর্ব বিরাজমান। দুর্ঘটনা ও তার ফলে মৃত্যু যেখানে নিত্যকার ব্যাপার।

এর জন্য ট্রাফিক আইন সংশোধন এবং দুর্ঘটনার জন্য দায়ীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম (ইসলাম)

আজ পবিত্র শবে-বরাত : ২৮-৫-৮৩

পবিত্র ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠান সমূহের অনুর্নিহিত তাৎপর্য যদি উপলব্ধি না করা যায় এবং পালনের ক্ষেত্রে যদি তা বাস্তবে রূপ দেয়া না হয় তবে উহা শুধু অনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

পবিত্র ঈদুল-আজহা : ১৭-১-৮৩

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মহান ত্যাগের পুর্ণ স্মৃতি বিজড়িত ঈদুল আজহা।

ধর্মীয় বিধান মোতাবেক কোরবানীর গোশ্ত নিজে ও গরীব-দুঃখী, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে খেতে হবে।

পবিত্র ঈদুল-ফিতর : ১১-৭-৮৩

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে খন্ডে অনুভব করার বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলির মধ্যে বইছে দরিদ্রের এক বিশাল মহাসমুদ্র।

এবারের খুশীর ঈদের বাণীর ঘনঘটার মধ্যে কোন কোন সরকারী বিভাগে ঈদুল কর্মচারীদের ছাট্টা ইয়ের কথা পবিত্র রমজান মাসের মধ্যেই শোনা গিয়াছে। জানিনা পশ্চিম দিগন্তে কোন ঈদের বাঁকা চাঁদ তাদের জন্য খুশী দুরের কথা কোন সান্ত্বনার বাণী বহন করে এনেছে কিনা।

পবিত্র মাহে রমজানের সংকল্প : ১৩-৬-৮৩

এবারকার মাহে রমজান আসুক সমস্ত গ্লানিকে দুর করার জন্য, সমাজ জীবনে সাম্যের ধারাকে শুধু কথায়নয়, কাজে পরিণত করার আনুরিকতায়।

শবে বরাতের রুটি : ৮-৭-৮৩

পাবনা জেলার বারুহাস গ্রামের মসজিদে জমা দেয়া শবে বরাতের রুটি শেষ পর্যন্ত গরীব দুঃখীদের বরাতে জোটেনি। আমাদের নির্দেশে ৪/৫ মন রুটি দীঘির পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে কারণ শরীয়ত পরিপন্থী সমাজচ্যুৎ লোকের রুটি মিশে গিয়েছিলো বলে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ দুষন

খোলা নর্দমা ঢাকুন — ২১-১১-৮৩

পরিবেশ দুষন নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পৌর কর্পোরেশনকে খোলা নর্দমা ঢাকুন - পরিবেশ দুষিত হচ্ছে। এই নোটিশ ইস্যু করেছেন।

খোলা নর্দমা ঢাকা মহানগরীর নাগরিকদের জন্য এক তিওর সমস্যা হয়ে রয়েছে।

দুষন সমস্যা: — ২৮-১০-৮৩

পরিবেশ দুষন নিয়ন্ত্রন বিভাগ সম্প্রতি রাজধানীতে এক জরিপে দেখেছেন যে, পানিয় জল প্রায় জায়গাতে দুষন মুওক নয়।

পরিবেশ দুষন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা নেয়া দরকার।

দুষিত পরিবেশে নাগরিক জীবন: — ৩১-৩-৮৩

দুষিত অস্বাস্হ্যকর পারবেশে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে শহরাঞ্চলের জনসাধারণ, বিশেষ করে পৌর জনপদ ও শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীরা শহরাঞ্চলে পরিবেশ দুষনের মাত্রা সাংঘাতিক পরিমানে বাড়ছে।

পরিবেশ দুষনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের জরিপ রিপোর্টের ভিওিতে যে খবর বেরিয়েছে তার ব্যাপারে সরকার এবার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন এটাই আশা করবো।

পরিবেশগত বিপর্যয়: — ১২-৪-৮৩

জাতিসংঘে পরিবেশ কর্মসুচীতে বাংলাদেশকে নির্বাচিত করা হয়েছে। যার কাজ প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশের ভিওিতে দেশের মৌলিক বৈশিস্ট্য, সেই সংগে পরিবেশগত বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলে এমন সব উন্নয়ন বৈশিস্ট বিবেচনা করা। পরিবেশগত সমস্যা আমাদের এখানে প্রকট।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ গত সমস্যার জন্যে অনেকাংশে দায়ী মানুষ। প্রকৃতির উপর মানুষের আঘাতের ফলে স্বাভাবিক নিয়মে সে পাল্টা আঘাত নেমে এসেছে। অতএব, এ ব্যাপারে সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

পরিবেশ সচেতনতা: ১১-২-৮৩

সুস্থ পরিবেশ মানুষের জীবনের অন্যতম পূর্বশর্ত। পরিবেশ দূষনের অন্যতম কারণ অজ্ঞতা। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

রাজধানীর পরিবেশ: ১১-২-৮৩

রাজধানীর পরিবেশ দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ধুলো ও ধোয়ার এক পর্দা সারাক্ষণ নগরীর আকাশ আচ্ছন্ন করে রাখছে।

ঢাকা শহরবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে বুড়িগংগা নদীর গুরুত্ব খুবই বেশী কিন্তু যেভাবে এ নদী ব্যবহার করা হচ্ছে তা দেখে সেটা ভাবার কোন কারণ নেই নদ-নদীর পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা অবশ্য রয়েছে। সেটা কতটা নিয়মিত হয় সে প্রশ্নে যা গিয়ে ও বায়ু পরীক্ষার বিষয়টাকে এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ আমরা রাখবো।

জনসাধারণকে পরিবেশ দূষন সম্পর্কে সচেতন করে তোলতে হবে এবং সাথে সাথে জনসাধারণকের বিপদ সম্পর্কে এবং পরিবেশ দূষনমুক্ত রাখার জন্য তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সমুদ্র দূষণ ৪-৫-৮৩

সমুদ্র দূষণ বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে আসছে।

আঞ্চলিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই কেবল পরিবেশ দূষনের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পানি

এক কলসী পানির জন্য : ৫-৫-৮৩

খরার কারণে পানীয় জলের অভাবহেতু এক কলসী পানি আনতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন যশোহর ঝিকরগাছা থানার পাঁচপোতা গ্রামের মরিয়ম বেগম।

গ্রামের মানুষের পানির কষ্ট দুর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদই দিতে হয়।

এ বিষ পান বন্ধ হোক : ৫-৩-৮৩

জল তথা পানির আরেক নাম নাকি জীবন। কিন্তু এ দেশে এই পানি মৃত্যুর ঘাম দুতরুপেই জনমানুষের সামনে নিত্য হাজিরা দেয়।

পরিবেশ দুষন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন হোটেলে পানির নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা পরীক্ষা করে দু'চারটি ছাড়া অন্য সব কটির পানিতে দোষ ধরা পড়ে।

ঢাকা পৌর কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে হালকাভাবে না দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবে এটাই আশা করছি।

ওয়াসার পানির পাইপ : ১৯-৭-৮৩

ভু-গর্ভস্থ পানির পাইপের আয়ু যেখানে ৩০ বৎসর সেখানে ৪৫ বৎসর পেরিয়ে গেছে। এতে করে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের মধ্যে। পানি দুষিত হবার পেছনে শুধু ওয়াসাই একমাত্র নয় সাথে সাথে জনগণও অনেকাংশে দায়ী।

পানি সমস্যা নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে পুরানো ঢাকা এবং মীরপুর মোহাম্মদপুর এলাকার জন্য।

খাবার পানির সংকটে গ্রামের মানুষ : ২৬-৬-৮৩

বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে প্রায় দেশজুড়ে। আর এরই প্রভাবে দেখা দিয় নানা সংক্রামক ব্যাধি। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম এলাকায় খাবার পানি সংগ্রহ : ৩০-৩-৮৩

গ্রাম এলাকায় খাবার পানি সংকট নতুন নয়। নতুনত্ব এখানে, এ সমস্যা সমাধানে যতটুকু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে অব্যবস্থা এমেই তা অকেজো করে তুলছে।

খাবার পানির জন্য শুধু নলকূপ বিতরণের দিকটাই লক্ষ্য না করে সাথে সাথে বিতরণকৃত গুলি সুষ্ঠু তদারকির ব্যবস্থা নেয়া হলে গ্রাম এলাকার জনসাধারণ উপকৃত হবে।

ঢাকায় পানির কষ্ট আর কতকাল : ৫-৬-৮৩

রাজধানীতে পানির কষ্ট লেগেই লেগেই আছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং পানির অপচয় রোধে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হলে পানির সংকট অনেকাংশে লাঘব হবে।

তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি ও তিস্তা বাঁধ প্রকল্প : ২৪-৭-৮৩

তিস্তা নদীর পানির ভাগ নিয়ে সমঝোতার ফলে তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ও কাজের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা দূর হয়েছে।

তিস্তার পানি ভাগাভাগির ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক ফল লাভ হয়েছে তার একটা সুফল ও সদিচ্ছার দ্বারা ~~[illegible]~~ আগামী জে, আর, সি, বৈঠকের উপর ইতিবাচক কিছু প্রভাব রাখতে পারে।

দুষিত পানির সমারোহ : ৪-১০-৮৩

ঢাকা নগরীতে খাবার পানির চাহিদার চেয়ে ~~সরবরাহের~~ সরবরাহের ঘাটতি আছে।

ওয়াসার পানির ~~[illegible]~~ পাইপের নানা সমস্যার কারণে নগরবাসীকে প্রায়ই দুষিত পানি পান করতে হয়।

নগরবাসীদের বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী বাংলার পানি নিয়ন্ত্রনের আবশ্যকতা : ৮-১২-৮৩

পানি নিয়ন্ত্রন সদ্ব্যবহার, সংরক্ষণ ও দূষনমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন আজ সকলের কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

পানির তলায় ফসলী জমি : ১০-১-৮৩

জলাবদ্ধতা ও পানি নিস্কাশনের অসুবিধার জন্য বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজার হাজার একর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে।

দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য পানি নিস্কাশন সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। এবং সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এই দাবী।

পানির সংকটে রাজধানীর : ১১-৪-৮৩

ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় এখন পানির দারুন সংকট চলছে। কারণ পানির সুরনীচে নেমে যাওয়াতে ওয়াসার ১৭টি গভীর নলকূপই এখন অকেজো হয়ে পড়েছে। তাই ভূ-পর্ভস্থ পানির উপর ভরসা রাখতে হবে। ভূ-পৃষ্ঠের পানি শোধন করে তা সরবরাহে ব্যাপক ব্যবস্থা যাতে গড়ে তোলা যায় সে দিকটায় খেয়াল দেয়াই ভাল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রযুক্তি

আনবিক চিকিৎসার সম্প্রসারণ : ৫-১০-৮৩

দেশে আনবিক চিকিৎসা কেন্দ্র কয়েকটি রয়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল।

দেশে চিকিৎসার সুযোগ আছে তাকে তাই প্রয়োজনীয় সরবরাহ দিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বজায় রাখা এক প্রধান কর্তব্য।

এবার ভেরেন্ডা ভাজুন : ২৫-১১-৮৩

নিষ্ফল কাজে লিপ্ত থাকা বোঝাতে ভেরেনডা ও ভেজা ভাজা বলে একটা কথা ব্যবহার করা হয় কিন্তু বর্তমানে গবেষণায় দেখা গেছে সাদা ভেরেনডা থেকে যে তৈল উৎপাদন হয় তা ইন্জিল ব্যবহার এর জন্য ডিজেল থেকে কম নয়।

আমাদের অজ্ঞতার কারণে দেশের অনেক সম্পদ অনাদৃত অবস্থায় ধ্বংস হচ্ছে। এ রকম একটা অবস্থার অবসান ঘটা দরকার।

উদ্বাস্তুদের জন্য সুখবর : ৮-৮-৮৩

পৃথিবীর উদ্বাস্তু সমস্যার একটি সমাধান বের করার জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা চিন্তা ভাবনা করছেন। কেও কেও তাদের মহাশূন্যে পুনর্বাসনের বিষয়টিও নাকি বিবেচনা করছেন।

পৃথিবীতে যে কেবল গড়ে আছে রয়েছে সে গুলোর সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। এবং পৃথিবীটাকে জনসংখ্যার সুষম বন্টনের মাধ্যমে কাজে লাগাতে উদ্যোগী হওয়া দরকার।

কচুরীপানার কথা অমৃত সমান : ২৬-৮-৮৩

কচুরিপানা শুধু আগাছাই নয় এতে অনেক সদগুণ খুঁজে পাওয়া পেয়েছেন জনৈক রসায়নবিদ। অতএব, কচুরিপানার সদগুণগুলো যথাযথ ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হোক তবেই সুফল পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

কলাম্বিয়ার অভিযান : ১২-১২-৮৩

মহাশূন্যে দশদিন সফল পরিভ্রমণের পর মার্কিন নভোখেয়া তরী স্বর্গমিত্র কলাম্বিয়া মর্ত্যে ফিরে এসেছে।

মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের সম্ভাবনা যার মধ্যে নিহিত তাকে অকল্যাণের কোন কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ না নেয়ার কামনাও করি এই অভিযোগের সাফল্যের সাথে সাথে।

চামড়ার মান : ২১-৯-৮৩

প্রতি বছর কোরবানীর সময়ে পচে ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকার কাঁচা চামড়া নষ্ট হচ্ছে। কারণ লবণ লাগানোর কাজটি ঠিকভাবে হচ্ছে না। এবং সংরক্ষণ সংকট।

চামড়া লবণ লাগানো ও সংরক্ষণের জন্য তাই সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

নারকেলের ছোবড়াও ফেলনা নয় : ২২-১০-৮৩

নারকেলের ছোবড়া নানা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের উচিত এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গবেষণার ব্যবস্থা করা।

পোকামারার পানি পড়া : ৫-১০-৮৩

পীর সাহেবদের পড়া পানি স্প্রে মেশিন দিয়ে ক্ষেতে ছিটিয়ে পোকার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে পত্রিকানুরে প্রকাশ।

কীটনাশক পরিবেশগত ভারসাম্য হীনতা সৃষ্টি করেছে তাই কৃষি ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছে অনেকাংশে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

পোকা মারার সেই দেশী পদ্ধতি : ১৬-১০-৮৩

এ দেশে কয়েক কোটি টাকার ফসল প্রতি বছর পোকা নষ্ট করে। যার প্রতিকারের চেষ্টায় প্রতি বৎসর ষাট-সত্তর কোটি টাকার কীটনাশক আমদানী করতে হয়। সে কীটনাশক নিয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশীয় পদ্ধতি পোকা মারার অন্যের ফাঁদ অনেকাংশেই সহজ ফলপ্রসূ এবং কম খরচে হয়ে থাকে এবং পরিবেশ দুষনও কম হয়ে থাকে তাই এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করা প্রয়োজন ।

ফল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করার কাজ : ৩-১২-৮৩

গ্রামের ফল প্রক্রিয়াজাত করা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে দেশের অর্থনীতিতে প্রচুর অবদান রাখবে।

এ ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তিদের শিল্প স্থাপনের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা করা উচিত।

বিজ্ঞান ও জনগণের চাহিদা : ১০-২-৮৩

গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যায় না । এ অভিযোগ করেছেন বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে সমিতির সভাপতি ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী ।

বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও অর্থাভাবে আমাদের দেশে বিজ্ঞান সাধনা সম্ভব হচ্ছে না এটা খুবই দুঃখজনক।

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা হলেই কেবল কৃষি খাত সহ সকল ক্ষেত্রে উন্নতি করান সম্ভব। ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন বিষয়টি বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গবেষণা দেশের বাস্তব সমস্যা সমাধানে নিয়োগ করা উচিত।

বিজ্ঞান ও দেশীয় প্রযুক্তি: ১১-৫-৮৩

দেশীয় প্রযুক্তি উদভাবনের আহবান নিয়ে শুরু হয়েছে জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ।

জাতীয় ক্ষেত্রে সুনির্ভরতা অর্জনের প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এদিকটায় বিশেষ উদ্যোগই আজ প্রয়োজন ।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানী ও স্বাধীন চিন্তা: ২৩-১১-৮৩

স্বাধীন চিন্তা বিজ্ঞানের বিকাশের অন্যতম শর্ত। সমাজকে বহুতর কল্যাণের লক্ষে বিজ্ঞানীকে তার সাধনার স্বাধীন সুযোগ দিতে হবে।

বিষয় টি শুধু ব্যক্তির দিক থেকেই বিবেচনা করলে চলবেনা, সামগ্রিক পরিবেশের ভেতরেই কোন ব্যক্তি পেতে পারে স্বাধীন চিন্তার সত্যিকার সুযোগ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসন

অনিয়মের অনর্থ — ২০-৪-৮৩

পদোন্নতি পেয়েও বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি টি এনড টি বোর্ডের পদোন্নীত ইন্জিনিয়ারদের। বহু দেন দরবার করেও ফল হয়নি।

সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ প্রচুর রয়েছে।

প্রশাসনকে সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে যে সব ক্ষেত্রে অনিয়ম রয়েছে সেগুলোর সন্ধান সঠিকভাবে জেনে প্রতিটি ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতেই পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনিয়মের উৎস: — ১৭-৮-৮৩

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে নানা তদন্ত কমিটি করে রিপোর্ট দেয়া হয়েছে।

চরিত্র সংশোধনের চেষ্টার সাথে সাথে তাই পুরানো ব্যবস্থা পাল্টানোর দিকেও বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

অফিসের সময়সূচী ও সাপ্তাহিক ছুটি — ৯-৫-৮৩

অফিসের সময় সূচী দশটা পাঁচটা ও সাড়ে সাতটা দুটো নিয়ে যে বিতর্ক চলছে তাতে আমাদের মতামত হচ্ছে দশটা-পাঁচটার সময় সূচীর সংগে দু'দিনের সাপ্তাহিক ছুটি যথেষ্ট সংগত।

অমানবিক — ৬-২-৮৩

গত ২৫শে জানুয়ারী সংবাদে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। পত্র লেখিকা ভেলুয়া সুন্দরী মালী জানিয়েছেন যে, ১৯৭০ সালে ১৬ সেসন মোকদ্দমার জেল পলাতক আসামী সুহৃদ মালীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা অনুযায়ী ডবলমুড়িং থানা পুলিশ প্রকৃত আসামীর পরিবর্তে তার স্বামী সুরেশ চন্দ্র মালীকে গ্রেফতার করে। যার ফলে তার পরিবারের নানা দুর্যোগ নেমে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

সুরেশ মালীকে ছেড়ে দেবার পর আবারও তাকে গ্রেফতার করা হয়। একই ব্যক্তিকে কিভাবে দুবার করে ভুল করে গ্রেফতার করা হয়?

এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটেছে তাই আমরা সরকারের প্রতি এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারদিকে নজর দেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এ সাথে সাথে মানবাধিকার সংস্থারও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আকস্মিক সংকটের জের: **২৭-৭-৮৩**

স্ফটিক সোডা ও অ্যালাম – এই দুইটি রাসায়নিক দ্রব্য মজুদ না থাকায় নর্থ বেংগল পেপার মিল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তাতে প্রতিদিন গড়ে ৩৫ টন কাগজ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

ব্যবস্থাপনা ত্রুটিই এই অবস্থার জন্য অন্যতম কারণ। উৎপাদনকে স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠু করে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আসল ঘাপলা কোথায়? **৩-৩-৮৩**

সাতটি জেলা থেকে বাজেট পেশ না করায় পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর অধীনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতা প্রদানে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

এরজন্য মূল দায়ী কারা এবং কিজন্য এমন হয়েছে সেটা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

আসলে অবস্থাটা কি? **১৬-৯-৮৩**

"কাজ বাড়িয়াছে ৫ গুণ" কর্মচারী কমিয়া অর্ধেক ' খুলনা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মচারী সংখ্যা কমে অর্ধেকেরও নীচে নেমেছে।

এই যদি অবস্থা হয় তবে ঐ ঐ বিভাগটি না রেখে পুলিশকে দিয়ে ঐ বিভাগের কাজটা চালালেই হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপেক্ষিত অবহেলিত চালনা: ১৩-৩-৮৩

বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর চালনা তথা মোংলা বন্দর অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে (সংবাদ ৯ই মার্চ,৮৩) পলি জমে নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে পড়ছে, নাব্যতা কমে যাচ্ছে।

আমদানী পণ্যের আশি শতাংশেরও বেশী চট্টগ্রাম দিয়ে আনার নীতি অব্যাহত রাখার ফলে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে হচ্ছে বিভিন্ন দ্রব্য আমদানীর ক্ষেত্রে। এমন নীতি কার স্বার্থে সেটা সরকারকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

একজন পরীক্ষকের অভিযোগ ১৬-১১-৮৩

পরীক্ষার খাতা দেখার পারিশ্রমিক ফল প্রকাশিত হবা পরও অনেকদিন যাবত পরীক্ষকগণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এ কথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানিয়েছেন শিক্ষকের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে এ ব্যাপারে যেন তড়িৎ কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় সে জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

কারফিউ প্রত্যাহার প্রসংগে: ১৬-৬-৮৩

ঢাকাতে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়েছে। কারফিউ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এ বিদায় যেন চিরস্থায়ী হয়। কোন বিভীষিকার স্মৃতি হয়ে তাকে যেন আর ফিরে আসতে না দেখি এটাই কামনা।

গোড়ায় গলদ দুর করতে হবে ১৯-৬-৮৩

আমলাতন্ত্র শুধু সচিবালয়ের চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ নয় তার চরিত্র সরকারী কর্মচারীদের নীচের দিকেও সংক্রমিত।

সাধারণ মানুষের দোর গোড়ায় প্রশাসনের বিরূপটা যেন না পৌঁছে সে জন্য গোড়াতেই তার চেহারাটার পরিবর্তন প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামাঞ্চলের শান্তি শৃংখলা পরিস্থিতি : ১-৫-৮৩

সরকার গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের কাজের জন্য বিশেষ সুবিধা মঞ্জুর করেছেন এই আশায় যে, এই দল তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালন করবে। কিন্তু অপরাধের মাত্রা যে কমে নি, গ্রামের মানুষের নিরাপত্তার আশা যে পূরণ হয় নি। অপ-রাধীদের তৎপরতা দমন করার জন্য যা কিছু করা দরকার পল্লী জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে সরকার, তা করুন এবং সাথে সাথে এই তিন বাহিনীর কর্মতৎপরতার ফলও খতিয়ে দেখা হোকনা।

গ্রাম ও শহরের ব্যবধান : ৪-৪-৮৩

পৌর পল্লী এলাকার ব্যবধান আজকে নয়, কয়েক শতাব্দী আগে সৃষ্টি হয়েছে। শহরের দিকে গ্রামের মানুষের ধাকেলা চলেছে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এইচ,এম, এরশাদ এই বাস্তব অবস্থা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন তাই গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

ছুটির আমেজে অচলাবস্থা : ২৩-৯-৮৩

ছুটির আমেজ কিছুতে কাটতে চাইছেনা বরং বাড়ছে। ফলে ছুটি ছাটার পর অফিস খুললে কর্মচারীদের দেখতে পাওয়া যায় না।

ছুটির আগে পরের বেআইনী অনুপস্থিতির বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেয়া অবশ্যই দরকার।

জেলা প্রশাসনের ভবিষ্যৎ ভূমিকা : ২৯-৮-৮৩

উপজেলাগুলোতে সকল প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু স্থাপন করায় জেলা প্রশাসনের আদি রূপ ও চরিত্র বদল হতে বাধ্য।

কেন্দ্রীয় সরকার ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব জেলা প্রশাসন হাতে রাখার বিষয় বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

টি সি বি'র কর্মচারী ছাঁটাই : ১৪-১০-৮৩

টি সি বি'র কার্যক্রম সংকুচিত করা হয়েছে যার পরিণতিতে আজ তার কর্মচারীদের হতে হয়েছে বেকার ।

চাকুরীচ্যুত কর্মচারীদের অন্যত্র তাদের যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুযায়ী চাকুরীতে নিয়োগ করা যায় সেই উদ্যোগ নেয়া দরকার।

ন' দিনের ছুটি : ১৮-৭-৮৩

এবারে ঈদের ছুটি বিচ্ছিন্নভাবে ন'দিনের হয়ে গেছে যেমন, ছুটি শুরুর আগেরদিন রোববার অফিস ফাঁকা এবং ছুটি শেষ হবার পরেরদিন বৃহস্পতিবার অফিস ফাঁকা।

এমনিতেই অনেক অফিসে ফাইল চলে মন্থর গতিতে সেখানে এমন মিশ্র নিশ্চেষ্টতা যোগ হলে ফাইলের স্তূপ যা জম্মে তা অনুমেয়।

এমন মানসিকতার অবসান সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

নিয়োগের অনিয়মে বিঘ্নিত প্রশাসন : ২০-৩-৮৩

বাংলাদেশ সার্বজনিক সার্ভিস কমিশনের ১৯৮২ সালের রিপোর্টে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নানা অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যোগ্যকে বঞ্চিত করে অযোগ্যকে পোষণ করা হলে প্রশাসনের দুর্বলতা দেখা দেবে, আস্থার অভাব ঘটবে জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থার দায়িত্বভার যে প্রশাসনের ওপরন্যস্ত তার ভেতরে অব্যবস্থা সহ্য করা উচিত নয় কোনোক্রমে ।

তাঁর বাড়ী কোন দেশে ? ২০-৮-৮৩

যশোরের কোর্টচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসারের সংগে লুঙ্গি পরিহিত কোন দর্শক দর্শন পান না।

লুংগি পরা লোকজন যদি তার সাথে দেখা করতে না পারেন তবে পুরো ব্যাপারটা প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ অনুপস্থিতির হিড়িক: ২০-১০-৮৩

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগে প্রায় পৌনে দু'শ কর্মচারী লাপাত্তা হয়েছেন।

অনুপস্থিত কর্মচারীদের হদিস কর্তৃপক্ষ পান নি ভাল কথা কিন্তু প্রায় পৌনে দু'শন কর্মচারীর অবর্তমানে কাজ চলছে কিভাবে?

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিলম্বিত উদ্যোগ: ১২-১১-৮৩

সরকারী নানা সংস্থা থেকে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রীর বিজ্ঞাপন ও খবরাখবর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগের পরিচয় বহন করে ঠিকই কিন্তু কথা হলো এই উদ্যোগ চরম মুহূর্তে কেন।

তার সংকট তীব্র হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া উচিত।

সরকারী কর্তৃপক্ষ সময়কালে সচেতন হলে ব্যবসায়ীরা আর সংকট সৃষ্টি করতে পারছে না।

পথের রোগী: ১৭-১০-৮৩

গত ১৪ই অক্টোবর দুপুরে কাকরাইলে ফুটপাতের উপর এক অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধের করুন মৃত্যু ঘটেছে। এদের ব্যাপারে শেষ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থার পথ থেকে কোন সহযোগিতা না পাওয়া যায় এবং নীরবতা দেখা যায় তবে কিছু প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক।

পদ্ধতিগত জটিলতার পরিহাস: ২০-২-৮৩

সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তদনুযায়ী ব্যবহার মাঝখানে পদ্ধতিগত জটিলতা উন্নয়ন-পন্থানের সকল সৌন্দর্যকেই নির্জিত করে রাখছে।

উদ্যোগের সংগে সংগে বাস্তবায়নের বাধা-বিপত্তিগুলো অপসারিত করার ব্যবস্থাও হওয়া উচিত উদ্যোগের অংগীভূত তাহলে দুয়ারের কাছে এসে ঘুরে যাওয়া সোনালী সুযোগের উন্নয়ন আর তামদি হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সংযোজন সংখ্যা... 378672

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবশালীদের প্রভাবের মহিমা : ১৪-৩-৮৩

প্রভাবশালীদের চক্রের দাপটে অনবরত তছনছ হচ্ছে শেরে বাংলা নগর, মিরপুর লিংক রোডের নক্শা। এ নক্শা বার বার বদল হচ্ছে।

এ ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে প্রতিনিয়তই ঘটছে। প্রভাবের ফলে অনেক পরিকল্পনাই প্রসার লাভ করতে পারে না।

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে শাসকের বদলও একাধিকবার হয়েছে কিন্তু ক্ষমতাবানদের ক্ষতিকর প্রভাব কখনও কাটে নি।

পুলিশ, সরকার ও জনসাধারণ : ৫-২-৮৩

সমাজ জীবনে শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও দুস্টের দমন শিস্টের পালন, তথা অপরাধ দমনে পুলিশের যে অনন্য সাধারণ ভূমিকা রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের দেশে আজো তা হতে পারেনি। এক্ষেত্রে পুলিশের ব্যর্থতাই দায়ী। তার জন্যে অনেক ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করা যায়।

শাসন ক্ষমতায় অধিস্ঠিতগণ কর্তৃক নিজেদের স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার, পুলিশের সাহায্যে দমন নীতি কার্যকর করা চিরাচরিত প্রথা পুলিশকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে রেখেছে।

এই বিচ্ছেদ দুর করতে কেবল তারাই পারেন যারা শাসন ক্ষমতার কর্ণধার।

প্রাণের বিনিময়ে ব্যবসা : ১০-২-৮৩

ক্ষতিকর বলে গত জুলাই মাসে সরকার যে জিনিসের আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন সেই আর, বিড়ি, ডালডা, বনস্পতি নাম নিয়ে বাংলা দেশে আসছে।

নাম বদলিয়ে একটা ক্ষতিকর নিষিদ্ধ দ্রব্য দেশে আসবে সেজন্য সরকারের উচিৎ ছিল তাদের কাজ কারবারের দিকে একটু সতর্ক দৃস্টি রাখা।

পেটের জ্বালায় যাদের খাদ্যাখাদ্য বিচারের শক্তি থাকেনা, তাদের প্রতি সরকারের কর্তব্যবোধ কিংবা করুনার দৃস্টি থাকা উচিত। অপুস্ট দেহীদের জন্য কুখাদ্য ধীরবিষের বিশেষ সামিল।

Dhaka University Institutional Repository

২০ হাজার টিন ডালডা কিভাবে দেশে এল সরকার পাপাচারীদের পাকড়াও করুন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন ।

ফ্রীজ ডিসকাস : **২১-৫-৮৩**

অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী ফাইলে নোটিং এর প্রেক্ষিতে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে "ফ্রীজ ডিসকাস" লিখেই ফেরত পাঠান হয়ে থাকে । ফলে অনেক ফাইল বছরের পর বছর সিদ্ধান্তের অভাবে জমে রয়েছে ।

বিষয়টি সরকারের অবিলম্বে দৃষ্টি দেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি ।

বর্তমান সরকারের শাসনের এক বছর : **২৪-৩-৮৩**

আজ জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এর বর্ষপূর্তি ।

ক্ষমতা গ্রহণের পর বর্তমান সরকার কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে প্রথমতঃ ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ , দ্বিতীয়তঃ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ।

পক্ষান্তরে শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় তিক্ত বিতর্ক । সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বহু প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে ।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের বর্ষপূর্তির দিনে গত এক বছরের কাজের মূল্যায়নের সাথে সাথে এ দেশের ইতিহাসে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ধারা বার বার কেন ব্যাহত হয়েছে তার কার্যকারণগুলো সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা স্থান পাবে । এটা আশা করতে পারি ।

বিকল্প পন্থা খুঁজে ~~বের করতে~~ দেখতে হবে : **৩০-৬-৮৩**

কৃষি উপকরণ এক্ষানুয়ে ব্যক্তি মালিকানা বা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে আসছে । ফলে অনেক কর্মচারীই বেকার হচ্ছেন , এ দিকটা বিবেচনা করা প্রয়োজন ।

Dhaka University Institutional Repository

বিকেন্দ্রীকরণ বনাম কেন্দ্রীকরণ : ১৭-১১-৮৩

সরকার প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন গ্রাম-গঞ্জের মানুষের সুবিধা হবে বলে। কিন্তু শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী মনোভাব যেন ভিন্ন ধরনের। বিশেষ করে শিক্ষা বোর্ডগুলোর ক্ষেত্রে কারণ ৪(চার) টি বোর্ডকে এককবার চিন্তা চলছে।

এতে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে তাই এক্ষেত্রে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

"মেট্রোপলিটান সরকার" প্রসংগে ২০-৫-৮৩

মহানগরীর বিভিন্ন সমাধান ও প্রশাসনিক কাযু সমাধা করার জন্য মেট্রোপলিটান সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সাবাস! বাংলাদেশের বেওয়ারিশ খেঁকি কুত্তা: ১৮-১১-৮৩

পথে ঘাটের পাহারাদার পুলিশ যা করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয় সেখানে পথে ঘাটের বেওয়ারিশ খেঁকি কুত্তারা অন্যায়কারীদের পেছনে ধাওয়া করে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়।

সে ক্ষেত্রে নানা অপরাধ দমনে দেশীয় কুকুর এই প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করলে নানা অপরাধী ধরতে সহায়তা করবে এবং বিদেশে রপ্তানী করতে পারলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সিদ্ধান্ত কে নেবে? ৩০-৫-৮৩

আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তহীনতার কারণে জন্ম মৃত্যুর সার্টিফিকেট কে ইস্যু করবে সাত বৎসরেও তা নির্ধারিত হয়নি।

এর ফলে সাধারণ মানুষ নানা ভোগান্তিতে পড়ছে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও কাজ ৩১-১-৮৩

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আন্তরিকতার সাথে অংশ নিয়ে সরকারী নীতি সঠিকভাবে ও সময় ভাবেও সময়মত বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিবদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে যত বেশী বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হবে কাজের ক্ষেত্রে তত বেশী সুফল আশা করা যায়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার এক্ষেত্রেও কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ কাম্য।

সৈয়দপুরের পরিস্থিতি: **১৪-৬-৮৩**

উল্লিখিত সৈয়দপুর থানা শহরে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। জল্পনা কল্পনার চেয়ে নিরাপত্তাহীনতার এই মারাত্মক অবস্থাটির দ্রুত অবসান ঘটানো-টাই এখন আসল কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

অতিবৃষ্টি ও বন্যার শিকার: ৭-৮-৮৩

শ্রাবনের মাঝামাঝি এসে সত্যিকার অর্থে সারা দেশে শ্রাবন দেখা দিয়েছে। এর ফলে দেশের আবাদী জমির প্রচুর ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

স্থায়ীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রন অথবা খরার মোকাবেলার জন্য সুষ্ঠু ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তবেই এই অবস্থার মোকাবেলা সম্ভব।

খরা ও অকাল বন্যা: ৫-৫-৮৩

দেশের একদিকে চলছে খরা, অন্যদিকে অকাল বন্যা এবং দেখা দিয়েছে ফসল হানির আশংকা।

এর মোকাবেলার জন্য তাই জরুরী ভিত্তিতে প্রস্তুতিই এখন প্রয়োজন।

ঝড়ের পরে: ১৩-৪-৮৩

দেশের প্রায় সর্বত্রই ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টি হয়েছে।

এখন পর্যন্ত শিলাবৃষ্টিতে কী পরিমান ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে, কতজন মারা গেছে, তার পুরো খবর পাওয়া যায় নি।

এসব ক্ষয়ক্ষতির মোকাবেলার জন্য ত্রান ও পুনর্বাসনের জন্য। ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কুসিয়ে নেয়ার জন্য সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়; এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতাকে উৎসাহিত করতে হবে। নতুবা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জটাজালে সব কাজেই বিঘ্ন ঘটতে পারে।

ঝড়ের পরের ছবি: ২৮-৪-৮৩

ঝড়ের পরে বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই, টেলিফোন সারা নেই অর্থাৎ সাংঘাতিক এক অচল অবস্থা নেমে আসে। শুধু ঝড় নয়, বন্যা, বর্ষা প্রভৃতিও নেমে আসে চরম দুর্যোগ। বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুতায়ন প্রকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যাপারে অন্যান্য দেশের ন্যায় আধুনিকিকরণ করা প্রয়োজন তৎসঙ্গে টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থাও উন্নয়ন প্রয়োজন। স্থায়ী সমাধানের স্বার্থে এ লক্ষ্যে সরকার যথোচিত অর্থের যোগান দেবেন এমন আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নদী তীরে অশ্রু ও রক্তপাতের কাহিনীঃ ২৭-৬-৮৩

এপার ভাংগে, ওপার গড়ে এই নদীর এই খেলার সংগে সংগে নদীর তীরবর্তী মানুষের সংসার জীবনেও আসে ভাংগা গড়ার পালা।

এরই ফলে সৃষ্টি হয় নানা সমস্যা যেমন চর দখল। আমরা এই ধরনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই।

নদী ভাংগে ভরাট হয়, ঘাট সরেঃ ২-২-৮৩

নদীর ভাংগন এবং চরা পড়ার ফলে, নদী পারাপারের জন্য এপারের, ওপারের দু'পারের ঘাটেরই স্থান বদলাতে হয়। এতে অর্থ ও সময় দুটোই ক্ষতি হয় যার জন্য চলাচল কারী যাত্রীদের এবং মালচালানে অতিরিক্ত টাকা পয়সা দিতে হচ্ছে।

নদীর নিয়মিত ড্রেজিং ছাড়া এ সমস্যা সমাধানের আর অন্য কোন পথ নেই।

নদীর ভাংগনেঃ ৪-১২-৮৩

সোমেশ্বরী নদীর ভাংগনে ময়মনসিংহ দুর্গাপুর উপজেলার বিরাট এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভাংগন নিয়ন্ত্রন প্রয়াসের সাথে সাথে নদীর সংস্কারের নিয়মিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

বন্যা ও খরার যুগপৎ আক্রমনঃ ২৬-৭-৮৩

বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পর একদিকে বন্যা, অন্যদিকে খরায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এথেকে পরিত্রান না পাওয়া গেলেও একে নিয়ন্ত্রন করার এ চেষ্টা চালাতে হবে বিকল্প ব্যবস্থা খুজে দেখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক সম্পদ

কচ্ছপ ও উট কাহিনী : ১৮-২-৮৩

বিদেশে কচ্ছপের চাহিদা এশ্বশঃ বেড়ে চলেছে। যার জন্যে প্রচুর কচ্ছপ ধরে চালান করা হচ্ছে। ফলে বংশ লোপের আশংকা দেখা দিয়েছে।

সমাজ দরদীদের কেও কেও এনিয়ে চিন্তা করছেন এবং কচ্ছপ সংরক্ষণের উদ্যোগী হয়েছেন।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের মধ্যে যে গুনটির অভাব তা কচ্ছপের মধ্যে যথেষ্টই আছে। যেমন, ধৈর্য শক্তি, দারুন দুর্যোগেও নির্লিপ্ত থাকা এবং বিপদে-আপদে আপন আবরণের মধ্যে গুটিয়ে থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা।

কচ্ছপ সংরক্ষণ করা হলে এদেশের কচ্ছপ মাংস ভোজীদের আমিষ জাতীয় খাদ্যের সংস্থানের সুরাহা হতে পরে। এসব চিন্তা করে কচ্ছপ সংরক্ষণের উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে হয়।

আর একটি দুর্ভাবনা ব্যাপার ঘটে গেছে। এদেশের বহুযুগের বহুযুগের বহুজনের কাছে অতি পরিচিত যে প্রাণী সেই প্রাণী উট। তাদের একটি আমাদের চিড়িয়াখানায় উপহার সামগ্রী হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। সেটি কিছুদিন আগে মারা গেছে।

এ ব্যাপারে আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে উটের মৃত্যুর কারণ কি আরেক সেই মৃত্যু খবর মাস খানেক গোপন রাখা হল।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন : ১-১২-৮৩

এদেশটি আয়তনে ছোট হলেও প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাবনা প্রচুর। তাই খনিজ সম্পদ আহরন ও উন্নয়নে দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে এক্ষেত্রে ব্যাপকতর করা প্রয়োজন।

জবর দখলে বনভূমি : ৩-১১-৮৩

একশ্রেণীর চোরাকারবারীর দৌরাত্মে দেশের বনাঞ্চল এশ্বশঃ উজার হয়ে যাচ্ছে।

বন বিভাগকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে যে সকল আইন রয়েছে তা কার্যকরী করা করা অবশ্যই প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা: ১৭-৮-৮৩

পর্যটন কর্পোরেশন মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা কর্পোরেশনকে আরো বেশী করে নিতে হবে। এবং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

পর্যটন শিল্পের বিকাশ: ১৮-৩-৮৩

বাংলাদেশে বেড়াতে আসার ব্যাপারে উৎসাহী বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে।

তবে এ বৃদ্ধির হারকে অব্যাহত রাখতে পারাটাই আসল কথা।

পাখীরা থাকতে পারছে না কেন: ৫-১২-৮৩

পশুপাখী ধরা ও মারার ব্যাপারে বিধি নিষেধ আমাদের এখানে মানা হচ্ছে না বলে শীতের অতিথি পাখীরা এসে থাকতে পারছে না।

এ ব্যাপারে বন কর্মকর্তারা একটু সজাগ হওয়া দরকার।

মাছ নিয়ে ভবিষ্যৎ ভাবনা: ১২-৬-৮৩

নদীমাতৃক বাংলাদেশে মাছ আর কতদিন সাধারণ মানুষ চোখে দেখবে সেটা ভাবনার বিষয় হয়েই দাঁড়িয়েছে।

মৎস্যসংরক্ষণ নানানীতিমালা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন।

সমুদ্রের সম্ভাবনা: ৩-১০-৮৩

সমুদ্র আমাদের জন্য সম্পদের যে ভান্ডার রেখেছে তা সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও আহরণের দায়িত্ব যেমন বিরাট তেমনি তাকে দূষনমুক্ত রাখার দায়িত্বটাও কম বড় নয়।

Dhaka University Institutional Repository

পৌরসভা

কারো খেয়াল, কারো বিড়ম্বনা : ৯-৪-৮৩

ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের খেয়াল খেলা খেলছে বলে প্রায় এককোটি টাকা= পরিবার ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদের মুখে এবং অনিশ্চিত অবস্থা মধ্যে পড়েছে। আর কর্মচারীরা হচ্ছে খাড়ুদার। খাতা= পত্রিকায় গত ৫ই এপ্রিল এই দুর্গতির কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

এদের জন্য অনেক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন বাতিল করা হয়েছেই কেবল আজ পর্যন্ত তাদের মধ্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয় নি।

জলাতংকে নতুন আতংক : ২৩-৩-৮৩

"সংবাদ"-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দেশে পলাতক রোগের প্রকোপ বেড়েছে।

এ দেশে জলাতংক ছায়ায় প্রধমতঃ কুকুর। এদের দমন করার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই। পৌর কর্পোরেশন বিনা লাইসেন্স কুকুর বিরুদ্ধে= পোষা, শর্ত লংঘন প্রভৃতি বেআইনী ব্যাপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এমন কি এ সম্পর্কে হুশিয়ারী পর্যন্ত দিতে তারা পারে না

আশা করি, । কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষের জীবনে এই উপদ্রব দুর করতে উদ্যোগী হবেন।

দুই রকম ঢাকা ৩০-৭-৮৩

ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন_ সুন্দর বলে বর্ণনা করেছেন অনেক বিদেশী। যে অংশটুকু শহরের প্রাণ কেন্দ্র অবস্থিত অফিস এলাকা এবং উত্তর-পশ্চিম অংশের অভিজাত এলাকায় উল্লেখিত অংশের বাইরে ঢাকার যে করুন অবস্থা তা ভাবা যায় না।

এই ব্যবস্থা দুরীকরণের জন্য ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রুক্তি= সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন।

পৌর জীবনের এক মহা অনর্থ : ২০-১২-৮৩

বেওয়ারিশ কুকুর= কুকুর পৌর জীবনে একমহা অনর্থ কান্ড ঘটায় তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কখনো বলেও বুঝানো যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ রাখা হচ্ছে ।

মশার বিরুদ্ধে তৃতীয় দফা : ১১-৩-৮৩

মহানগরীতে মশার উপদ্রব ভয়ানক বেড়েছে। শহরের কোন এলাকা বাদ নেই সব এলাকায়ই চলছে মশার এবচেটিয়া দাপট ।

টাকা খরচ হচ্ছে অঢেল অথচ কাজ হচ্ছে না সময় মত না হওয়ায় । তাই পরিকল্পনা যাই নেয়া হোকনা কেন একটু বুঝে শুনে নেয়া হোক।

মহানগরীর অবহেলিত এলাকা : ২৬-৪-৮৩

পৌর কর্পোরেশন তথা অনেক এলাকার লোকজনই আছেন যারা পৌরকর দিয়ে থাকেন কিন্তু পৌর সুবিধাভোগ করতে পারেন না।

আশা করবো পৌর কর্পোরেশন ন্যূনতম নাগরিক সুযোগসুবিধা এবং নাগরিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার বিধি বিধানের নিশ্চয়তার প্রতি কিছুটা অন্ততঃ নজর দিবেন ।

মহানগরীর মহাজঞ্জাল : ২৫-৩-৮৪

রাজধানী ঢাকা নগরীতে নাকি দৈনিক প্রায় ষোল হাজার মন করে জঞ্জাল আবর্জনা জমে । এই জঞ্জাল সরানোর ব্যাপারে যথেষ্ট অনিয়ম রয়েছে। আবর্জনা অপসারনের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়টা নাগরিকদের কাছে বড়ই দুঃসহ ঠেকে।

রাজধানীর আবর্জনা কুণ্ড : ৩০-১-৮৩

রাজধানীর ময়লা আবর্জনা এমন ভাবে ফেলা হয় যে, হাঁটা-চলা পর্যন্ত মুশকিল হয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে পৌর কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকবৃন্দ উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব রয়েছে এবং তা যথাযথ পালন করা উচিত ।

Dhaka University Institutional Repository

বনসম্পদ

উজার বনভূমি : ৫-৩-৮৩

প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে পুরোপুরি বিনষ্ট করে আমাদের বনাঞ্চলকে উজাড় করার অব্যাহত গতিতে চলছে বলেই মনে হয়।

চোরাকারবারীরা কাজ করছে সংঘবদ্ধ দল হিসাবে।

প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা থাকলে এমন দিগ্বিজয়ীরূপে চোরকারবারীরা আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেত না।

এ ব্যাপারে বন বিভাগ আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে দ্রুত এগিয়ে আসবেন আমরা শুধু তাই আশা করতে পারি।

আইনটি লংঘিত হয়ে বলেই তোর : ২৭-৬-৮৩

আবার প্রচুর পরিমান নিষিদ্ধ বন্য প্রাণীর চামড়া ধরা পড়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে।

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার দিক বিবেচনা করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং আইন অমান্যকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করা প্রয়োজন।

উজার শালবন : ২-১০-৮৩

জ্বালানীর অভাবে দিনাজপুরে শালবন উজাড় হতে চলেছে। এর বেশীর ভাগই ব্যবহার হচ্ছে ইট পোড়াতে।

তাই উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনাকে সমানে রেখে সাময়িক বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

উপকূলীয় বনায়ন ১৫-৮-৮৩

বাংলাদেশে উপকূলীয় বনায়নের সুফল ইতিমধ্যে পাওয়া শুরু হয়েছে।

এ জাতীয় অন্যান্য প্রকল্পের সাফল্য সম্পর্কে আমাদের আশাবাদী ও উৎসাহিত করতে পারে।

এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটেছে : ২৬-১১-৮৩

কেবল কাঠ কয়লা বানানো নয়, কাঠের ব্যবসা চালানোর জন্য চোরাকারবারীরা যে বেআইনীভাবে বেধড়ক গাছ কাটছে সে খবরও প্রায়ই পত্রিকায় বের হয়।

বেআইনী কাঠ শিকারদের দৌরাত্ম্য রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

কাঠের সংকট : ৩-৬-৮৩

ব্যাপক অনাচারের ফলে দেশে যেভাবে বৃক্ষ শূন্য হতে চলেছে তা বন্ধ করা না গেলে অঞ্চল বিশেষে মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার আশংকা দেখা দেবে।

এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

ঘড়িয়াল এখন চিড়িয়াখানায় : ৩-২-৮৩

ব্রহ্মপুত্র নদে জেলেদের জালে ধরা পড়ার পর শেষ পর্যন্ত ঘড়িয়ালটার নসিবে এখন আশ্রয় জুটেছে মীরপুর চিড়িয়াখানায় একে দেখতে প্রচুর ভীড় হয়েছে।

সুস্থ দেহে বহু পশু-পাখী মিরপুরের পশু প্রজনন শালায় এসেছে। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় বেশীদিন তারা থাকতে পারেনি। স্থায়ী অবস্থানের সুযোগ হয়েছে মনের পর।

বিরল প্রজাতী বলে উৎকণ্ঠা বেশী কারণ ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের কয়েকটা নদীছাড়া পৃথিবীর আর কোন নদীতে ঘড়িয়ালের বাস নেই।

বিরল প্রাণী বলে একে রাজধানীতে না এনে একটু গভীর পানিতে যদি তাকে ছেড়ে দিতেন তবে তার ও তার স্বজাতীর প্রতি অধিকতর সুবিচার করা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

ঘড়িয়ালের বংশ কি লোপ পাবে : ১৪-১২-৮৩

বাংলাদেশ তার বৈশিষ্টময় প্রজাতি ঘড়িয়াল হারাতে চলেছে।

যেখানেই ওরা থাকুক না কেন, অনুকূল পরিবেশে ওদের সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রচেষ্টা নিতে হবে।

জলপাই রঙের কচ্ছপ ও অন্যান্য বিরল প্রাণী : ৩০-১০-৮৩

এদেশের বন্যপ্রাণী অর্থাৎ মুক্ত পরিবেশে বিচরণ কারী পশু পাখী ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা একের পর এক দ্রুত বিলুপ্তির পথে।

এদের সংরক্ষণের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে তোলতে হবে এবং সরকারী ভাবে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দুর্লভ প্রাণী সম্পদ বাঁচাতে হবে : ১০-৭-৮৩

আমাদের দেশের অনেক দুর্লভ প্রাণী আমাদের দুরদর্শিতা ও সচেতনতার অভাবেই প্রায় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশ অনেক প্রাণীর দিক থেকে দরিদ্র হয়ে পড়বে। প্রাণী জগতের ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন মানুষের স্বার্থেই।

এমন ধরনের অবস্থায় আমাদের যাতে না পড়তে হয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখন থেকেই নেয়া প্রয়োজন।

প্রচার ও কাজ ২২-৬-৮৩

বন্য রোপন অভিযানকে সফল করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার করার বেশ কিছু দিন পরও অনেক নার্সারীতে চারা পৌছায় নি।

প্রচারনার পাশাপাশি বাস্তবায়িত করার প্রয়োজন নি :সন্দেহে আরো বেশী।

যাবজ্জীবন নি:সংগ কারাবাসে : ২৬-৫-৮৩

মিরপুর পশুশালার একমেব বন্দী 'রাজা' সবেধন নীলমনি রয়েল বেংগল টাইগারের ভাগ্যে গত দশ বছরের মধ্যে কখনো সংগিনী জোটেনি। তার মূল ইচ্ছার অভাবই প্রকট।

Dhaka University Institutional Repository

বন্য প্রাণী সংরক্ষণের কর্ম ও ব্যবস্থা : ২৬-২-৮৩

এ দেশের অরন্য চারী প্রাণীকুল এর ক্ষয় লক্ষ্য করেই সম্ভবত সরকার তাদের সংরক্ষণের নুতন পথ ধরেছেন।

বাংলাদেশের বনভূমির এক্ষ সংকোচনই বন্য প্রাণীদের জীবন সংশয় সৃষ্টি করছে।

নাচার অবস্থার মধ্যে অরন্যের স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে পশুশালার কৃত্রিম পরিবেশে এনে তাদের সংরক্ষণ করা যায় কিন্তু তার আগে পশুশালার প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রয়োজন। কৃত্রিম পশুশালায় সে রকম পরিবেশ নাই।

তাই অরন্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা সরকার জোরদার করুন।

বাঁশের অভাবে : ২৬-৭-৮৩

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বাঁশের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে।

বাঁশ ব্যবহার পরিকল্পিতভাবে হলে এর অভাব হওয়ার কারণ নেই।

এ দিকটায় সংশ্লিষ্ট বিভাগকে একটু বেশী লক্ষ্য দিতে বলবো।

বৃক্ষ সম্পদের ক্ষয় নিবারণের জন্য : ১০-৮-৮৩

দেশে যে পরিমান গাছপালা লাগানো হয় তার থেকে বেশী ক্ষ গাছ কাটা পড়ে। বৃক্ষ নিধন ব্যপক আকার ধারণ করেছে।

এই মারাত্মক অবস্থার প্রতি আমরা ক বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

বন্যা

ঢাকায় ভেনিস নগরীর দৃশ্য : ১-৮-৮৩

বৃষ্টির দিনে জলময় পথের কারণে ঢাকাকে প্রাচ্যের ভেনিস বলা চলে।

এমনিতে ঢাকা ডুবছে, আরো ডুববে যদি বৃষ্টির পানি তাড়াতাড়ি সরানোর পথ জরুরী ভিত্তিতে না করা হয়।

বন্যায় ফসলের ক্ষতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা : ২-১০-৮৩

বন্যায় ফসলের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা কৃষকের জীবনে যেমন সংকট সৃষ্টি করবে তেমনি আমাদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বেশ নীচে থাকবে।

তাই ফসল পুনর্বাসনের সমন্বিত ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।

বন্যাই কি মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ : ৫-১১-৮৩

কর্তৃপক্ষ মূল্যবৃদ্ধির বাস্তব সব কারণে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বন্যাই মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয় আরো কারণ থাকতে পারে সেটাই বুঝবার চেষ্টা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

বন্যা পরিবর্তী বিপদ : ১-৯-৮৩

দেশের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে কিন্তু নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে যেমন না রোগ-জীবানুর আক্রমন ও পানীয় জল।

বন্যার পানি সবার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কে সচেতন ও উদ্যোগী হয়ে উঠতে হবে।

বন্যা পরিস্থিতি ও ত্রাণ তৎপরতা : ১২-৫-৮৩

বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান যা দাঁড়িয়েছে তা অপূরণীয় এবং সাথে রয়েছে ত্রাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা।

Dhaka University Institutional Repository

ভাংগনের মুখে : ১০-৪-৮৩

সুরমা নদীর ভাংগনের ফলে ৫টি গ্রাম বিলীন হওয়ার আশংকা। খবরটি দেশের চিরাচরিত সমস্যাকে নতুন করে স্মরণ করিয়েদেয়। সমস্যাটি কেবল বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়, নদী মাতৃক বাংলাদেশে ভাংগন চিরাচরিত ব্যাপার।

নদীর ভাংগনের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা দিন দিন বাড়ছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পুরনো পদ্ধতির কারণে নদীর ভাংগন রোধের প্রা. প্রকল্পই বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। আর যতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে অভিযোগ প্রচুর।

রাজধানীতে জলাবদ্ধতা : ২৬-৮-৮৩

একটু বেশী হলেই পুরনো ঢাকার একাংশ এবং নগরীর অন্যান্য নীচু এলাকাগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। যার জন্যে প্রচুর জানমালের ক্ষতি হয়।

সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবই এসবের অন্যতম কারণ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে [illegible] দেখা প্রয়োজন।

স্থায়ী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের হাল :

এখন দেশের বিভিন্ন স্থান বন্যা কবলিত। লোকের সাহায্য আশ্রয় প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

অধিকাংশ আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর অবস্থাই নাজেহাল।

স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর দুরবস্থা বিবেচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি।

Dhaka University Institutional Repository

বাসস্থান

আবাসিক এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য : ৮-১০-৮৩

গুলশান বনানীর এলাকায় ডি,আই,টি, সিদ্ধান্তকে অমান্য করে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারটা আসন গেড়ে বসলে বছর কয়েক বছরের মধ্যে কি হাল হবে তা অনুমান করা কঠিন।

এজন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা কড়াকড়ি ভাবে পালনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আর একটি উপ-শহর : ২২-৯-৮৩

মীরপুর ব্রীজের দক্ষিণে পাশ থেকে কামরাংগীর চর পর্যন্ত আর একটি উপশহর গড়ে তোলা স্কীম গ্রহণ করেছে ডি,আই,টি।

রাজধানীর আবাসিক সংকট সুরাহার এই উদ্যোগ যাতে প্রকৃত ভুক্তভোগীদের উপকারে আসে সেজন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

নগরীর আবাসিক সংকট : ৩১-৮-৮৩

জনসংখ্যার কারণে ঢাকা শহরে আবাসিক সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে এক দারুন আকার ধারন করেছে অপরিকল্পিত নগরায়ন এক্ষেত্রে এক বড় বাধা।

সুষ্ঠু এবং ফলপ্রসু পরিকল্পনা নিয়ে নগরায়ন করা হলে আবাসিক সংকট কমানো সম্ভব।

বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রন ও কঠিন বাসস্থান সমস্যা : ১০-১২-৮৩

শহরাঞ্চলে যাদের বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হয় তাদের সমস্যা প্রতিকারহীন অবস্থায় দিন দিন বেড়েই চলছে।

বর্তমানে বাড়ী ভাড়া নিয়ে যে দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে দ্রুত সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্প ব্যয়ে বাড়ী তৈরী : ৫-১১-৮৩

জনবহুল এদেশে মানুষের খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থানের সাথেই অপরিহার্য হয়ে আসে পরিকল্পিত গৃহসংস্থানের প্রশ্ন। আর এই ব্যয় কম না হলেই নয়।

শুধু শহর এলাকায়ই নয়, গ্রামেও তেমনি পরিকল্পিতভাবে আবাসনের ব্যবস্থা না হলে মারাত্মক সংকট অনিবার্য।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যুৎ

অন্ধকার কর্তন : ১৩-১১-৮৩

এ যাবতকালের সর্বোচ্চ লোডশেডিং হয়েছে গত মংগলবার যার পরিমান ১৩৫ মেগাওয়াট। কারণ অর্থনি যান্ত্রিক গোলযোগ।

বিদ্যুৎ ঘাটতি পুরণের জন্য কর্তৃপক্ষকে ই নিতে হচ্ছে লোডশেডিংয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ রেশনিং এর ব্যাবস্থা। বিদ্যুৎ এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মত করার প্রয়োজন।

বিদ্যুতের পুর্ব পশ্চিম আন্তঃসংযোগ : ২-২-৮৩

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পুর্ব পশ্চিম আন্তঃসংযোজ এ মাসের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হবে বলে জানা গেছে। যার ফলে পশ্চিমাঞ্চলের উৎপাদনের ভোগান্তি এবং সরবরাহ ও বিতরণের অনিয়ম কমবে।

উদ্বোধনের পর পরই প্রশাসনিক নানা জটিলতার জন্যে লাভজনক প্রকল্পগুলো লোকসানের শিকার হচ্ছে এবং ভোগান্তির শিকার হচেছ গ্রাহকবৃন্দ। আন্তঃসংযোগ এর পাশাপাশি প্রয়োজন সুষ্ঠু বন্টন ও সুষ্ঠ বিতরণ তবেই আমাদের সুফল বয়ে আনবে এবং সরকারের লোকসান ও গ্রাহকদের ভোগান্তি কমবে।

বিদ্যুৎ চুরি : ১৬-১২-৮৩

শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিনব উপায় বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে।

রাজধানীতে বিদ্যু সরবরাহ ব্যবস্থা সুষ্ঠু করে তোলার স্বার্থেরই এ চুরির রাস্তা প্ররোপুরি বন্দের ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দুঃসহ সহিষ্ণুতা : ১৩-৬-৮৩

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নানা সমস্যা নিয়ে পত্রিকাতে প্রচুর লেখা হয়েছে কিন্তু এ ভোগান্তি কমেনি। সুষ্ঠ সরবরাহ নিশ্চিত করতে দুর্নীতিকে দমন করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষন নিয়মিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যুতের জন্য টাস্কফোর্স : ৯-৮-৮৩

বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রতিটি শহরে টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই গ্রাহকসাধারণকে এ দুর্ভোগ থেকে রক্ষা সম্ভব। এবং এই জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মীর ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কবলে : ২০-৮-৮৩

অপরিমিত ও অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে এক সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

যন্ত্রাংশের অভাব ও পর্যাপ্ত সংখ্যক কারিগরি প্রশিক্ষণ পাওয়া কর্মীর অভাব বিদ্যুৎ ভ্রান্ত ব্যবস্থার নানাত্রুটির জন্যে দায়ী।

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে জেনারেটর আমদানীকে অবাণিজ্যিক বলে গণ্য করতে হবে। তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঝামেলা শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থের কারণ হয়ে দাড়াবে না।

পল্লী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দুর্ভোগ : ২৪-১০-৮৩

বিদ্যুৎ গ্রামে গেছে সংগে সমস্যাও নিয়ে গেছে। জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে বিদ্যুৎ গ্রামে গেছে তাকে অবশ্যই বিভ্রাটমুক্ত রাখতে হবে।

লোড-শেডিং এর সমস্যা : ২-৯-৮৩

লোড শেডিং এর জন্য চাহিদার তুলনায় সরবরাহের স্বল্পতা এবং অপব্যবহার ও অপচয় দায়ী।

লোড শেডিং এর ফলে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে হচ্ছে সমাজের নানাশ্রেণীর লোক।

আমরা অনুরোধ করব আশু কোন ব্যবস্থা নিতে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা

অসংগতি : ৯-৮-৮৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রী হলের নানা সমস্যা সম্পর্কে চিঠি লিখেছেন। তারমধ্যে অন্যতম ৪০০জন ছাত্রীর জন্য ২০টি প্লেট।

এই সমস্যা মূলতঃ অর্থের কারণে নয়। দায়িত্ব প্রাপ্ত লোকজনদের অসংগতির কারণে এমনটি হয়েছে।

আবার বাংলাদেশ বেতার হতে ক্ষতি কি? ১৩-২-৮৩

স্বাধীনতার পর আমাদের কোন সরকারই বাংলা ভাষার কাজকর্ম চালাবার দাবীটা অস্বীকার করেন নি। বরং কখনও কখনও তারা আগ বাড়িয়ে জোড়ে সোরে এই প্রস্তাবটি দিয়েছেন।

কত লেখালেখি, বক্তৃতা বিবৃতি জড়ো হল বাংলা দেশ বেতারের ইংরেজী নাম দেয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন ফলই হলনা। যারা আজ শহীদ মীনারের অর্থ বের করে নাউজুবিল্লাহ বলেন। ঠিক তারাই ৭১এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। "সর্বস্তরের বাংলা ভাষা চালু কর" শ্লোগান যখন সবাই দিচ্ছেন, তখন তা কাজে পরিণত করতে বাধাটা কোথায়। সে কথা স্পষ্ট কেউ বলেন না। তবে শুরু হোক বাংলাদেশ বেতার থেকে ইংরেজী পোশাকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে।

আবর্জনায় বিপর্যস্ত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা: ১১-১০-৮৩

আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে এবং অবলীলায় নর্দমায় আবর্জনা ঢালার বদ-অভ্যাসটি পুরোপুরি বন্ধ হতে হবে। এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি কিছু বিধি নিষেধ আরোপ ও তো কার্যকর করার জন্য কড়া ব্যবস্থারও প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ইজারা দারের দৌরাত্ম্য : ১০-১-৮৩

ইজারাদারদের দৌরাত্ম্যের নানা অভিযোগ প্রায়ই সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাতে ঘটনার হেরফের ঘটেনি।

বিভিন্ন হাট-বাজারে যে অব্যবস্থা চলছে তার প্রতিবিধান এ কর্তৃপক্ষ এগিয়ে যাবেন বলে আমরা আশা করছি।

ইন্টারভিউ - ব্যবস্থা প্রসংগে : ৪-১১-৮৩

ইন্টারভিউতে প্রথম কিস্তি চাকরিতে ফেল। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। কারণ ইন্টারভিউ ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে একে অপব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। যার বিষময় ফল ভোগ করতে হচ্ছে সমাজকে তাই বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

উচ্ছেদ প্রসংগ - পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাই : ১৫৬-৮৩

শহরে বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদ অভিযান চলছে। এর পরিনামে বহু গরীব গৃহহারা হয়ে পথে দাড়াবে। বাসস্থান সংকট তীব্রতর হয়ে উঠবে।

সরকারের নিকট মানবতার খাতিরে এবং সমস্যার পটভূমিতে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাই।

এদের কথা আর একবার ভাবুন : ২৫/৫/৮৩

তৃতীয় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী প্রভাষকবৃন্দ নানা সমস্যায় ভুগছেন বিশেষভাবে পদোন্নতির সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এদের অবদানের বিষয়টি স্মরণে রেখে রীতিনীতি কিছুটা শিথিল করা যায় কিনা সরকার ভেবে দেখতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

এমন পাইকারী বদলী কেন ? ১১-১১-৮৩

ব্রিটিশ আমলে সরকারী কর্মচারীদের বদলির যে নীতি অনুসরণ করা আমাদের স্বাধীন দেশেও সেই নীতি মোটামুটি বহাল রেখে রয়েছে।

বার্ষিক পরীক্ষার আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকা বদলির ফল ভাল নয় বলেই সাধারণের ধারনা।

ছাত্রদের বিষয় বিবেচনা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাইকারী বদলী বন্ধ করা প্রয়োজন।

এমন প্রশিক্ষণের সুফল কোথায় ? ১৬-১১-৮৩

যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর কর্তৃক চালু প্রকল্প গুলোর কোন সুফল আজও দেশবাসী পায়নি। কারণ এসব প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকদের আজ খুজে পাওয়া যাচ্ছেনা বললেই চলে।

দলীয় প্রশ্ন বাদ দিয়ে সকল যুবকদের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকার বিদ্যালয় এর ব্যবস্থা করুন।

ওষুধের বাজার দর : ৫-৪-৮৩

জীবন রক্ষাকারী কয়েকটি দেশী বিদেশী ওষুধের দাম শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৩০০ ভাগ বেড়েছে।

সরকারী ওষুধ নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সৃষ্ট জটিলতা এবং এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর কারসাজি দুটোই এ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী।

কাগজের সংকট দুর করার জরুরী ব্যবস্থা চাই : ১১-১২-৮৩

মাস দুয়েক যাবৎ কাগজের অভাব চলছে। এবং কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নানা যায়গায় বিভিন্ন সংকট দেখা দিচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ ছোটদের সুবিধার জন্য বাধা দরের উপরে কাগজ বিক্রির বন্ধের ব্যবস্থা করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

কান্না হাসি মেশানো এবারের পৌষ : ১২-১-৮৩

কথায় বলে " বারো পৌষ মাস, বারো সর্বনাশ।" কথাটা বলে যাচ্ছে এবারের পৌষে।

এবারের পৌষে যেমনি ভাবে বাজারে প্রচুর শাক শবজি ও মাছ মাংসের আমদানী বেশী হয়েছে আর সুধ অর্থাৎ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরে অন্ন বিস্তর যেমনি ভাবে পৌছেছে তেমনি কষ্টের কামড় খাচ্ছে অনেকে। বিশেষ করে চিটামাটি হীন গরীব জনসাধারণ যাদের আশ্রয় গাছতলা অথবা ফুটপাত।

প্রতিকুল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যেও তাদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য অনুরোধ করব।

ঘরে-বাইরে : ২৪-২-৮৩

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক লেখায় বলেছেন যে, বিদেশে বাংগালী বড়ই সুজন ঠিক সেই ধরনের একটি কথা বলেছেন "খ" অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক "বাংলাদেশীরা অলস, কর্মঠ হয়েও দেশে কাজ করতে চায় না, অথচ বিদেশে গিয়ে ১৪ ঘন্টা পরিশ্রম করতে পারে। এ ধরনের নানা বক্তব্য রয়েছে নানা সুধীজনদের।

সেখানে কাজ করতে হয় কারণ কাজ করার উপর চাপানোর উপায় নেই।

দেশে কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ এবং সর্বোপরি শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের সনাতনী দৃষ্টি ভংগী পরিবর্তন না হইলে আচার আচরণ ও কর্মবিমুখতার অপবাদ ঘুচবার নয়।

ঘড়িয়ালের এমন মৃত্যু কেন ? ১৪-২-৮৩

চিড়িয়াখানার নতুন অতিথি ঘড়িয়াল আর নেই গত বুধবার রাত প্রায় এগারোটায় সময় তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে।

মীরপুর পশুশালার যা অবস্থা ব্যবস্থা তাতে সেখানে যে সব প্রাণী বাস তাদের আয়ু সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন লংঘন, দুর্লভ= বিরল প্রাণী ধ্বংস এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি বহু দোষে দোষী।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ "ঘড়িয়াল" ব্রহ্ম সংরক্ষণের ব্যাপারে ঠিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে পারেন নি।

এর সার্বিক দিক বিবেচনা করে যদি সঠিক ব্যবস্থা নেয়া হত তাহলে হয়ত তাকে অপমৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হত না।

টি,সি,বির রিওস্তা : ১১-৮-৮৩

আমদানী যোগ্য পন্য কয়েক দফায় কমিয়ে দেয়ায় এর আয় এখন এমন এক পর্যায়ে নেমে এসেছে যে, এই প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

আমদানী যোগ্য পণ্যের বাজার দরে মোটামুটি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু ভূমিকা টি,সি,বি, রেখেছে।

টি,সি,বি, যে কিছুটা হলেও ভরসা তা থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করার পূর্বে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

টেলিফোনের সুদিন গ্রাহকদের নয়। ২০-৬-৮৩

টেলিফোনের নানা আয়ের পথ সুগম হওয়াতে টেলিফোনের সুদিন চলছে। কিন্তু টেলিফোন সার্ভিস এর নানা সমস্যার কারণে গ্রাহকরা বেশ অসুবিধার সম্মুখীন। টেলিফোন কর্তৃপক্ষ কেবল পয়সা কামানোর ফন্দি ফিকিরে না থেকে তাদের সার্ভিসেস উন্নতি ঘটাক এটাই আমাদের বক্তব্য।

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন ও সড়ক নিরাপত্তা : ২২-৪-৮৩

রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে 'ট্রাফিক নিরাপত্তা শিক্ষা পক্ষ' পালন করে নাগরিকদের রাস্তায় যানবাহন চালানোর নিয়ম কানুন ও চলাফেরা করার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু এই শিক্ষা আমাদের কোন কাজেই আসছে না। তার প্রমাণ সম্প্রতি কালে পত্র/পত্রিকায় দুর্ঘটনার সংবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক যানবাহন চালকের ডাক্তারী পরীক্ষার পাশাপাশি তাদের প্রয়োজনীয় আইন কানুন সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান আছে তা ও বিবেচনা করে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া প্রয়োজন। তৎসাথে রিক্সা সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান করতে হবে।

তিন ব্যর্থ প্রকল্প সমাচার: ২৫-৪-৮৩

লাখ টাকা খরচ করার পরে যশোর জেলার ঝিনাইদহ থানার অন্তর্গত বিষয়খালী চুটকে সেচ প্রকল্পটি ফেলে রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি চালু হওয়ার আশা নেই। সেচ খাল সংলগ্ন আরও দুটি প্রকল্প বাতিল হয়ে গেছে।

সরকারকে প্রকল্পের গলদ দূর করতে ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

দায়সারা কাজের ধারা-১ ২১-৭-৮৩

শুধু একটি যোগের ভুলের কারণে পাবনা জেলার ২৩টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রান্ট-ইন-এইডের টাকা তুলতে পারে নি।

ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দায়সারা কাজের একটি দৃষ্টান্ত। ভুলটি অনভিপ্রেত ও গুরুতর কারণ পেমেন্ট অর্ডারের উপর একে একে চোখ বুলিয়ে স্বাক্ষর দিয়ে গেছেন ঠিকই কিন্তু ভুলটি কারো নজরে পড়েনি।

পরিচালক-ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সমূহের এ ধরনের গাফিলতি এবং তার পরিনামে জনগণের ভোগান্তি নতুন কিছু নয়।

দেশের মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা কৈ কি? ১৫-১-৮৩

একই কর্মস্থল, যোগ্যতা ও দক্ষতা সমান তবু দেশের মানুষ যারা তাঁদের বেতন ও ভাতা বিদেশীদের অর্ধেকেরও কম এমন আচরণ কেবল শিপিং কর্পোরেশনের অফিসারদের বেলায় ঘটছে। বিদেশের প্রতি অন্ধ মোহে আবিষ্ট হয়ে আছেন আমাদের উচ্চমহল তাদের কর্মস্থলে দেশের মাটি ও উৎপন্ন সামগ্রীর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব বয়ে চলে।

এ ভাব এবং দৃষ্টিভংগি বদলাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নষ্টের আরেক দৃষ্টান্ত : ১৯-২-৮৩

কথায় বলে "কোম্পানীর মাল দরিয়ায়মে ঢাল" । আমাদের দেশে সেই অবস্থা। রাষ্ট্রীয় তহবিলের টাকায় মাল দেশ-বিদেশ থেকে কিনে আনা হয় দেশের কাজকর্ম ও জনসাধারণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। সে প্রয়োজন ত মিটেইনা উল্টো পুরো টাকাই পচ্ছা যায় মাল নষ্ট হওয়াতে। এই পচ্ছা যায় দেশের জনসাধারণ এর উপর দিয়েই।

রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলি বন্টনের অব্যবস্থার জন্যই সাধারণ এমন হয়ে থাকে।

নষ্টের ক্ষতি রোধ করার জন্য সরকার যাহোক একটা ব্যবস্থা অবিলম্বে নিন।

পথের বাধা দুর করতে আরো কিছু চাই : ২২-১২-৮৩

নগর পুলিশ কর্তৃপক্ষ রাজধানীর সড়ক পথে চলা চলের বাধা দুর করতে তৎপরতার পরিচয় দিচ্ছেন।

রাস্তায় রাস্তায় রিক্সার স্ট্যান্ড ঠিক করে দিয়ে স্ট্যান্ডের বাইরে খালি রিক্সার ঘোরাঘুরি বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হলেও রাস্তার ঝামেলা অনেক কমতো।

পাওনা আদায় : ১৩-৮-৮৩

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তিনটি সংস্থার কছ থেকে তিতাস গ্যাস কোম্পানীর প্রায় পাওনা আদায়ের যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা দুষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

দেনা পাওনার ব্যাপারটা পরস্পরে বসে সমঝোতা ফয়সালা করে নিলে তো এ ঝামেলা দেখা দেয়না।

পেনশন ব্যবস্থার ঘুর্ণিপাক : ২৩-১০-৮৩

পেনশন ব্যবস্থার ঘুর্ণিপাকের ফলে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের বেশ কিছু বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও পেনশন মিলছেনা বিভিন্নজনের এমন হবে কেন ?

বর্তমান সরকার অনেক আরাম পথ সোজা করার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এই পেনশন ব্যবস্থার জটিলতা দুর করে অবসর ভোগীদের একটু সুস্থি কি এ সরকার দিতে পারেন না ?

Dhaka University Institutional Repository

বকেয়া আদায়ের সেই চিরন্তন রীতি: ২৯-১২-৮৩

বকেয়া পাওনা আদায়ের উদ্যোগ অবশ্যই নেয়া উচিত। কিন্তু এজন্য সাধারণ গ্রাহকদের উপর বেশী চাপ বল প্রয়োগ না করে অর্থাৎ তাদের মনোযোগ তো সেই দিকেই বেশী দেওয়া উচিত যেদিকে পাওনার পরিমান অনেক ভারী। যেমন সরকারী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

সরকারের উচ্চ মহল এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

মোটে আঠার লাখ টাকা গচ্চা: ২৮-৬-৮৩

১৯৬৯ থেকে চারবার জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন এর অফিস স্থানান্তরের ফলে প্রতি বৎসর ১৮ লাখ টাকা বাড়তি ব্যয় হয়ে চলছে।

এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

মৃতের মর্যাদা: ১৬-১-৮৩

মিরপুর চিড়িয়াখানার যাদুঘরে ছয় হাজার টাকা খরচ করে বিশেষ একুইরিয়ামে দুটো পথ ভুলে আসা প্রাণহীন ডলফিনকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। মৃতের এমন সৌভাগ্য এদেশের জীব শ্রেষ্ঠ কোন মানব সন্তানের কপালেও কোন কালে জোটেনি। শুধু ডলফিনই নয় আরও অনেক প্রাণীই মরনের পর সারিবদ্ধ ভাবে চিড়িয়াখানার যাদুঘরে স্থান লাভ করে মর্যাদা বান হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

রাজধানীর ট্রাফিক সমস্যা: ৩০-৮-৮৩

ঢাকার রাজপথে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর কারণ পরিকল্পিত ব্যবস্থার অভাব এবং আরোপিত আইন প্রয়োগ অনীহা।

পরিকল্পিত ও বাস্তব দৃষ্টিভংগী নিলেই কেবল ট্রাফিক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানীর যানবাহন সমস্যা ও অটো-টেম্পো কর্মসূচী : ৭-৫-৮৩

পাঁচশ অটো-টেম্পো চালু হলে শহরে যানবাহন সমস্যা খানিকটা হাল্কা হবে।

শিক্ষিত বেকারদের হাতে এ সকল অটো-টেম্পো দিলে এ সমস্যা যেমন হবে এবং সাথে কর্মেরও সংস্থান হবে।

সেই পুরনো অভ্যাসটি : ১৫-১১-৮৩

বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার উপর গ্যাস বিদ্যুৎ ইত্যাদির কোটি কোটি টাকার বকেয়া বিল পাওয়া রয়েছে। যা উন্নয়ন কর্মকান্ডকে অনেকাংশে ব্যাহত করছে।

এই ধরনের বিল পরিশোধ না করার অভ্যাসটা আসলে না পাল্টালে কোন নুতন ব্যবস্থাই কার্যকরী হবেনা।

হাজারী শেখ এর মৃত্যু : ১-২-৮৩

মাগুরা মহকুমার শ্রীপুরের হাজারী শেখ জেলে কি রোগ হওয়ার পর মারা গেছেন তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কেও জানেনা। হাজারী শেখের মৃত্যু সম্পর্কে মারাত্মক কিছু অভিযোগ প্রকাশ রয়েছে। এবং তাতে জানা যায় যে, বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে।

তার মৃত্যুতে স্থানীয় জনসাধারণ যে তদন্তের দাবী তুলেছেন তা অবিলম্বে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা উচিৎ বলে আমরা মনে করি।

শুধু যশোর কারাগার নয় দেশের সকল কারাগারে অনিয়ম দুর করা প্রয়োজন।

আমরা বাবা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের সরকারের সদিচ্ছার প্রকাশ দেখতে চাই।

ঘুষ যখন হয় দেরীতে : ২২-১২-৮৩

মোহাম্মদপুর টাউন হল সংলগ্ন কাঁচার বাজারটি সম্প্রতি হাউজিং এন্ড সেটেলম্যান্ট বিভাগের কর্মীরা ভেংগে দিয়েছে অবৈধ গড়ে তোলা হয়েছিল বলে।

বিকল্প একটা ব্যবস্থা গড়ে না তুলে কোনো স্থাপত্য ভাংগার কাজে হাত না দেয়াই ভাল।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা

বাংলার জন্য এখনো তাগিদ : ৮-৬-৮৩

সকল সরকারী কাজকর্মে বাংলা ব্যবহার করার তাগিদ কিছুদিন পর পর দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হচ্ছে না। এ ব্যাপারে আরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা প্রচলনে আবার তাগিদ : ২৯-৩-৮৩

'সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন একটি পুরনো প্রসংগ, কিন্তু এ ব্যাপারে একটি নতুন তাগিদ বিষয়টিকে আবার আলোচ্য করে তুলেছে।

বাংলা প্রচলনের কাজ চলছে তবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোথাও এর গতি কিছু দূর এগিয়ে সুরু, কোথায়ও আবার অতি মনহর।

এ ব্যাপারে এত গড়িমসি গড়িমসি চলছে কেন ?

আমরা আশা করবো বর্তমান পুন নির্দেশই হবে শেষ নির্দেশ।

বাংলা প্রচলনে আরো একটি উদ্যোগ : ২৯-৭-৮৩

অফিস-আদালতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য উচ্চ পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দেশ জারি করতে হয় কিন্তু কাজ হয় না তাই এবার জরিপ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সকল পক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগ না নেয়া হলে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের আকুতি শেষ পর্যন্ত হয়ত শ্লোগান হয়েই থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি

জমি দখলের সংঘর্ষ : ৭-৮-৮৩

জমি নিয়ে বিরোধ আর খুনোখুনি ইদানীং বেশ বেড়ে গেছে বলে মনে হয়। এই বিরোধ এবং খামেলার পেছনে একধরনের দুর্নীতি জড়িয়ে আছে। তাই বর্তমান ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

জবাব মেলে না কেন ? ২১-৪-৮৩

সাভার থানার কবিরপুরে রেডিও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তার এক প্রকল্প বাস্তবায়নে ছ'শ একর জমি হুকুম দখল করে কাজ আরম্ভ করার পর, কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল যে মাত্র দেড়শ' একর জমি প্রয়োজন হয়েছে।

কৃষকদের কাছ থেকে "মাটির দরে" জমি নিয়ে তা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এবং কিছু অংশে ফসল হচ্ছে। এই ফসল কারা উঠিয়ে নিচ্ছে তার কোন খোঁজ খবর সরকার করবেন কি ?

পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও সরকারী সিদ্ধান্ত : ৪-৮-৮৩

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি তথা বাড়ীঘর আর সরকারী নিয়ন্ত্রনে রাখবেন না।

অর্পিত ও পরিত্যক্ত বাড়ীঘর সংক্রান্ত সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে যে সব ক্ষেত্রে বাসস্থানের সমস্যা দেখা দিতে পারে তার সুরাহার দিকটাও যেন বিবেচনা করেন।

ভূমি সমস্যার একদিক-উর্বর জমি অনাবাদী থাকে : ১৪-২-৮৩

জমির পরিমান একশ' একরেরও বেশী। নদীতে জেগে উঠা চরের উর্বর জমি। কিন্তু অনাবাদী রয়েছে কয়েক বছর ধরে।

দু'বছর আগে ইনজাংশন জারি করা হয়েছে, এখানে ফসল ফলানো যাবেনা।

এ ঘটনা ঘটেছে কেজেরের কাছে শীতলক্ষা নদীতে একটি চর জেগে উঠা নিয়ে। এটার এই অবস্থা হয়ে আছে স্থানীয় কিছু প্রতাপশালী লোকের পুরা চরের দখল নিয়ে আর অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষক সমিতি।

Dhaka University Institutional Repository

এটা শুধু একটি চরকে নিয়েই নয় বাংলা দেশের অনেক চর দখল নিয়েই চলছে এই অবস্থা।

একদিকে উৎপাদনের উন্নয়নের ব্যবস্থা অন্যদিকে আবাদযোগ্য জমি সরকারী সিদ্ধান্তের অভাবে অনাবাদী পড়ে থাকা আসলেই অপচয়ের একটি উদাহরণ।

এ জমি সরকারের খাস জমি, কাজেই প্রকৃত ভূমিহীনদের ন্যায্য দাবী রয়েছে এতে।

সেই "প্রকৃত"দের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করা এতো কঠিন হয়ে পড়লো কেন সেটাই আমাদের জিজ্ঞাসা।

ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ ও কিছু কথা : ২৮-৭-৮৩

ভূমি সংস্কার সম্পর্কে সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছেন এই সকল যথেষ্ট নয়।

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে আংশিক ভাবে চাষীদের একটা অংশকে কিছুটা আশা ও আশ্বাসের বানী শুনালেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োজনের নীতিটির সাথে বিরোধ দেখা দেওয়ার আশংকা রয়েছে।

এ জন্য ভূমি আইনের ও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

সদিচ্ছার প্রমাণ মিলবে কী? ২-১১-৮৩

নিয়ম অনুসারে খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার কথা ভূমিহীনদের। কাগজে কলমে সে নিয়মের কোন হের ফের ঘটেনি। কিন্তু খাস জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে ভূমিহীনদেরই।

খাস জমি সংরক্ষনে যে সকল নীতিমালা রয়েছে তা কার্যকর হতে পারে শুধু সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলোর সদিচ্ছার উপর।

Dhaka University Institutional Repository

মৎস্য

ইলিশ মাছের অপচয় : ১০-১০-৮৩

প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও সংরক্ষনের অভাবে আমাদের প্রচুর ইলিশ মাছ নষ্ট হচ্ছে।

মৎস্য শিকার কেন্দ্রগুলোর সংগে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সুষ্ঠ যোগাযোগ ও সমন্বয়ের আয়োজন করা গেলে অপচয় ও অনেকাংশে বন্ধ হবে। এবং মানুষ ইলিশের মওশুমে সস্তায় মাছ পাবে।

মাছের আকাল বনাম মৎস চাষ প্রকল্প : ২০-৩-৮৩

মাছের আকাল বহুদিনের আজকেনুতন নয়।

বিভিন্ন লাভজনকদিকদেখিয়ে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধির নানা প্রকল্প নেয়া হয়েছিল কিন্তু তার কোনটিই ফলপ্রসু হয় নি। সরকারের নিজস্ব মৎস্য খামার গুলোও সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থার অভাবে ক্ষতির সম্মুখীন। তাই মাছ চাষের সমস্যা গুলো দুর করতে সর্বাগ্রে এবং কিভাবে এটা করা সম্ভব তা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে নিতে হবে।

মাছের চাষে অবহেলা : ৭-১২-৮৩

মাছের অভাব যে প্রকট আকার ধারন করেছে তার প্রধান কারণ মাছ চাষে অবহেলা।

মাছের চাষ করা বা বাড়ানোর কোন উদ্যোগ নেই।

আমাদের সম্পদ সীমিত সেখানে অবহেলাবা অপব্যবহার আসলে মারাত্মক বিলাসিতা যার মূল্য কঠিন দামে হয়ত শোধতে হবে।

মিঠা পানির মাছ রফতানী : ৩১-৩-৮৩

মাছে ভাতে বাংলালীর জীবন থেকে মাছ ভাত দুই ই বোধ হয় বিদায় নেয়ার পথে সামগ্রিক পারচর্যার অভাবে আমরা এই মূল্যবান মৎস্য সম্পদকে এক্ষ হারাতে বসেছি বলা চলে। মাছের অভাব খাদ্যাভ্যাসে শুধু সমস্যাসৃষ্টি করেনা সংকট সৃষ্টি করবে আমাদের খাদ্যপ্রাণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও মিঠাপানির মাছের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থে অবিলম্বে বলবৎ করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তির ভয় দেখানই যথেষ্ট নয়ঃ ২২-৮-৮৩

গোনা মাছ শিকারের উপর মৎস্য বিভাগ প্রত্যেক বৎসরই হুঁশিয়ারি বাক্য উচ্চারণ করে থাকেন। তা প্রতিনিয়তই অমান্য হচ্ছে।

যে আইন আছে তা প্রয়োগ করতে হবে কেবল হুঁশিয়ারিতে কোন সুফল আসবে না।

সামুদ্রিক মাছের বালুচরকাল ৩-৯-৮৩

বাংলাদেশের উপকূলীয় সাগরকে অনেকে সোনার খনি বলে থাকেন এখানকার মৎস্য সম্পদের জন্য।

ব্যবস্থাপনায় সজাগ এবং আন্তরিকতার অভাব না থাকলে এই মাছ আরো অনেক পরিমান রপ্তানি করা ও দেশের অভ্যন্তর ভাগে সরবরাহ করা সম্ভব হতো।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ

আজাদ

টেলিফোন বিল সমাচার : ২৮-১-৮৩

টেলিফোন যন্ত্রটি আধুনিক সমাজ জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় হলেও ঢাকা শহরের বেলায় তা এক যন্ত্রনা বিশেষ বলে বার বার প্রমাণিত হয়েছে ।

শুধুমাত্র পদ্ধতিগত কিংবা যান্ত্রিক ত্রুটিই এর জন্য দায়ী নয় দুর্নীতি আজ সমভাবে সর্বত্র বিরাজমান । এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নিলে কোনই কাজ হবে না ।

এ মহাসড়কের গুরুত্ব সামান্য নয় : ৭-৫-৮৩ ইং

ঢাকা থেকে শ্রীনগরের স্থলপথে দূরত্ব মাত্র চৌদ্দ মাইল । কিন্তু নদ নদীর জন্য স্থলপথে যাতায়াত না থাকায় নৌ-পথে সময় লাগে ৭ ঘন্টা ।

এ সড়কটির কাজ বিভিন্ন সময় আরম্ভ করেও আবার বন্ধ হয়ে গেছে যার জন্য বিস্তীর্ণ এলাকার লোকজন অসুবিধা ভোগ করছেন ।

বিস্তীর্ণ এলাকার অধিবাসীদের উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাড়িয়েছে যোগাযোগের সমস্যা । মহাসড়কটি নির্মানের ব্যবস্থা হলে সে বাধা আর থাকবে না ।

কর্তৃপক্ষের হুশ হবে কী? ১৬-৯-৮৩

ঢাকা আরিচা সড়কে দুটি সেতু যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে ।

এ মুহূর্তে সেতু গুলো সংস্কারের কাজ ত্বরিত গতিতে শুরু করা প্রয়োজন । যাতে কোন বিয়োগান্ত ঘটনা না ঘটতে পারে ।

খুলনা-মংলা সড়ক সংযোগ : ১৭-৯-৮৩

খুলনা-মংলা সড়ক উদ্বোধন বড় এক ধাপ অগ্রগতি বলতে হবে ।

এই সড়কের ফলে মংলা বন্দরের অনেক সুবিধা হবে । এবং বন্দরের সুফল দেশের সকলে ভোগ করতে পারবে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা : ৪-৭-৮৩

পত্রিকার পাতা উল্টালেই গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে যোগাযোগ সমস্যাটাই অন্যতম হিসাবে দেখা যায়।

যাকে অবলম্বন করে উন্নয়নকে নিয়ে যেতে হবে দূর-দুরান্তে তাকেই ভালভাবে গড়ে তোলা হয় নি।

উন্নয়ন শুধু নির্মাণ ও সংস্কার নয়। নলকূপ আর ঋণপত্র ছড়ানো নয়, তার সঠিক চেতনাকে জাগ্রত করে দেয়াও।

যে অভিযোগ তার আবেদন নিত্য প্রকাশ পায় তার প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলের সচেতনতাই আমাদের কাম্য।

চিত্রা লঞ্চ ডুবির তদন্ত ও কিছু কথা : ৭-৫-৮৩

তদন্ত রিপোর্টে অনিয়ম ও আইন ভংগ করে বেআইনীভাবে লঞ্চ চালানোর তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে দায়িত্বে কার্পন্য না করে যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডি-সি-১০ ১৯-৮-৮৩

বাংলাদেশ বিমানের এ বহরে যোগ হলো প্রথম সুপরিসর বিমান ডি,সি-১০।

সুপরিসর বিমান লাভ করায় এবার আন্তর্জাতিক রুটে বিমানের ব্যবসার উন্নতি হবে বলে আমরা আশা করি।

ডাকবিভাগের সার্ভিস ৭-১২-৮৩

ডাক বিভাগের উন্নয়নের জন্য আগামী দু'বছরে বার কোটি টাকা খরচ করা হবে।

বর্তমানে ডাক বিভাগের কাজের ধরন যে মান তাকে আশানুরূপ বলা যায় না।

কাজের শিথিলতা বা দুর্নীতির ব্যাপার যা ঘটে, কর্তৃপক্ষ কঠোর হলে কমবে।

Dhaka University Institutional Repository

ডাক বিভাগের জালিয়াতি : ২৮-১০-৮৩

ডাক বিভাগের একটি সংঘ বদ্ধ জালিয়াত চক্র ধরা পড়েছে চট্টগ্রামে। তারা নানাভাবে গ্রাহকদের সামগ্রী আত্মসাতের সাথে জড়িত।

ডাক বিভাগকে অবশ্যই জনসাধারণের আস্থা ফিরে পেতে হবে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

ঢাকা সিলেট মহাসড়ক : ৩১-৮-৮৩

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নুতন এক সম্ভাবনার সূচনা করল। এবং অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনবে।

তথ্য প্রবাহে আঞ্চলিক সহযোগিতা : ১-২-৮৩

খবর ও তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের ত্রুটিযুক্ত ত্বরিত ও দক্ষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়ে দক্ষিণ এশিয় দেশসমুহের মধ্যে তথ্য প্রবাহ সংক্রান্ত তিনদিনের আঞ্চলিক সেমিনার শেষ হয়েছে।

উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে ক্রমাগত এক অসম তথ্য প্রবাহ চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। এর সুফল পাশ্চাত্যের দেশগুলোই পাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সমস্যা এদের পরিবেশিত খবরে খুব কমই থাকে।

তাই দাবী ভারসাম্যপুর্ণ তথ্যপ্রবাহ গড়ে তোলা অর্থাৎ "দেবে-আর-নেবে নীতি গড়ে তোলা।

দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা : ১৫-৪-৮৩

দেশের দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষ করে উপকূলীয় এ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার যে কি হাল এক ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ ঠিক জানবে না।

এ ব্যাপারে বি,আই,ডব্লিউ,টি,সি'র কিছু উদ্যোগী মানুষের জন্যে অনেক উপকারে আসবে যদি সেটা নিয়মিত বজায় হ থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

নৌপথে ভ্রমণের নিরাপত্তা প্রসংগে : ২৯-৬-৮৩

দুর্ঘটনার কারণে এবং দুর্বৃত্তের হামলার জন্যে নৌপথে যাত্রী সাধারণের নানা ঝুঁকি নিতে হয়। এ ব্যাপারে নৌযান আইন আরও কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় টহল বাহিনীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পুরানো বাস চালু : ৬-৯৮৩

বি,আর,টি,সি র বাস প্রায়ই নানা দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। এবং অধিকাংশই ঘটেছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে।

পুরোনো গুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি তা সঠিক তদারকিতে রাখা প্রয়োজন।

বি,আর,টি,সির অচল বাস : ২৬-১২-৮৩

বি,আর,টি,সি র অচল বাসের সংখ্যা চারশ'য়ের উপর।

জনসাধারণে অসুবিধা দূর করে এবং লাভের দিকটি লক্ষ্য রেখে নষ্টগুলো থেকে যে, গুলো সম্ভব ঠিক করা উচিত এবং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ এর দিকে নজর রাখা উচিত।

ভুয়াপুর ফেরীঘাট : ২৫-৭-৮৩

ভুয়াপুর ফেরীঘাট বার বার সরিয়ে নেয়ার ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ছে। এ খবরের মধ্য দিয়ে দেশের ফেরীঘাট গুলোর ভগ্নচিত্র প্রকাশ পাচ্ছে।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থায়ী ঘাট গড়ে তোলার ব্যবস্থা হতে পারে।

মফঃস্বলের ভাংগা চুরা সড়ক পথ : ২-১২-৮৩

মফঃস্বলের রাস্তাঘাট ভাংতে নষ্ট হতে দেরী হয় না। কিন্তু সহজে অল্প সময়ে সেগুলো মেরামত হয় না।

এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে দেশবাসীর দুর্ভোগ কমাতে সচেষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

মিনিবাসে নিয়ম নাস্তি : ৮-৯-৮৩

এ দেশে প্রয়োজনের জন্য যা কিছু করা হোক না কেন, তার সবই শেষ পর্যন্ত এক এক রকম ঝামেলা সৃষ্টি করে। রাজধানীতে মিনিবাস বা কোস্টার সার্ভিসও সেই ঝন্ঝাট ডেকে আনছে।

বিপদের কারণ ট্রাফিক আইন কানুন না মেনে গাড়ী চালানো এবং যত খুশী যাত্রী ও মাল বহন করা।

অতএব যানবাহনের মালিক ও চালকদের আইন মেনে চলতে বাধ্য করা হোক।

যমুনা নদীর উপর সেতু : ৩০-১০-৮৩

দেশের পশ্চিমাঞ্চলে গয়স সরবরাহ এবং যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অর্থাৎ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যমুনা নদীর উপর সেতু আবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে।

এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন বলে আশা রাখি।

যেজনীহার অবসান নেই : ১৪-১১-৮৩

আরামদায়ক ভ্রমণের ব্যাপারটা এ দেশে একরকম অস্তিত্বহীন বলা চলে। যাত্রীদের গাদাগাদি করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাসব বাহনেই এখন পাবা।

নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী বহনের ব্যাপারে যানবাহন মালিকদের সাথে আলোচনা করে সরকার যথাপদক্ষেপ নিলে তার বাস্তবায়ন কঠিন কিছু হবেনা।

রাজপথে চলা বিপদ পদে পদে : ১৩-৮-৮৩

বিপদ একখানে নয় পদে পদে। যান্ত্রিক যানই হোক আর পায়ে হেটে চলই হোক বিপদ পিছে পিছেই ঘোরে আমাদের এই রাজপথে।

সাধারণ নাগরিক দায়িত্ব বোধের অভাব কর্তব্যবোধের পরিচয় দেননি তাঁরাও যাদের কর্তব্য ছিল পথ চলাচলের নিরপত্তাবিধানের ও পথে চলাচলের উপযোগীকরে রাখার।

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানীর রিকশা গাড়ী : ৩-১০-৮৩

ঢাকা মসজিদ এর শহরের পাশাপাশি যন্ত্র বিহীন ত্রিচক্রযান রিকশার শহর হিসাবেও পরিচয় হয়েছে।

ঢাকা শহর থেকে রিকশার সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেলা প্রয়োজন। তবে অবশ্য বেকার রিকশা চালকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা পাশাপাশি করতে হবে।

রাজধানীর রাজপথ : ২৩-৩-৮৩

রাজধানীতে এখন যেন রাস্তা খোঁড়ার পাল্লা চলছে। এমনিতে অনেকদিন সংস্কারের অভাবে রাজধানীর রাস্তাগুলো অবস্থা শোচনীয়। তার ওপর এমন সব খোড়াখুড়ির কাজ সে অবস্থাকে করে তুলেছে আরো জটিল।

শুকনো মৌসুমের শুরুতে এ কাজগুলো সমন্বিত ভাবে হলে রাস্তা গুলোর এমন বদহাল যেমন হতো না, তেমনি অযথা টাকার শ্রাদ্ধ হতো না। সমন্বয়ের কাজটি কড়াকড়িভাবে পালনের ব্যবস্থা থাকলে সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হবে।

রাজপথ তুমি এখন কার : ৬-৪-৮৩

বুদ্ধি ও শক্তির জোরে সেই রাজপথের উপর জেঁকে বসে রাজপথ তারই হয়ে যায়। তার পাশাপাশি অগণিত রিক্সার স্থান হয় রাজপথের অনেকাংশ জুড়ে।

বলার জোর নেই পথচারীদের, রাজপথে গুটি সুটি মেরে তাদের চলতে হয় অন্যদের দখলী এলাকার পাশকাটিয়ে গাড়ী চাপা পড়ার ভয় নিয়ে। রাজপথের মালিকরা এ সব ব্যাপারে উদাসীন।

রাস্তা হচ্ছে, চলাচলের সুরাহা দরকার : ১৫-১০-৮৩

রাস্তা তৈরী হচ্ছে, মেরামত বা উন্নয়নও হচ্ছে। কিন্তু যে তালে এ সব চলছে সেতালে কেন, তার চেয়ে দ্রুত তালে ঘটছে উল্টো কান্ডকারখানা। রাস্তা যে মুখ্যত লোক ও যান চলাচলের জন্য অন্য প্রয়োজন গৌণ, এই মূল কথা বুঝে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নিলে চলাচলের বাধা দূর হবে লোকের কষ্টও কমবে।

Dhaka University Institutional Repository

রেল যাত্রীদের সেই চিরকেলে ভোগান্তি : ২৩-১৬৮৩

সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের রেল যাত্রীদের উপর থেকে ভোগান্তি একটুও কমেনি।

জনসাধারণ টাকা দিয়েও সব সময় ভোগান্তির মধ্যে থাকবে এমন অবস্থা চিরদিন চলতে দেয়া ঠিক নয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

লঞ্চ ডুবি ও যাত্রীদের নিরাপত্তা : ৯-৩-৮৩

খুলনার কাছে ভৈরব নদীতে "চিত্রা" নামের এ লঞ্চখানি খুলনা থেকে ঢাকা আসার সময় নদীর চরায় ধাক্কা খেয়ে প্রায় দু'শ যাত্রী নিয়ে ডুবে গেছে। এ জন্য আইনের প্রয়োজন হল সরকার জরুরী ভিত্তিতে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন সংশোধন করে তা কার্যকর করতে পারেন। এ ধরনের কঠোর ও দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া নৌ-পথে যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিকল্প পথ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি

অমর একুশের শিক্ষা ও আমরা: 21-2-83 → ২১-২-৮৩

আজ ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত মহান একুশে।

এবার একুশ এসেছে আমাদের এক কালক বেদনার উপর পা দিয়ে।

একুশ হল সার্বিকভাবে দাস মনোভাব থেকে মুক্তি। কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি, সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি এবং সর্বোপরি দেশের মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্তির উপযোগী সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য লড়াই।

একুশ ও রুটি রুজির লড়াই: ৫-২-৮৩

"বিপ্লব জানি মহামহীরুহ/একুশ তো অংকুর"। একুশ ছিল সত্যই এক অংকুর, তারপর গত তিনদশক ধরে আমরা দেখছি তার উদগম স্বাধিকারের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম পর্যন্ত রক্ত ও অশ্রুর পত্র পুষ্পে তার বিকাশ। একুশ যায়ে অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার প্রেরনা। একুশ এখন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতীক

লড়াই চলছে প্রতিক্রিয়া বিরুদ্ধে। কারণ একুশের মিছিল ত শেষ পর্যন্ত চায় মৌলিক অধিকার আর শোষন মুক্ত সমাজ।

যে উদ্দেশ্যে একুশ হয়েছিল তা আজও ফলপ্রসূ হয়নি। তাই এখন মৌলিক সমস্যা গুলোকে নিয়ে এক কাতারে দাড়ানোর অনস্বীকার্য প্রয়োজন। সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষে ধাবমান একুশের অম্লান সংগ্রামী চেতনা ধারাকে কোন বিরুদ্ধ স্রোতে নিক্ষেপ করে বিভ্রান্ত রাখা কখনোই সুফল দিতে পারেনা বলে আমরা মনে করি।

জাতীয় ঐক্যের আহবান: ১৭-৬-৮৩

জাতিকে ঐক্য বদ্ধ হবার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আহবানকে সময়োচিত বলা চলে।

যে কোন ধরনের সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ভেদবুদ্ধি জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ও ক্ষতিকর।

Dhaka University Institutional Repository

ধনী দরিদ্র আলোচনা ও ট্রুডোর ভাষ্য: ১৯-১-৮৩

ধনী দরিদ্র আলোচনা সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছেন কানাডার প্রধান মন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডো এবং দায়ী করছেন তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ। এই আলোচনা দীর্ঘকাল অচল হয়ে আছে কারণ, ধনী দেশগুলো এ জন্য দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বকে দায়ী করতে চেয়েছে এবং বলছে দরিদ্র দেশ গুলোর চাহিদা দিতে গেলে ধনী দেশগুলোর পথে ~~বসে~~ বসতে হবে।

তৃতীয় বিশ্বকে শোষন করে আজকে যারা বড় হয়েছে তাদের কাছে সাহায্য হিসাবে দান খয়রাত কিছু নয় শুধু সহজ শর্তে ঋণের পরিমান বাড়াও এবং বাণিজ্যের জন্য সমান সুযোগ, শুল্কের হার হ্রাস ও সংরক্ষণবাদী নীতি পরিহার পণ্যের ন্যায্যমূল্য ইত্যাদিই আজকে দাবী।

নুরুদদীন কিয়ানুরীর হত্যা ও ইরানী বিপ্লব: ৫-৭-৮৩

ইরানের তুদেহ পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী ~~ক~~ নুরুদ্দীন কিয়ানুরীকে ইরানের খোমেনি সরকার গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ এনে বিচার শেষে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন এবং তা কার্যকর করা হয়েছে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করাই ইরানের প্রতিক্রিয়া-শীল সরকারের উদ্দেশ্য।

ইরানের শাসক গোষ্ঠি একদিকে মার্কিন ~~হত্যা করাই ইরানের প্রতিক্রিয়া~~ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী জংগী শ্লোগান দিচ্ছে এবং অন্যদিকে মার্কিন সাহায্য পুষ্ট আফগান বিদ্রোহীদের সমর্থন ও আশ্রয় দিয়েছে ইরানের ভূ-খন্ডে।

খোমিনীর নিজস্ব দৃষ্টিভংগী এবং এ কমুনেমী মনোভাব উপসাগরীয় এলাকায় রক্তপাতের কাল দীর্ঘ করে চলেছে।

প্রত্যাহারের পরে ধর্মঘট: ২৪-১১-৮৩

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ধর্মঘট আরম্ভ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শ্রমিক, মালিক ও সরকার এই তিন পক্ষের বৈঠকে ।

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশনের ত্রুটির কারণে এই সিদ্ধান্ত সকল শ্রেণীর জনগণ না জানতে পারায় প্রচুর অঘটনা ঘটেছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়।

বেগিনের পদত্যাগ : ২৪-১-৮৩

একটানা দু'বছর ধরে প্রধান মন্ত্রিত্ব করার পর বেগিন পদত্যাগ করেছেন।

বেগিনের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে কিংবা ইসরাইলের নীতিতে কোন রূপ পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে বলে মনে করার কারণ নেই।

বৃটেনের নির্বাচন : ১২-৬-৮৩

বৃটেনের নির্বাচনে রক্ষণশীল দল আবারও জয়ী হলো সময়ের সুযোগ নিয়ে নির্বাচন দিয়ে বৃটেনের লৌহ মানবী আজ যে লাভ পেয়েছেন সময়ের পরীক্ষায় তা কতটা রক্ষা পাবে সেটাই প্রশ্ন।

ভোটার তালিকা তৈরীর দায়িত্ব : ৩০-১-৮৩

দেশের নির্বাচন সমূহকে অর্থবহ ও জনগণের আশা আকাংখার সঠিক প্রতিফলন রূপে চিহ্নিত করার জন্য নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন প্রধান নির্বাচনী কমিশনার।

সতর্কতার সাথে ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রয়োজন কারণ এর সুযোগে ভোটাধিকার চর্চার মাধ্যমে তিনি শাসন ও আইনবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে তার মত ব্যক্ত করতে পারছেন।

মহান বিজয় দিবসের কামনা : ১৬-১২-৮৩

৪৮ আমরা যেন অনুভব করি সমগ্র জাতীয় সত্তার অপূর্ণ লক্ষ্য ও আদর্শ অর্জনের তাগিদ এবং এই দিনে সবলের দুঃশ মোচনের লক্ষ্যের সাথে আমাদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টা যুক্ত করার শপথ লাখ শহীদের আত্মদানের নিঃস্বার্থ দৃষ্টান্ত থেকে শক্তি গ্রহণ করুক আগামী-দিনের সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে।

Dhaka University Institutional Repository

মহান মে দিবস : ১-৫-৮৩

শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের রক্ত স্মৃতি নিয়ে আবার এসেছে মহান মে দিবস।

বিভেদ ও অনৈক্যের মধ্যে মাঝে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য মে দিবসের শিক্ষা ঐক্য ও সংগ্রামের।

রাজবন্দীদের মুক্তি প্রসংগ : ১৪-১-৮৩

দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার আগে রাজবন্দীদের মুক্তিদেয়ার বিষয়টি নিশ্চয়ই সরকার বিবেচনার মধ্যে রাখবে এটা আমরা আশা করতে পারি।

রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ -১ ১৩-১২-৮৩

দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘোষিত পন্থা এবং সরকার প্রধানের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে পার্থক্য দুরীকরনের ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনা পুনরায় শুরু করার সম্ভাবনা রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের ঘোষণায় দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্রে উত্তরনের জন্য পুনরায় স্বীয় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতবিরোধের অবসানের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

লেবানন-ইসরাইল - আলোচনা : ২-১-৮৩

লেবানন থেকে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে ইসরাইল ও লেবাননের মধ্যে আলোচনা চলছে। আলোচনায় প্রথমেই মতভেদ দেখা দিয়েছে কারণ ইসরাইল তার বাহিনী প্রত্যাহারনা করে শুধু সম্পর্ক স্বাভাবিক করনের বিষয় নিয়ে আলোচনা জোড় দিয়েছে। লেবানন চাচ্ছে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব কায়েম করতে।

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ বুদ্ধিজীবী ও আমরা—১ ১৪—১২—৮৩

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে অতীতের নৃশংসতা নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বাংগালী আত্মবিস্মৃত জাতি। এ অপবাদ আজও আমরা খন্ডন করতে পেরেছি বলে মনে হয়না।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পিছনে পাকিস্তানী বিকৃত আদর্শের ধারক—বাহকদের উদ্দেশ্য ছিল, সুস্থ ও মুক্তিযুদ্ধের মানবতাবাদী দৃষ্টিভংগী সৃষ্টির সমুদ থেকে বাংগালী জাতিকে বঞ্চিত করে ঐতিহ্য হারা সংস্কৃতি বিহীন একটি জড়ভরত বুদ্ধিসম্পন্ন জনগোষ্ঠিতে পরিণত করা।

সমঝোতার পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে: ৩—৩—৮৩

দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলায় অপরিহার্য শর্ত এটা।

এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল গুলোর পক্ষে ও এগিয়ে আসার প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সংঘর্ষের পরিবর্তে সংলাপ ও সকলে মিলে দেশ গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলে জাতীয় সমঝোতার কার্যকর বুনিয়াদ গড়ে তোলা অসম্ভব নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা—১ ১২—৭—৮৩

দেশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারা ক্রমানুয়ে আরোহ পর্যায়ে প্রবর্তনের হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও থানা পরিষদ নির্বাচনের পরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণার মধ্যে দিয়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দেশে গণতান্ত্রিক পুনঃপ্রবর্তনের একটা সুনির্দিষ্ট সময়সূচী তুলে ধরেছেন।

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ইতিহাসই পাকিস্তানের ২৪ বছরে শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা : ১৫-৭-৮৩

জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষনে সি,এম্‌ এল,এ,লেঃ জেনারেল এরশাদ আগামী ১৯৮৫ সালের মার্চ মাস নাগাদ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য গত ১২ বছরেও আমরা গণতান্ত্রিক মুল্য বোধের ভিত্তিতে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারি নি।

আমরা আশা করবো গণতন্ত্রের উত্তরনের এই প্রক্রিয়া অতীতের মত বার বার চক্রান্তের শিকার না হয়

সুাধীনতা দিবসের প্রার্থনা : ২৬-৩-৮৩

সুাধীনতা অর্জনের ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পন করে হিসেবের খাতা হাতে নিয়ে প্রশ্ন জাগে, সাধারণ মানুষের জীবনে এই সুাধীনতা কতটুকু অর্থবহ হয়ে উঠেছে ?

তাই আজকের দিনে নুতন করে এই আত্মপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে যে, অন্ন,বস্ত্র শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এর ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে করতে হবে।

হিংসা ও সংঘর্ষের পথ প্রি পরিহার করুন : ৮-২-৮৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সেনানী ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সমাবেশকে কেন্দ্র করে দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষে প্রায় দু'শতাধিক আহত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাংগনে ছাত্রদের মধ্যে এই সংঘর্ষকে উপেক্ষা করা যায়না।

এই ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী অভিযোগ করা হয়েছে আমাদের অনুরোধ তারা যেন উত্তেজনা ও সংঘর্ষের পথ পরিহার করে শান্তভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা মত সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের পরিচয় দেন।

আমরা ছাত্র সমাজের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রাখি। এবং সংঘর্ষে আহতদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জানাই এ তারা যেন সত্ত্ব নিরাময় হয়ে উঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা

আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষা: ৮-৫-৮৩

কর্মক্ষেত্রে যে বিদ্যার দাম কানাকড়িও নেই এটা বিবেচনা করে সরকার বাস্তবমুখী হোন, স্কুল কলেজগুলোতে শিক্ষার ব্যবস্থা যাতে বাস্তবমুখী হতে পারে তার সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এবং পরীক্ষার ধারা পালটাতে সচেষ্ট হোন। এটা আমাদের কাম্য।

আর র‌্যাগ ডে নয়: ১-৬-৮৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা র‌্যাগ-ডে কে সুন্দর ও মোহনীয় পন্থায় পালনের ব্যবস্থা করেছে।

আমরা আশা করবো, বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কুপ্রবৃত্তি উস্কে দেয়ার এই র‌্যাগ-ডে কে চিরতরে বিদায় দেবেন।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তির সমস্যা: ১-১০-৮৩

দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে আসন সংখ্যা বাড়েনি। প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক। ফলে এবারে অনেক ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ না বাড়িয়ে এ সমস্যার সত্যিকার অর্থে দূর হতে পারেনা।

এস,এস,সি পরীক্ষা ও প্রসংগ কথা: ১৩-৩-৮৩

১৯৮৩ সালের এস,এস,সি পরীক্ষায় গোলযোগ তুলনামূলকভাবে কম হলেও অসংগত ব্যাপার বেশ আছে।

আমাদের শিক্ষার ধারাক্রমে যে সমস্ত পরীক্ষা গৃহীত হয় সেগুলোর মধ্যে একটিও বিদ্যা বলে অর্জিত জ্ঞানের পরিধি নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারেনি।

নকল বন্ধ হতে পারে যদি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা পাল্টায় পরীক্ষার ধারা বদলায় এবং ক্লাসে ঠিকমত পড়াশুনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি ও বোর্ডের লড়াই-এ স্কুলের মরণ : ৫-৮-৮৩

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়" এমনি ধরনের ব্যাপার ঘটেছে বগুড়ার গাবতলী থানার সোনা বাড়ী আজাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যাপারে। পরং এতে করে অনেক ছাত্র/ছাত্রী নানা অসুবিধার শিকার হয়েছে। এই লড়াই বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

গণশিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা : ২৪-৩-৮৩

এ দেশের সোয়া সাত কোটি মানুষ এখনো অক্ষরজ্ঞানহীন তাদের ঘরের খবর নিলেই জানা যাবে যাবে কারণটা মূলতঃ অর্থনৈতিক।

এক্ষেত্রে যা করা উচিত তা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার পথ সহজ করা। অন্যথায় গণশিক্ষা নিয়ে যত পরিকল্পনাই হোক সব কেবল অপব্যয়ই হবে।

গণস্বাক্ষরতা কর্মসূচী : ২৫-৯-৮৩

এ দেশে অনেক তথাকথিত বিপ্লবের পর শুরু হয়েছিল 'শিক্ষা বিপ্লব' এর নামে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান এবং প্রচুর অর্থ সম্পদেরও ব্যবহার করা হয়েছে।

গণস্বাক্ষরতাকে শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উৎস প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে লালন পালন করলে প্রাণরস ধরা যাবে শুকিয়ে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়সূচী : ৯-৯-৮৩

পরীক্ষা গ্রহণের সময়সূচী যদি সময়ের ঠাসবুনানিতে ধরে রাখা হয়, তা সাধারণভাবেই অসুবিধা সৃষ্টি করে। তৎসাথে মানষিক চাপ রয়েছে পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থার কারণে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন বলে আমরা আশা করি।

Dhaka University Institutional Repository

জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যার একদিক। ৩০-১২-৮৩

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আভিধানিক অর্থ সেখানে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় বলে, আসন সংখ্যা অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করা হয় বলে যার জন্য ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীদের অনেককেই উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে এ দিকটা ভেবে একটা বিহিত ব্যবস্থা করা উচিত।

দুঃখজনক ২৪-১-৮৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অব্যবহার সম্পর্কে "সংবাদ" এ একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। এতে গ্রন্থাগারের নানা সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের নিয়ম কানুন ছাত্র/শিক্ষক সবাই সঠিকভাবে পালন করেন তবে গ্রন্থাগার সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে।

নড়বড়ে ভিতটা কি মজবুত হবার নয় ? ৮-১-৮৩

আমাদের শিক্ষার ভিতটা যে কত নড়বড়ে হয়ে আছে তার নমুনা দেশময়। বিশেষ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে।

সরকারী সুষ্ঠু পরিকল্পনার এবং সরকারী ব্যবস্থাই শিক্ষার বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভংগি পরিবর্তনের কে প্রয়োজন রয়ে ছে তারই হুশিয়ারী সংকেতন দেয়া হচ্ছে।

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য: ২৬-৬-৮৩

৩০ বৎসরে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ বেড়েছে।

নিরক্ষরতা দুর করার কর্মসূচী কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া বাঞ্ছনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

নিরক্ষরের হার : ১৪-১১-৮৩

দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৫০ লাখের ওপর।

আমাদের শিক্ষা প্রয়াসের দুর্বলতার কি দিক এর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তিরিশ বছরে সাক্ষরের সংখ্যার চেয়ে নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশী।

প্রাথমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এক্ষেত্রে অগ্রগতির সুযোগ যে নেই, এরই মধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে এ ব্যাপারে জরুরী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন।

নোট বইয়ের চোরাকারবার : ১৪-৮-৮৩

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই ছাপা ও বিক্রি নিষিদ্ধ সত্ত্বেও এক শ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ী আইন অমান্য করে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এ সমস্যাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে কাম্য সুফল পাওয়ার উপযোগী উদ্যোগ নেবেন এটা আশা করা হচ্ছে।

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার : ২৪-১০-৮৩

বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

পরীক্ষা পদ্ধতি এ বিদেশী পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ নয় নতুন পদ্ধতি আমাদের দেশের উপযোগি করেই তৈরী করতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হোক : ১৯-৮-৮৩

'৮৩ সালে অনুষ্ঠিত এস,এস,সি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম হয়েও যে ছাত্র বসেছে ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৪ পায়।

শিক্ষার্থীদের মেধা পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতিতে যে ত্রুটি আছে তা এই ফাঁকগুলো সৃষ্টি করতে পেরেছে।

এসব ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন এবং এখনই নেয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষার ফল ও শিক্ষার মান : ২৪-১-৮৩

পরীক্ষার ফল দেখে হতাশ হতে হয়। ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি,এ,/বি,কম পরীক্ষায় পাশের হার যথাক্রমে ১৪°৭% ও ১০°৬% ।

শিক্ষার মান নীচে নেমেছে বলেই এরকম ফল হতে পারে। শুধু একটি পরীক্ষাই নয় এস,এস,সি/এইচ,এস,সি সকল পরীক্ষাই একই অবস্থা।

এর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক অস্থিরতা রক্ষা, হতাশা, ইত্যাদি দুর করা প্রয়োজন। শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার পিছনে যে জটিল প্রক্রিয়া কাজ করছে তার প্রতি সামগ্রিক ভাবে দৃষ্টি দিয়ে প্রতিবিধান খুজতে হবে। কোন একটি অংশ কে বিচ্ছিন্ন করে দেখে তার সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে অব্যবস্থা দুর্নীতি দুর করা যাবে না।

পরীক্ষায় ফেলের হার : ২৩-৮-৮৩

১৯৮৩ সালের এইচ,এস,সি, পরীক্ষায় এবারও বেশির ভাগ ছাত্র/ছাত্রী ফেল করেছে।

পরীক্ষার ক্ষেত্রে কেন এই বিপর্যয় তা উৎঘাটন করে ত্রুটিগুলো দুর করে পরীক্ষা উন্নত পদ্ধতিতে নেয়া প্রয়োজন তবেই পরীক্ষা ফেলের হার কমবে।

পাঠক-রুচি পুনঃসংগে : ৯-১১-৮৩

যে দেশে দারিদ্র ও অশিক্ষা ব্যাপক সেখানে ব্যাপক পাঠ্যাভাস গড়ে উঠবে কি করে? বই কেনার সামর্থ কোথায় মানুষের ?

দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনটি খুব সফলতা পায় নি। আর পাঠকদের রুচি গড়ার দায়িত্ব নিতে হয় লেখককে।

বৃহত্তর পাঠক সমাজের ক্রয়ক্ষমতা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত ব্যয়বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে আমাদেরকে অভিজাত প্রকাশনার মোহ ত্যাগ করতে হবে। সেই সংগে রুচি নির্মানের কাজেও যথাযথ অবদান রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য বিষয়ের চাপে : ৩০-৪-৮৩

সিলেবাস অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়ের প্রচন্ড চাপে সাধারণ মানুষের বিদ্যা শিক্ষা লাভের আশা শেষ হতে চলেছে। এই চাপ গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সব পর্যায়ে সমান এর ফলে ফেলের হার বাড়বে। এবং এস,এস,সি পরীক্ষার আগেই অনেক ছাত্র/ছাত্রী বিদ্যাশিক্ষার আশা ছেড়ে দিতে হবে।

ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা নীতি বদলের প্রয়োজন আছে তবে তা আস্তে আস্তে বদলাতে হবে। তানা হলে অপুষ্ঠ দেহে বেশী ভিটামিন খাওয়ালে যে অবস্থা হয় সেইরকম অবস্থা দেখা দিবে।

পাঠ্য বই বিতরণ ব্যবস্থা: ১৭-১০-৮৩

চার কোটি টাকার পাঠ্য বই দেশের বিভিন্ন ডাকঘরে অবিক্রীত পড়ে আছে। পাঠ্য বই নিয়ে এর আগে নানা কারসাজিই হতে দেখা গেছে। অতিরিক্ত মুনাফার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এমন সংকট।

সাধারণ ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি কিছু সরকার নির্ধারিত দোকান থেকে বই বিক্রীর ব্যবস্থা করলে এসমস্যা সাধারণের পক্ষে বেশ সুবিধা হয়।

প্রতিকারের পথ ও মত: ১২-৩-৮৩

১১ বছরের শিশু ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে প্রধান শিক্ষকের কারসাজির জন্যে ভর্তি হতে না পেরে পত্রিকার পত্র দিয়ে জানতে চেয়েছে এই প্রতিশোধ নিতে যদি 'বেআইনী পথ বেছে নেয় তবে অন্যায়টা কার হবে?

আমাদের শিক্ষা বিভাগকে এ ধরনের অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী : ১৫-৭-৮৩

আকাশে মেঘ দেখলে স্কুলের ছুটি। এমন অবস্থা দেশের প্রায় প্রাথমিক স্কুলগুলোতেই দেখা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিভাগের বিভাগকে বলতে চাই প্রতিকারের জরুরী উদ্যোগ নেয়ার সময় এসে গেছে। ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়তে হলে তাদের শিশুকালের শিক্ষাদীক্ষার প্রতিবেশী মনোযোগ দিতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা ও শিক্ষার হাল : ১৫-৫-৮৩

শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি কম হয়নি, কিন্তু পরিকল্পিত উদ্যোগের অভাবে তা কার্যকরী হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ বিধি এক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

প্রাথমিক শিক্ষার হাল ১০-৮-৮৩

প্রতি বছর পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সংখ্যাধিক্য ও বেকার সমস্যার এক্যবদ্ধি দেখে শিক্ষার গলদের কথাটিই বেশী করে মনে পড়ে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার হাল দেখলেই এটা সহজেই অনুমেয়।

প্রতিকারার্থে নূতন ব্যবস্থা নেয়ার পূর্বে যে অরাজক অব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের ভিতকে নড়বড়ে করে তুলছে আগের তার প্রতিবিধান দরকার।

প্রাথমিক স্কুল খুলোর হাল : ৯-২-৮৩

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

পত্রিকাতে প্রকাশিত নানা স্কুলের সমস্যা ছাড়াও দেশের প্রায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে নানা সমস্যা যেমন, শৌচালয়, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম।

এ সমস্যা কেবল বাড়ছে। হিসেবে করলে দেখা যাবে শিক্ষাখাতে ব্যয় আগের থেকে বরং কমেছে। বিষয়টিকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা আজ দীর্ঘদিন থেকে উপেক্ষিত। এর উন্নয়নের জন্য আশ চাই বিশেষ উদ্যোগ ও বিশেষ ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয় প্রসংগে : ৩১-১-৮৩

একদিকে প্রতিষ্ঠান গত সীমিত ব্যবস্থা, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা এর মাঝখানে পড়ে দেশের শিক্ষা জীবন সৃষ্টি হচ্ছে এক সংকুচিত অবস্থা।

প্রত্যাশিত উন্নয়নের গতিপথ থেকে নানাভাবে পিছিয়ে পড়া আমাদের দেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের উপযোগি করে গড়ে তোলার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে ।

বিদেশী ভাষা বনাম ধর্ম শিক্ষা : ৩-২-৮৩

সাংবাদিক সম্মেলনে সম্প্রতি শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন যে, আরবী ভাষা নয় প্রাথমিক সুরে সরকার ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চান ।

প্রথম শ্রেণীর থেকেই একটি বিদেশী ভাষা চাপিয়ে দেয়ার ফল কল্যাণকর হতে পারেনা।

এক সময় ধর্মীয় সব কিছুতেই আরবী ব্যবহার করা হত কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক জনগণ কে বোঝানোর জন্য ফেৎরা দোয়া ইত্যাদি বাংলায় হয়ে থাকে।

ইসলামীক ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে 'আকাইদ" ইবাদত ইত্যাদির মত বিষয় বাংলায় শিক্ষা দেয়া চলে এবং ইসলামী ধর্ম পুস্তকে তাই রয়েছে ।

নিরক্ষরতা দুর এবং উচ্চ শিক্ষার ধাপে পা বাড়াবার মত যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক সুরে ধর্ম সহ সকল শিক্ষনীয় বিষয় মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বিপন্ন বই : ২২-৭-৮৩

স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের বই বন্টন ব্যবস্থার জন্য প্রচুর বই ক্ষতির সম্মুখীন এবং ছাত্র/ছাত্রীরা নানা অসুবিধায় ভুগছে।

নতুন উদ্যোগ নেয়ার সময় সংগে সংগে উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলার দিকটিও ভাবা উচিত ছিল খোজা উচিত ছিল সুরাহার পথটিও।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম : --৪-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম : ২১-৪-৮৩

এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর এক সংগে দুটো প্রথম বর্ষ চলার পরিস্থিতি হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে ।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় বলে ভর্তি পর্ব শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি অনেকটা একই রকম ।

তৎসাথে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে ।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সার্থকতা : ১১-৯-৮৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে উপাচার্য ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী একটি স্বাধীন ও দরিদ্র দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদার কথা বিবেচনা করে উপনিবেশিক যুগের শিক্ষাক্রমকে বাদ দিয়ে নুতন করে ঢেলে সাজাবার কথা বলেছেন ।

এক্ষেত্রে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সমাজের সবাইকে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠ পরিবেশ ও সুনামকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে হিংসাত্মক ঘটনা : ২২/৬/৮৩

ছাত্রদের যারা রাজনীতির বাইরে রাখার কথা বলেন তাদেরই কোন কোন মহল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের একাংশকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ শোনা যায়। এর ফলেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে।

এর অবসান সবাই কামনা করেন ।

ভুল শেখার চেয়ে কম শেখাও ভাল : ২২-৫-৮৩

আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে যে বই সরবরাহ করা হয় তাতে বানান ও ছাপার অজস্র ভুল আছে যা সহতব্য নয়।

তাই বলা যায় যে, ভুল শেখার চেয়ে কম শিক্ষাও ভাল।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের বিদেশে পাড়ি ১১-১-৮৩

দেশের বহুসংখ্যক ইংরেজী শিক্ষক বিদেশ চলে যাওয়ায় দেশে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বিরাট সংকট দেখা দিয়েছে। নানা ক্ষেত্রেই এই অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

সাধারণ ভাবে যাতে এ প্রবণতা রুখে সেজন্য গোড়াতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

শিক্ষক ও ভবিষ্যত নাগরিক: ২৭-১০-৮৩

মানুষ গড়ার কারিগররা যখন দুর্নীতি অনিয়ম ও অসত্যের আশ্রয় নেয় তখন তারা যাদের শিক্ষা দেন সেই কোমল মতি বালক বালিকা তাদের কিনা থেকে কীভাবে সৎ ও সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার তালিম পাবে? এ দিকটায় সরকারের জরুরী দৃষ্টি দেয়া উচিত।

শূন্য অগ্রগতি:

পাঁচ বছরে দু'হাজার নতুন স্কুল তৈরীর কথা থাকলেও গত তিন বছরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অধীনে একটি স্কুল ও তৈরী হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে তোলা না গেলে সত্যিকার সাফল্য কতটুকু সম্ভব তা ভেবে দেখা দরকার।

সচেতন হওয়ার শিক্ষা: ২২-১১-৮৩

সরকার উন্নয়নের আশ্বাস দেয়, আর আমরা আশ্বস্ত হয়ে বসে থাকি, নিজেরা মিলে কিছু করার প্রয়োজন দেখিনা। এমন অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে প্রচুর।

সকল কাজে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকা অপ্রসংশনীয়।

স্কুল কলেজের সংকট ও সমস্যা: ৮-৯-৮৩

স্কুল কলেজ গুলোতে দুর্দশার প্রতিযোগিতা সমান চলে চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোর দায়িত্ব সরকার যেভাবে পালন করেছেন তাকে দায়সারা গোছের কাজ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

স্কুল পাঠ্য বই সম্পর্কে কয়েকটি ছন্দ-কথা: ৪-৩-৮৩

পাঠ্য বছরের দু'মাস গত হয়েছে নবম ও দশম শ্রেণীর আটটি বিষয়ের বই ছাপা হয়েছে। পাঠ্য বই আরম্ভের আগেই সকল বই ছেপে বাজারে ছাড়ার কথা। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না হওয়াতে ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিবছরই ৩/৪ মাস সময় নষ্ট হচ্ছে। উপর চেপে বলতে না পারে সেদিকে সরকারের নজর রাখার জন্য অনুরোধ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প

আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা : ২৩-৯-৮৩

নগর-শহরের আবাসিক এলাকায় অবস্থিত শিল্প কারখানা গুলো জনজীবনে মহা-সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে।

এ নগর বাসীর জীবনে শান্তির জন্য শিল্প দপ্তর, পৌর সভা অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন, এটাই সবাই আশা করে।

কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ : ১৭-১১-৮৩

গত কয়েক বছরে সরকারী ঋণ সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং কর্ম-সংস্থানের ফলে কুটির শিল্পের কিছুটা অগ্রগতি বা প্রসার ঘটেছে।

কুটির শিল্পের নানা সমস্যা রয়েছে এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হলে এই শিল্পের আরও উন্নতি ঘটবে।

টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ ও তাঁত শিল্প : ৩১-৭-৮৩

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই তাঁত শিল্পে সংকট দেখা দেয়। তার প্রধান কারণ প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত পরিমান উচ্চ কাউন্টের সূতার অভাব।

তাঁতীদের উচ্চ কাউন্টের সূতা সহ প্রয়োজনীয় ঋণ ও দ্রব্যাদির উপর থেকে কর ও শুল্ক প্রত্যাহার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে তাঁত শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব।

তাঁত শিল্পের গুরুত্ব সরকার উপলব্ধি করুন - ২১-৭-৮৩

লোকসানের ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁতীরা তাঁত বন্ধ করে দিচ্ছে। হাতে চালানো তাঁতের কাপড় উৎপাদনে বাংলাদেশ এখনো বিশ্বে অদ্বিতীয়। জগৎবিখ্যাত মসলিন বিলুপ্ত হলেও ঢাকাই জামদানী, টাংগাইল ও সূক্ষ্ম বুনন ও বিশিষ্টময় নকশা ও কারুকার্যের জন্য বাংলার তাঁত শিল্পীদের নাম সর্বত্র।

ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন যে, কতখানি সেটা সরকার আর একবার গভীরভাবে উপলব্ধি করুন।

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিকজনের আবার সেই জ্বালা : ৪-৬-৮৩

দেশী মশার কয়েল রক্ষার জন্য বিদেশী কয়েল আমদানী বন্ধ করা হয়েছে।

এই সুযোগে দেশীয় উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীরা কয়েলের মূল্য বৃদ্ধি করে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং বিদেশী কম মূল্যের মশার কয়েলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

পল্লীর কুটির শিল্পের সমস্যা : ৩১-১-৮৩

গ্রাম থেকে আরম্ভ করে জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প জাত দ্রব্যাদি বাজার জাত করার জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করি উৎপাদনকারীদের প্রয়োজনীয় কাচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং উৎপাদিত পন্যের বিক্রির ব্যবস্থা করে পল্লীর কুটির শিল্পের সমস্যা দূর করবেন ।

ব্লেড ফ্যাক্টরী : ৭-১০-৮৩

বিশ লাখ দেশীয় ব্লেড ঘরে ফেলে রেখে বাইরে থেকে নানা জাতের ব্লেড আমদানী করার পেছনে কি যুক্তি মিলতে পারে ?

আসল ঘাপলা কোথায় তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে দেশীয় সম্পদের ব্যবহার এর জন্য সবাইকে সচেতন করে তোলতে হবে।

শিল্প সনরক্ষম : ৫-১০-৮৪

শিল্প রস জ্ঞান সহজ ব্যাপার নয়। এ জন্যে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা চাই। কোন বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে শুধু আহা মরি মরি ভাব প্রকাশ যথার্থ রস জ্ঞানের পরিচয় মিলতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু কল্যান

একটি বেদনাময় উপলব্ধি : ২৩-৯-৮৩

বিশ্ব খাদ্য পরিস্থিতি মারাত্মক অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা থেকে এই হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে ।

খাদ্যের সংগে সমর সজ্জার ক্ষুধার সংগে বুলেট বোমার প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে ।

কৃত্রিম দুধ, অকৃত্রিম ব্যধি : ২-৩-৮৩

গত এক দশকে অন্যতম প্রধান প্রবনতা হিসেবে কৃত্রিম দুধের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে । চাহিদার সংগে সংগে আমদানীর পরিমানও চলছে বেড়ে ।

প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আনা দুধ শিশুদের অপুষ্টিতেই বেশী ভোগিয়ে থাকে ।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারী পর্যায়ে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন এবং শিশুদের জীবন থেকে সংশয় দুর করা উচিত ।

গুড্ডুদের জন্যে ১২-১০-৮৩

প্রতি বছর এক হাজারে তিনজন শিশু মানসিক অপূর্ণতার শিকার, এর পেছনে জন্মগত কারণ রোগ-ভোগ ছাড়া সামাজিক বঞ্চনা এবং ব্যধির সংক্রমন রয়েছে ।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের যথোপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন ।

জীবনের মূল্য : ২-১০-৮৩

তৃতীয় বিশ্বে একটি শিশুর জীবনের মূল মাত্র সাড়ে ১২ ডলার ।

প্রতি বছর অস্ত্র উৎপাদন খাতে মোট যে অর্থ ব্যয় তার মাত্র এক পঞ্চমাংশ হলেই তৃতীয় বিশ্বের সার্বিক শিশু স্বাস্থ্য সুষ্ঠভাবে গড়ে তোলা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

মা ও শিশুর জন্য জাতীয় পর্যায়ে কমিটি : ২৪-৪-৮৩

বাংলাদেশে প্রসূতি মায়েদের এবং শিশুদের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হলেও এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে বড় বাধা শুধু অর্থাভাব নয় সামাজিক দৃষ্টিভংগী। এছাড়াও রয়েছে প্রয়োজনীয় সংগঠনের অভাব।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের প্রায় দেশগুলোতেই এই একই অবস্থা।

মায়ের জাত হিসেবে যারা নিজেরাই স্বাস্থ্যহীনা ও দুর্বল তারা কিভাবে উপহার দেবে স্বাস্থ্যবান শিশু।

শিশু ও মায়েদের জন্য জাতীয় পর্যায়ের কমিটি আমাদের সমাজে মেয়েদের প্রতি যে দৃষ্টিভংগী রয়েছে তা বদলাতে সহায়তা করবে।

মাতৃভাষা যখন ক্ষুধা : ১-৩-৮৩

উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক কোটি শিশু তাদের প্রথম জন্মদিনের আগেই মায়ের কোলশূন্য করে চলে যায়।

আমরা তো বিশ্বের প্রতিটি আদরের শিশুকে তাদের প্রতিটি জন্মদিনে জানাতে চাই অভিনন্দন, আমরা তো চাই তাদের মাতৃভাষা যেন কখনো না হয়ে উঠে ক্ষুধা।

শিশুর অপুষ্টি ও মৃত্যু : ১৪-১-৮৩

একটা কথা সহজেই অনুমেয় যে, বাংলাদেশের শিশু মৃত্যুর হার স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অনেকের ছাড়িয়ে যাবে। দেশী বিদেশী শিশু রোগ বিশেষজ্ঞদের অভিমত ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। তাদের মূল কথা অপুষ্টি অত্যধিক শিশু মৃত্যুর কারণ।

তাই শিশু খাদ্য সমস্যা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এই দু'দিক বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু একাডেমীর ভূমিকা : ১২-১২-৮৩

যত শিগগির সম্ভব দেশের প্রতিটি উপজেলায় শিশু একাডেমীর শাখা খোলা হবে।

বৃহত্তর সমাজের শিশুদের কাছে টানার মধ্যে, তাদের ভেতরে সুপ্ত হয়ে আছে যা কিছু তাকে বিকশিত করার প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত আছে জাতীয় শিশু একাডেমীর সার্থকতা।

শিশু খাদ্য ও শিশু স্বাস্থ্য : ২৮-২-৮৩

মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া শিশু খাদ্য বাজারে বিক্রি হচ্ছে। শিশু স্বাস্থ্যের জন্য এটা খুবই ক্ষতিকর।

শিশু স্বাস্থ্যের প্রশ্ন যেখানে জড়িত শিশু খাদ্যের কার্যকারিতার নিশ্চিত আশ্বাসটুকু অন্তঃ সেখানে থাকা চাই। ক্ষতিকর বলে বিশ্ব বাজারে নিষিদ্ধ শিশু খাদ্য আমাদের প্রতিবেশী দেশে বাজার জমিয়েছে। এই আমদানীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এবং সাথে সাথে নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন এই বিষাক্ত শিশু খাদ্যের প্রতি।

শিশু মৃত্যুর হার : ৭-৯-৮৩

স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে শিশুরা এখনো এক নীরব জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করছে। তৃতীয় বিশ্বে প্রধানতঃ দারিদ্রই এই শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী।

তা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। তৎসাথে সম্পদের পুনর্বিন্যাস ও অপচয় রোধের প্রয়োজন রয়েছে।

শিশু মৃত্যুর কারণ : ৩১-৫-৮৩

আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর কারণ কেবল দারিদ্রতা নয়, অজ্ঞতা অনেকাংশে দায়ী।

এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মায়েদের সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

শিশু শ্রম : ১১-৬-৮৩

বিশ্বে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। আই,এল,ও'র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেশেও একই অবস্থা।

আমাদের অন্তঃ শিশু শ্রমের প্রতি মানবিক আচরণের নিশ্চয়তাটুকু করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসবাদ

এরুইনোর হত্যাকান্ড : ২৪-৮-৮৩

ফিলিপাইনের বিরোধী দলীয় নেতা এরুইনোর খুনের ঘটনা রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের আর এক দুর্ভাগ্যজনক নজির হয়ে থাকলো।

রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সব সময়ই নিন্দনীয়।

কালো রাতের শিক্ষা : ২৫-৩-৮৩

আজ ২৫শে মার্চ, ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় রচিত হয়েছিল '৭১-এর এ রাতে। বাংগালী জাতি যে স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। এই রাতেই বর্বর গণহত্যার নির্বিচার শিকার হলেন ছাত্র, শিক্ষক ও দিনমজুর।

আর এ অগণিত মানুষের মৃত্যুর মধ্যেই জন্ম নিল স্বাধীনতার লক্ষ্যে বাংগালীর বীরত্বপূর্ণ দুর্জয় প্রতিরোধ সংগ্রাম। এ রাত তাই ভোলার নয়। এরাই বাংলার মানুষকে দীক্ষা দিয়েছিল প্রতিরোধের অগ্নি মন্ত্রে।

কী করে সম্ভব : ১৩-৫-৮৩

যশোরে প্রকাশ্য দিবালোকে রামদা, ছুরি, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে চারদফা মারামারির পর বেশ কয়েকজন মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এর নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। অপরাধ দমনের পাশাপাশি ব্যর্থতাও খুজে বের করা দরকার।

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে : ১৪-৮-৮৩

বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামকে জোরদার করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হলো জাতিসংঘ আয়োজিত সম্মেলন। জাতিসংঘের নেয়া কর্মসূচী বিশ্বব্যাপী বর্ণবাদ বিরোধী সচেতনতাকে গভীরতর করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

রহস্যময় নরখাদক : ৭-৬-৮৩

খুলনা জেলার বুপসা থানায় গত মে মাসে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটেছে পাঁচটি শিশুর। মানুষ নানা কুসংস্কার মেনে চলে আর চতুর অপরাধীরা সেই সুযোগ নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সমবায়

সমবায় না দুর্নীতির আখড়া : ২৭-৫-৮৩

সব আমলের সরকার নানাভাবে উৎসাহিত করেছে সমবায়কে কিন্তু তা' জনগণের মধ্যে হতাশাছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারে নি ।

যারা সমবায়ের নামে জনগণের মনে হতাশার সৃষ্টি করছে তাদের সাজা হওয়া প্রয়োজন ।

সমবায় বিভাগের বাড়তি : ১-৪-৮৩

গত দুই দশকে সমবায় সমিতির সংখ্যা যে ভাবে বেড়েছে তার সংগে সংগতি রেখে বিভাগের কর্মক্ষমতা বাড়ানো হয় নি ।

তবু সব মিলিয়ে সমবায়ের প্রতি উৎসাহ জাগ্রত রাখার কাজ চলে আসছে ভালোভাবে । এর প্রমাণ সমবায় সমিতি ও সমবায়ীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে এখনো ।

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা

অন্যায়ের প্রতিবাদের মাশুল : ৩০-৬-৮৩

গ্রামের নানা টাউটদের দৌরাত্মের প্রতিবাদ করতে যেয়ে অনেকেই টাউদের দৌরাত্মের শিকার হয়েছেন এমন ঘটনা প্রায়ই পত্রিকাতে প্রকাশিত হচ্ছে।

গ্রামের কায়েমী স্বার্থের জট ভাংতে না পারলে বার বার গ্রামের শান্তি বিঘ্নিত হবে।

আইন যেন দুর্ভাগিনীদের দুর্ভোগ না বাড়ায় : ২৩-৬-৮৩

যে সব নারী - নারী পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে তারা অনেকেই নেবাপড়া জানেনা।

তাই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী পাচারকারী দলের শিকার মেয়েদের কথা ভাবতে হবে এবং আইন মানবীয়ভাবে এদের অনুকূলে প্রয়োগ প্রয়োগ করা হয়।

আত্মহত্যার অধিকার : ৩১-১২-৮৩

বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একা ও অবলম্বনহীন হয়ে পড়ছে সংকটে বিহবল হয়ে আর মোকাবেলা করতে পারছে না জীবনকে। তাই আত্মহত্যা হার বাড়ছে, আশংকাজনক হারে, বাড়ছে আমাদের দেশেও।

পাশ্চিমা দুনিয়ায় আত্মহত্যার অধিকারের দাবী উঠেছে কিন্তু এ ধরনের প্রার্থনা মনজুর করা যায় না।

কারণ মৃত্যুকে স্বাভাবিক হতে হবে এটাই নিয়ম, অস্বাভাবিক মৃত্যু কোন নিয়ম নয়।

আত্মহত্যা কেন ? ১৫-১১-৮৩

মৃত্যুর ১০টি কারণের মধ্যে পৃথিবীতে আত্মহত্যা এখন শীর্ষে রয়েছে বলে জানা গেছে।

দেশে আত্মহত্যার ঘটনা যে বাড়ছে তার কারণ শুধু সমাজিক-পারিবারিক বিরোধ নয়। আর্থসামাজিক পরিস্থিতিও দায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

আর কত ন্যুব্জ হবে মানুষ : ১১-১০-৮৩

রিকশায় মানুষ আর ঠেলাগাড়ীতে মোট ঠেলছে মানুষ জমিতে লাঙল দিতে গিয়ে জোয়াল কাঁধে নিয়ে ঠেকাবে এ আর বিচিত্র কি ?

জোয়াল কাঁধে পুত্র আর লাংগল হাতে পিতা। এটাই মানুষের ছবি, দেশের ছবি।

কিন্তু প্রশ্ন : আর কত ন্যুব্জ হবে মানুষ। চারপাশে এভাবে ছড়িয়ে থাকতে আর কত ন্যুব্জতা ?

আল্লাহ তুমিই মশা নিবারণ কর : ৯-৭-৮৩

মশারা ঢাকা নগরীসহ দেশের অন্যান্য স্থানে পূর্বের মতই ফিরে এসেছে।

মশক নিধনের নানা উদ্যোগ নিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি। অতএব, সৃষ্টিকর্তা ছাড়া মশা ঠেকানোর আর কোন উপায় নেই। নইলে মরহুম হাবিবুল্লাহ বাহারের মত একজন আকলমনদ মানুষ আবার পাঠাও। কারণ তিনিই পঁয়ত্রিশ বছর আগে ~~ছবুম আবার~~ বহু কালের জন্য এই মহানগরীকে মশকশূন্য করেছিলেন।

ইঁদুরের উপদ্রব ও সমাধানের পথ : ১৮-১-৮৩

ঢাকা শহর সহ দেশের প্রত্যেকটি এলাকার ইঁদুরের উপদ্রব রীতিমত অত্যাচারে রূপ নেয় রাত্রি বেলা। এরা সাধারণত ফসলেরই বেশী ক্ষতি করে থাকে। এমন কি এদের ক্ষতির পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের শতকরা দশ থেকে পনর ভাগ। এটা রক্ষা করলে খাদ্য ঘাটতি কিছুটা হলেও কমত।

শুধু নিজেরাই ইঁদুর নিধন না করে পাশাপাশি যে সকল প্রাণী প্রাকৃতিকভাবেই ইঁদুর নিধন করে থাকে তাদের সংরক্ষণ করলে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

ঢাকা শহরের ব্যাপারে অনুরোধ মশার সাথে ইঁদুরের বৃদ্ধি বিরুদ্ধে সার্থক কিছু একটা অভিযানের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাইল-লেবানন চুক্তিঃ ২০-৫-৮৩

ইসরাইল ও লেবাননের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাতে আট সপ্তাহের মধ্যে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহারের কথা রয়েছে। কিন্তু ইসরাইল যেহেতু সিরীয় সৈন্য প্রত্যাহারের শর্ত হিসেবে নিয়েছে আর যেহেতু সিরীয়া সে দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে সেক্ষেত্রে এ চুক্তি বর্তমান শান্তির সম্বন্ধে কোন আশ্বাস বাণী বহন করছে না। উপকূলী

উপকূলীয় সাগরে বোম্বেটের হানাঃ ৮-৪-৮৩

একটি ইংরেজী দৈনিকে ছাপা হয়েছে যে, গভীর সাগরে মাছ ধরার কারবার নাকি লাভজনক। এর পাশাপাশি অন্য একটি ইংরেজী দৈনিকে বিপরীত চিত্র বহন করে অপর একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে।

মাছ ধরা নিয়ে বর্মীদের সাথে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তা রুখবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তা না হলে আমাদের সমুদ্র মৎস্য শুন্য তো হবেই, সীমান্তবর্তী ও উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও হুমকির সম্মুখীন হবে। কারণ আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর বিদেশীদের লোভ বহুদিন ধরে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

এ অবস্থায় প্রতিকার কী? ৭-১-৮৩

দুটো চিঠি বেরিয়েছে সম্প্রতি, একটি লিখেছেন জনৈক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য টাংগাইলের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে। ডাক বিভাগের অব্যবস্থার জন্য ২৫ দিন লাগছে চিঠি ময়মনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে টাংগাইলে তারর গ্রামে আসতে। তাই তিনি ঐম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারেন নি। এর প্রতিকার প্রয়োজন।

এ মৃত্যু আমাদের ব্যথিত করেছে। ১০-৯-৮৩

দক্ষিণ কোরিয়ার যাত্রীবাহী বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিমান বাহিনী গুলি করে ভূপাতিত করেছে। বিমানের সকল আরোহীই নিহত হয়। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক।

বিশ্বে শান্তি ও আস্থার ভাব সৃষ্টি আরও জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিড়ম্বনার অবসান চাই: ৮-৮-৮৩

রাজধানীতে প্রমোদবালাদের সংখ্যা যে বেড়েছে তা নিয়মিত প্রমোদবালা গ্রেফতারের খবর থেকে বোঝা যায়। অভাবের তাড়নাই এর প্রধান কারণ।
প্রমোদবালা গ্রেফতার এর পাশাপাশি পুলিশী কাজের বাড়াবাড়ি নিয়ে অভিযোগ এসেছে। আমরা আশা করি বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এ ধরনের বিড়ম্বনার অবসান ঘটাবেন।

এইসব যত ময়লা, যত নোংরা: ১৪-৩-৮৩

হঠাৎ যে সমাজ থেকে ময়লা দুর করা যায়নি, নোংরা সাফ করা যায়নি সেখানে তো জন্ম নেবেই ফাঁকে ফাঁকে শোষণ নিপীড়ন, সেখানে তো জীবন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়বেই। সব কিছু দেখে শুনে মনে প্রশ্ন জাগে একটিই - যা দিয়ে দুর করবো মোরা সে সকল ময়লা। সাফ করবো সকল নোংরাতা আর কতকাল দুষ্প্রাপ্য বা অল্প আয়ত্ত হয়ে থাকবে।

এই অদ্ভুত শুন্যতা কি দুর হবার নয়: ১৩-১১-৮৩

-পদ শুন্য, উপযুক্ত লোক বেকার অবস্থায় দিন যাপন করছে। তবু শুন্যতা পুরণ করা হয়না।

পদ শুন্য থাকলেও লোক নেয়া হয়না। এমন নজির দুনিয়ার আর কোন দেশে মিলবেনা। তাও আবার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং শিক্ষকের পদ।

কাজের লোকদের হাত দীর্ঘ কাল অলসতার ফলে অচল হয়ে পড়লে ক্ষতি দেশেরই। সরকার এই ক্ষতির মুখে চুপ থাকবেন না বলেই আশা করা যায়।

এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার পুনরাবৃত্তি রোধ কর: ১-১১-৮৩

অভাবের তাড়নায় বিত্তশালীর বাড়ীতে কর্মরত পরিচারিকা, গৃহভৃত্যের উপর নির্যাতন-লাঞ্ছনার কাহিনী এদেশে আমার প্রায় গা-সহা হয়ে গেছে।

যে আইন গরীবের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় পুলিশের রুদ্রমূর্তি হয়েছিল দেখা দেয়। সেই আইন যদি ধনীর দরোজায় অন্যতার পক্ষে মাঝে প্রতিশ্রুতিতে বিঘ্নিত হয় তা শুধু দুঃখ জনকই নয় সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থানের সমস্যা : ২৫-৮-৮৩

আমাদের দেশে কর্মসংস্থান সমস্যা একটি অন্যতম সমস্যা।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে স্থায়ী কর্মসংস্থান সম্ভব। সাথে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

কর্মহীন শ্রমিকের সমস্যা: ৮-৫-৮৩

চাঁদা আদায়ের দায়ে পুলিশ মতিঝিল এলাকা থেকে ১৪ জন বেকার শ্রমিককে গ্রেফতার করছে।

মানবিক এ সমস্যা সমাধানের জন্য সহানুভূতির প্রয়োজন রয়েছে। গ্রেফতার ইত্যাদির মাধ্যমে মূল সমস্যার সমাধান মিলবে কি?

কারাগার পরিস্থিতি: ২৫-৫-৮৩

দেশের কারাগার গুলোতে এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক। কারাগার সংস্কার অবশ্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে যে সমাজ মানুষকে অপরাধী বানিয়ে শেষ পর্যন্ত কারান্তরালে পাঠায় তার সংস্কারই জরুরী।

গ্রামের মানুষকে গ্রামে রাখতে হলে: ১-৯-৮৩

হদানীংকালে গ্রাম ত্যাগীদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌছেছে।

এই অশুভ পরিণতি ঠেকাতে হলে পল্লী অঞ্চলে কাজের সুযোগ বাড়ানোর জন্য জরুরী পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে।

গণমৃত্যুর বিকল্প পথ=পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণ: ৮-১-৮৩

পারামানবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বেসরকারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কত অসারতা বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

Dhaka University Institutional Repository

পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণ ও দারিদ্র থেকে তথা ক্ষুধা থেকে থেকে মুক্তির পথ ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

বৃটেনে বিক্ষোভকারীদের গণমৃত্যুর মহড়া পারমানবিক যুদ্ধের সত্যটিকেই তুলে ধরতে চেষ্টা করছে।

চাকরি ক্ষেত্রে বয়সসীমার সমস্যা: 30-১১ ৭৮৩

সরকারী চাকুরীর বয়স সীমা ২৭ বছর নির্ধারিত থাকায় নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৬ লাখের উপর এমন অবস্থা বজায় থাকলে এ সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলবে।

তাই অবস্থা বিশেষে বয়স সীমা শিথিল করার দিকটা বিবেচনার মধ্যে রাখলে বেকার সমস্যার অনেকটা সুরাহা হওয়ার আশা করা যায়।

ঢেউটিনের সংকট কেন: ৫-৪-৮৩

~~[illegible]~~ বাজারে ঢেউটিনের সংকট চলছে। দামও বেড়েছে অনেকটা বেশী। এর মূল কারণ বেসরকারী খাতে আমদানী বন্ধ এবং আমাদের স্টীলমিলের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্নমাত্রা কাজে খাটানো হয়না।

এ জন্য প্রয়োজন আমদানী বাড়ানো সহ এবং তৎসাথে উৎপাদন বর্ধিত করা।

ট্রেন যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা: ৪-১-৮৩

ট্রেনে চলাচল বিশেষ করে রাতের ট্রেনে চলা যাত্রী সাধারণের জন্য রীতিমত একটি আতংকের কারণ হয়ে রয়েছে দুর্বৃত্তের দৌরাত্মে। এবং প্রায়ই যাত্রী সাধারণ আর্থিক ও শারীরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়।

এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত প্রয়াসে রেলওয়ের সার্বিক মান উন্নয়নই উদ্ভূত আজ কাম্য

Dhaka University Institutional Repository

টেলিফোন ট্রাংকন বনাম গ্রাহকদের আক্ষেপ: ৪-১-৮৩

আগামী জুলাই এ দেশের সকল স্থানের লোক সরাসরি ডায়ালে ঢাকার সাথে কথা বলতে পারবে। ট্রাংকল বুক করে লাইন পা য়ার জন্য ঘনটার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবেনা।

সময়ের তালে তালে টেলিফোনের চাহিদা ও প্রয়োজন বেড়েছে। কিন্তু টেলিফোন নিতে যারা বহু খরচ পত্র করে সেই গ্রাহকদের সন্তোষজনক সার্ভিস তো দিতে হবে।

তালাক বিয়ে যৌতুক: ৩-৩-৮৩

কুশীসতো বিয়ে, তালাক, আবার বিয়ে ও যৌতুক এমনি ধরনের অনাসৃষ্টি কান্ড আমাদের সমাজে অনবরত ঘটছে।

ইসলাম ধর্মে যৌতুক স্বীকৃত নয়। বিয়ে এবং তালাক সম্পর্কেও ধর্মীয় নীতি এবং রাষ্ট্রীয় আইন আছে। সে নীতি ও আইন মানব কল্যানেই, মানব নির্যাতনের জন্য নয়। সেইনীতি ও আইনকে ফাঁকি দিয়ে নারী নির্যাতন করা হচ্ছে অমানুষিকভাবে। একে প্রতিকার করা অবশ্যই প্রয়োজন।

থাই ট্রলারের হানা: ১৫-৯-৮৩

বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর জাহাজ বংগোপসাগরে একটি থাই ট্রলার আটক করেছে।

এ পরিস্থিতিতে উপকূলীয় অঞ্চলে রক্ষাবাহিনীর টহল ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। পাশাপাশি কূটনৈতিক তৎপরতার প্রয়োজন রয়েছে।

দায়সারা কাজের খন্ডকাট: ২৭-৫-৮৩

ভিক্ষুক ধরার নামে অভিক্ষুক ধরা নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে জনমনের মধ্যে।

ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হলে ভিক্ষুক পাকড়াওয়ের জন্য ছোটাছুটি করতে হবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

নদ-নদীর হাল ও সংস্কার কাজ: ২৬-১-৮৩

পানি হ্রাস সময়মত ও প্রয়োজনীয় খনন ও সংস্কারের অভাবে এরই মধ্যে দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের প্রায় সবগুলো নদী নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

তাই নিয়মিত নদী খনন ও সংস্কার কাজ চালানো প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ বাছাই করে সুষ্ঠভাবে নদী খনন কাজ সমাপ্ত করা প্রয়োজন।

নারী হত্যা বন্ধের পথ কী ? ১০-৪-৮৩

মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সমাজে মেয়েদের উপর লাঞ্চনা গঞ্জনা শেষ হওয়ার নয়। নারী হত্যা বন্ধের কোন সুরাহা হবার নয়।

এর জন্য ফলপ্রসু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

পাঁচ বা চাবুক: ৪-৫-৮৩

সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সমাজপতিদের আগ্রহ উৎকন্ঠা স্বাভাবিক। কিন্তু দু'একজন প্রমোদবালাকে পাঁচ দশ ঘা চাবুক মেরে কি সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করা যাবে?

সখ করে কোন মানুষই অসামাজিক পথে যায় না। সামাজিক পরিস্থিতিই একজন মানুষকে অসামাজিক বানিয়ে দেয়।

পুতুল রানী সরকার: ১৪-২-৮৩

চৌদ্দ বছরের কিশোরী পুতুল রানীর বিয়ে হয়েছে ৯৫ বৎসরের বৃদ্ধ মেদা ভৌমিকের সাথে। এর পেছনে রয়েছে কন্যাদায়গ্রস্থ অসহায় গরীব পিতা আর পেটের দায় অন্যদিকে যৌতুক।

এরমুলে রয়েছে দারিদ্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

পুতুল রানীর ঘটনাটি খবর হয়ে একটি ব্যতিক্রম হিসাবে স্থান পেয়েছে। যে পশ্চাতে রয়েছে আরও অনেক পুতুল রানী।

যৌতুক বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে, তা প্রয়োগে কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের অধিকার সংরক্ষণ সমিতির সমাচার : ১৮-৮-৮৩

এই সমাচার প্রচারপত্রে "অসহায়" পুরুষের প্রতি অবিচারের কিছু অভিমত দেয়া হয়েছে।

মেয়েদের সম্পর্কে যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে এই প্রচার পত্রে আরওসমিতি র গঠন করে তারপর তাদের প্রতি কোন হিত কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না।

প্যালেস্টাইনীদের নিশ্চিহ্ন করার ইসরাইলী নীলনকশা। ২-৪-৮৩

ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীরে জেনিন শহরে প্যালেস্টাইনী ছাত্রীদের উপর বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। গত ২৭শে মার্চ বিষ ক্রিয়ায় আক্রান্ত ছাত্রীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বার বার মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করা সত্ত্বেও এবং জাতিসংঘ গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি বুড়ো আংগুল দেখিয়ে ইসরাইল যে পার হয়ে যাচ্ছে তার পিছনে রয়েছে মার্কিন প্রশাসনের অকুণ্ঠ সমর্থন।

প্যালেস্টাইন সম্মেলন : ৪-৯-৮৩

আরবদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলক তৎপরতার প্রেক্ষাপটে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতিসংঘ আহূত প্যালেস্টাইন সম্মেলন।

,প্যালেস্টাইন সম্মেলন ইসরাইলী নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সফল অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাসী।

পাশ্চাত্যের শান্তিবাদী বিক্ষোভ : ২৫-১০-৮৩

জেনেভায় সোভিয়েত মার্কিন অস্ত্র আলোচনা যখন এক অচলাবস্থার মুখে পশ্চিম ইউরোপে যে সময় নুতন করে পারমানবিক অস্ত্র বিরোধী বিক্ষোভ তীব্র রূপ নিয়েছে।

ইউরোপের মানুষ শান্তির স্বার্থে, নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই চাচ্ছে পারস্পরিক নিরস্ত্রীকরণ।

পারস্পরিক আলোচনাই কেবল তা আসতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

বখাটেদের দৌরাত্ম্য: ১৫-৮-৮৩

বখাটেদের দৌরাত্ম্যের খবর প্রায়ই প্রকাশিত হয় পত্রিকায় বখাটেদের নিয়ে যে সমস্যা তা এই সমাজ ব্যবস্থারই সৃষ্টি। কাজেই ওই ব্যবস্থাগুলো নিয়ে যদি কিছু করা যায় তবে কাজে হাত দেয়াই ভাল।

বাস, ট্রাক বীমা ব্যবস্থা: ১৭-৯-৮৩

সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার পয়লা এপ্রিল থেকে বাস ট্রাক ব্যাপকভাবে বীমা করানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বীমা ব্যবস্থা কতটা ব্যাপকভাবে চালু করা যাবে তার ওপরই নির্ভর করবে এসব ক্ষেত্রে সাফল্য কত দূর প্রসারিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশেরই বেশী উদ্যোগ নেয়া উচিত: ২২-১২-৮৩

পাকিস্তান বাংলাদেশে অবস্থানরত তিন লাখ অবাংগালী মুসলমানকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে।

বাংলাদেশ এ ব্যাপারে বেশী গরজ থাকা উচিত এই জন্য যে, ভিনমনা তিনলাখ লোকের দায় দায়িত্বের যে বিরাট বোঝা তার ঘাড়ে এক যুগ ধরে চেপেবসে আছে অবাংগালীদের পাকিস্তান পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে তা দূর হবে।

বিচারকের স্বল্পতা: ৯-১-৮৩ ইং

ঢাকা জেলা আদালতে বিচারকের বহু আসন খালি। কারণ অনেকেই বদলী হয়ে চলে গেছেন। বিচারের বিলম্বের কারণ একাধিক হলেও বিচারকের সংখ্যা স্বল্পতার ফলকে সামান্য বিবেচনা করা চলেনা।

দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে নুতন সমস্যাও বাড়ছে এই অবস্থা মোকাবেলার জন্য বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোও উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব নারী দিবসে আমরা: ৮-৩-৮৩

আজ ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস । পৃথিবীর সব দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এই দিনটি পালিত হচ্ছে ।

আবহমান কাল ধরে পুরুষ শাসিত সমাজে নারী যে নিদারুন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার শিকার হচ্ছে তার অবসানই এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য।

আজ যখন বিশ্ব নারী দিবস এদেশে পালিত হচ্ছে তখন মেয়েদের শিক্ষাও আত্ম-নির্ভরতার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণেরই তাগিদ বিশেষভাবে দিত হয়।

বিশ্ব খাদ্য দিবস: ২৩-৪-৮৩

তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ দুবেলা খাবারের সংস্থান নেই।

সে ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো উন্নত ও কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা জন্য উন্নয়নশীল দেশ-গুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দিলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের খাদ্য সংকট অনেকাংশে লাঘব হবে।

বেওয়ারিশ লাশ: ২৩-৫-৮৩

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গের সামনে একটি লাশ পড়ে রয়েছে । আশেপাশে কুকুর ঘুর ঘুর করছে। কারণ লাশের প্রয়োজনীয় কাগপত্রের অভাব। বিবেকের সাম্প্রত্য তাড়া থাকলে এমনটা হতে পারে না। সামান্য তাড়া থাকলে এমনটা হতে পারেনা।

এমন দুঃখজনক ঘটনার অবসান অবশ্যই হতে হবে।

মশা দমন পক্ষ: ২৭-১-৮৩

[illegible] ঢাকা শহরে প্রচন্ড আকারে মশার উপদ্রব দেখা দিয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এর উদ্যোগে এ,ক মশা নিবারীণী কমিটি গঠিত হয়েছে যার সুপারিশ অনুযায়ী ২৭শে জানুয়ারী থেকে মশানিধন অভিযান কর্মসূচী আরম্ভ হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কিন সামরিক স্বার্থের বিশ্বরূপ : ৪-২-৮৩

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ক্যাসপার ওয়েন বার্নার গত ১লা ফেব্রুয়ারী একটি সত্য কথা বলেছেন। "আমাদের মিত্রদের প্রতি দায়দায়িত্ব হিসেবে নয় ইউরোপে আমরা সৈন্য রেখেছি সরাসরি আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থেই।"

অন্যদিকে রিগ্যান সরকার ঘোষণা করেছেন, স্বাধীনতা বিশ্বের দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব মূলত এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। যারা তার এই সার্বভৌমত্বের স্বীকার করে না সেখানকার সরকার অস্থিতিশীল করার অধিকার তাদের আছে।

মানবাধিকার প্রশ্নে রিপোর্টে জমা যায় : ২৪-২-৮৩

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির ন্যায় বিচার ছাড়া গত পনের বছরে কমপক্ষে বিশ লাখ লোককে মেরে ফেলা হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তারা কোন আইনজীবি নিয়োগ ও আপীল করার সুযোগ পান নি।

৩৭টি দেশে মানবাধিকার খোলাখুলিভাবে লংঘিত হয়েছে বলে রিপোর্টে দেশগুলোর নামের এক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এ সত্যকে মেনে নিয়ে সমষ্টিগত স্বাধীনতার সাথে সাথে ব্যক্তি স্বাধীনতার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। এ ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে তবেই এ রিপোর্টের সার্থকতা

মেয়ে বেচা কেনা ২-৬-৮৩

যৌতুকের নামে মেয়ে কেনা বেচা হচ্ছে।

যৌতুক সম্পর্কে ব্যাপক ঘৃণা সৃষ্টি হলে তা এই শোষণমূলক প্রথার অবসান ঘটাতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

যশোরে আত্মহত্যার হার: ২-৯-৮৩

যশোর আত্মহত্যার সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। আত্মহত্যার ঘটনাগুলো বিশেষভাবে ইংগিত দেয় ঐ এলাকার কৃষি জীবনের দিকে।

আত্মহত্যা জীবনের বিরুদ্ধে মানুষের এক ট্রাজিক পরাজয়।

যে শোষন বঞ্চনা জন্ম দিয়েছে এমন এদের শক্তিকে তাকে প্রতিহত করা আসল কাজ।

যে মনুষ্য নিয়ে হৈ চৈ না করাই শ্রেয়: ৮-১০-৮৩

সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ ইভান আইভানভ বলেছেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে বহু জাতিক কর্পোরেশন ৮ গুণ মুনাফা অর্জন করে থাকে।

যে জীবন পাশাপাশি: ১-৭-৮৩ ইং

সাম্প্রতিক এস,এস,সি পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী কয়েকটি উজ্জল মুখের পাশেই বিষণ্ণ ম্লান মুখ এবাদৎ, শরীফুল, ও নির্মলের। ওরা ~~কেউ লেখা~~ কেউ লেখা পড়ার সুযোগ পায় নি। ১২ বছরের নির্মল লজেন্স বেচে ফেরী করে। সমাজের এমন ~~শিক্ষা~~ নিষ্করুন ব্যবহার যেন প্রভাব ফেলেছে সরকারী উদ্যোগের মাধ্যম এ সমাজে যারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন ভব ভবিষ্যতহীন ওরা তো খুব দূরে নয়, পাশেই আছে আমাদের।

রক্তের ব্যবসা দৃশ্য ও অদৃশ্য: ২৭-১২-৮৩

দরিদ্র বুভুক্ষ লোকদের রক্ত দালালদের মাধ্যমে ব্লাড ব্যাংকে যায়।

এই রক্তের ব্যবসাটা দৃশ্যমান। কিন্তু রক্ত দানের অদৃশ্য ব্যবস্থাটে আমরা মেনে নিয়েছি।

কারোর বিরুদ্ধে তারা নালিশ করেনা। এদের সান্ত্বনা হায়াত মউতের মালিক আল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

যুব তারুন্য : ১৪-১-৮৩

ঢাকার তরুন যুব সমাজে মাদকাসক্তির আশংকা জনক হারে বেড়ে গেছে বলে জানা যায়। অবরুদ্ধ সৃজনশীলতা আর বিনোদন-বঞ্চনায় তাই আক্রান্ত হয়েছে যুব সমাজ।

এর মুল কারণ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

রেশনের চাল, গমের দর : ১-১-৮৩

আবারও রেশনে চাল গমের মুল্য বাড়ানো হচ্ছে এর পিছনে কারণ যাই কিছু আনা হোকনা কেন মুল কারণ হচ্ছে ভর্তুকী।

রেশনে মুল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে খোলা বাজারে প্রতিক্রিয়া অনিবার্য হয়ে আসবে। আর আরও একটি দিক হচ্ছে সে সরকার নির্ধারিত মুল্য অপেক্ষা খোলা বাজারে চাল চালের দাম অনেক বেশী তাই কৃষকরা ধান চাল নিয়ে সরকারী গুদামে যেতে চাচ্ছে যাচ্ছেন না।

আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে সরকারী তরফ থেকে নেয়া কোন ব্যবস্থা যাতে খোলা বাজারে দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধিতে সুড়সুড়ির কাজটি না করতে পারে।

রোড ক্লোজড, রাস্তা জ্যাম : ৩০-১-৮৩

দেশের পাকা সড়ক মহাসড়কের শতকরা ৭৫ ভাগের মেরামত কিংবা সংস্কার আবশ্যক। নষ্ট রাস্তায় যানবাহনের এবং জনজীবনের প্রচুর ক্ষতি হয়ে থাকে।

বিদ্যুৎ, টেলিফোন ক্যাবল, ওয়াসা গ্যাস, ইত্যাদি কাজের সময় রাস্তা খুড়ে যে নষ্ট হয় তাতে করে রাস্তা ঠিক করে বেশীদিন রাখা সম্ভব/সম্ভব নয়। অতএব, সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলো কাজের সমন্বয় করে সবলের ঘুড়াঘুড়ির কাজ একবারে শেষ করে কাজে হাত দিলে রাস্তা মেরামত করলে অনেকদিন অক্ষত থাকবে এবং মানুষের ভোগান্তি কমবে।

লেবানন পরিস্থিতি: ২৭-৪-৮৩

লেবাননের প্রেসিডেন্ট আমিন জায়েল বলেছেন যে, তার দেশের মাটিতে ইসরাইলী সৈন্যের উপস্থিতি তিনি মেনে নেবেন না। এবং বর্তমান অবস্থায় ইস্রাইলের সাথে কোন চুক্তি করা হবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের শান্তি নীতির খেসারত আজ মার্কিনীদের দিতে হচ্ছে। তাদের নীতির দ্বারা তারা নিজেরাই জড়িয়ে পড়ছে। মার্কিন শান্তি।

উদ্যোগ প্রস্তাবানুরে ইসরাইলী শর্তগুলোকে জড়িয়ে নিচ্ছে ইসরাইলের সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য মেরামত উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার মধ্য দিয়ে মূলত: ইসরাইলী চএশান্তি কার্যকরী হওয়ার সুযোগ থাকছে।

মার্কিন 'শান্তি উদ্যোগ' প্রেসিডেন্ট জা মায়েলের সার্বভৌম দাবীর প্রতি সমর্থন দেবে কি?

শাপলা ফোটে কাদের জন্য? ৬-১০-৮৩

বাংলাদেশের খালে, বিলে, জলাশয়ে আপনা থেকে জন্মায় আমাদের জাতীয় ফুল শাপলা। শাপলার কদর শুধু রুপশোভার জন্য নয়, সংগী হিসাবে খাদ্যস্বাদ ও গুণে জন্য।

জাতীয় ফুল গ্রামের গরীবদের আর্থিক চাহিদা সামান্যভাবে হলেও পুরণ করে চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি বিশেষ আবেদন। ৬-১-৮৩

এস,এস,সি পরীক্ষার ফি আদায়ের ক্ষেত্রে স্কুলগুলি যে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে এ ক্ষেত্রে আর্থিক অসুবিধার দরুন এস,এস,সি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেয়ার উৎকন্ঠা অপেক্ষা অভিভাবকের দুশ্চিন্তা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে গেছে।

তাই আমরা আশু করণীয় হিসেবে সরকারকে আসন্ন এস,এস,সি পরীক্ষায় যাতে ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণ, পরীক্ষা ফি আদায়ের নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যাহত না হয় তজ্জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাই।

শিক্ষিত বেকারের সমস্যা: ২৭-৬-৮৩

বর্তমান বেকারত্বের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও কতকাংশে দায়ী। যার জন্যে অনেক শিক্ষিত ও আধাশিক্ষিত যুবক নানা নানা হতাশায় ভুগছে।

তাদের ব্যাপারে গ্রামে গঞ্জে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীলংকায় লংকা কান্ড : ১-৮-৮৩

শ্রীলংকার তামিল সংখ্যা লঘু ও সংখ্যা গরিষ্ট বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গত কয়েকদিন যাবৎ ভয়াবহ দাংগায় কমপক্ষে এক হাজার তামিল নিহত হয়েছে। আমরা এই দাংগার অবসান কামনা করি।

সমস্যার নাম উন্নয়ন : ২-৯-৮৩

শহরাঞ্চলে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ছে। অনিশ্চিত জীবন ও জীবিকার মুখে অনন্যোপায় নর-নারী শহরাঞ্চলের ভিড় জমাচ্ছে কিভাবে ভিক্ষার ঝুলি হাতে?

গ্রামীন সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়ন নিয়ে যত কথাই হোক না কেন তত কাজ হয়না। শ্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বুলি আওড়ান।

সর্বস্তরের দুর্নীতি : ১৪-৬-৮৩

সমাজের সকল স্তর থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদের জন্য সরকার ও জনগণকে সুসংগঠিত সামগ্রিক জাতীয় উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানান হয়েছে।

সেই প্রভাবশালী মহল : ১০-৩-৮৩

সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর নতা চাপলি পরিবার ও কল্যাণ কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ করার পর প্রভাবশালী মহলের হুমকি এবং সরাসরি হস্তক্ষেপে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ একটি বিশেষ মহল কেন্দ্রটিকে নষ্টীর খোলায় চায়। (ঘটনাটি পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়া থানার)।

জাতীয় অর্থে ও সম্পদের অপচয় ঘটিয়ে মহল বিশেষের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টাকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেয়া চলেনা।

Dhaka University Institutional Repository

সেচযন্ত্র বিতরণ ও উত্তরাঞ্চলে সেচ বিস্তার সমস্যা: ৫-১-৮৩

খরায় যে অঞ্চল বার বার বিরাট ক্ষতি হচ্ছে সেই উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে টাকা জমা নেয়ার পরও গত এক বছরে দু'শোয়ের বেশী গভীর নলকূপ বসানো বা চালু করা সম্ভব হয়নি। এই খবর উদ্বেগ সৃষ্টি না করে পারেনা।

উত্তরাঞ্চলের সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে জরুরী কর্মসূচী সংগে সংগে কৃষি উপকরণ যাতে সহজলভ্য হয় তার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। এবং যন্ত্রগুলি চালু রেখে অন্ততঃ কৃষকের নগদ অর্থ ব্যয় যেন সার্থক হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে হবে

স্কুলে ভর্তি সমস্যা: ১২৭১-৮৩

ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তির বিষয়টি একবড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে রয়েছে ঢাকা শহরের অভিভাবকদের কারণ শিক্ষা বর্ষের শুরুতে পর্যাপ্ত আসন না থাকায় অনেকে প্র হতাশ হয়ে ফিরে যেতে চায়।

ঢাকা শহরে শিক্ষা সমস্যার সমাধানের জন্য স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভাল মন্দ এই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত না রেখে সবগুলোর দিকে একই সমান নজর দেয়া প্রয়োজন আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

শূন্যের পথে মর্গে: ২৪-৬-৮৩

এদেশের অনেক নির্যাতিতা মহিলা জীবিত কালেও শান্তি পায়না এবং মৃত্যুর পরেও অব্যাহতি পায়না নানা টানাহিঁচড়ার কারণে।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

স্হান নির্বাচনের জটিলতা: ২৩-১১-৮৩

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের স্হা নির্ধারণ নিয়ে স্হানীয় মহলে দলাদলি সৃষ্টি হওয়া আমাদের দেশে নূতন ঘটনা নয়। যার ফলশ্রুতিতে কাজ পিছিয়ে গিয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। যেমন হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা পেতে পারে এমন উদ্যোগ পরিহার করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা দরকার।

স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত: ৭-১২-৮৩

স্বাবলম্বনের এক দৃষ্টান্ত রেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কজন ছাত্র, হালকা খাবার ও পত্রপত্রিকার এক ভ্রাম্যমান যোগান দিয়ে।

পাশ করে বেকার দলে পড়ে থাকার চেয়ে এমন একটা ব্যবস্থা বা কোন বৃত্তিতে যদি প্রসার দেখা যায় তবে সেটা ধরে রাখতে কারুর বাধার কথা নয়।

৭৭ জাতি গ্রুপের সতর্কবাণী- ৯-২-৮৩

৭৭ জাতি গ্রুপের এশীয় সদস্যরা আংকটাড সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে।

সমস্যাটি আসছে দু'ভাবে। প্রথমত: উন্নয়নশীলদেশগুলো তার কাঁচামালের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না এবং এর বাজার সম্প্রসারিত হতে পারছে না সংরক্ষণবাদী প্রবণতার জন্য। আর অন্যদিকে ঋণ সুবিধে হচ্ছে সংকুচিত।

এজন্য এক নয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ শুরু করা আশু প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণ

এরা আর ওরা : ২০-৭-৮৩

১৬ই জুলাই রংপুরের 'লায়েন্স ক্লাব' ও 'র‍্যাটস্ ক্লাব" এর মধ্যে এক প্রতিযোগিতা হয়। লায়েন্স ক্লাব তাদের ভোজসভায় শহরের গণ্যমান্যদের দাওয়াত করে এবং র‍্যাটস্ ক্লাব তাদের ভোজসভায় দাওয়াত করে ভিখিরি ও দুঃস্থ নর-নারীদের।

এরা আর ওরা আমাদের সমাজে পাশাপাশি থাকবে চিরদিন। কিন্তু দু'দলের ব্যবধান কমিয়ে আনার অংশীদার তো রয়েছে। আমাদের সকলেরই।

ক্রীতদাস প্রথা : ১৮-৭-৮৩

ক্রীতদাস ব্যবসা বন্ধ আইন হিসেবে নেয়া দেড়শ' বছর পরও এ প্রথা আজো অনেক দেশে বিভিন্নভাবে চালু রয়েছে। এবং বিশ্বে আজ প্রায় দশ কোটি লোক এ দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা। লনডন ভিত্তিক ক্রীতদাস বিরোধী সমিতির প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

আমাদের দেশেও এ অবস্থা আছে বলা চলে, যেমন - শিশু বিক্রি, নারীকে পণ্য করে বিদেশ রফতানী ইত্যাদি। জাতিসংঘ সনদের মর্যাদা রক্ষায় বিশ্বসংস্থাকে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ গুলোর সরকারকে এ ব্যাপারে আরো সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

বাঁধ কাটার মামলায় আসামী : ২৩-১০-৮৩

বাঁধ কাটার আসামী হিসেবে ৬ বছরের শিশু মোশাররফ কে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয়া হয়েছে। ঘটনা বরিশালের বরগুনায়।

মানবাধিকার সংস্থা এই ব্যাপারটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিবেন বলে আমরা আশা করি। আর সরকারের কাছে আবেদন এই ঘটনার পূর্বাপর তদন্ত হোক।

সমকামী ধর্মের নির্মম উপকরণ : ১৬-৩-৮৩

সমাজ কল্যান বিভাগ গোপনে সিরাজগঞ্জের পতিতালয়ে একটি জরিপ চালিয়ে জানিয়েছেন যে, পতিতাদের শতকরা ৯৫ জনই "হাওয়া বেপারীদের খপ্পরে পড়ে এ পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। সমাজ তাদেরকে মেনে নেবার নিশ্চয়তা নেই বলে স্বাভাবিক সংসারে তারা ফিরে যেতে ইচ্ছুক নয়। সমাজ কল্যাণ বিভাগে এ ব্যাপারে মত ও সুপারিশ সঠিক এবং সমাধানের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য

আবার ম্যালেরিয়া : ৩০-৪-৮৩

বান্দরবনের মহাল ছড়ি থানা এলাকায় ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু বান্দরবন নয় দেশের অন্য এলাকায়ও দেখা যাচ্ছে।

সার্বিকভাবে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা দরকার এবং উপদ্রুত এলাকাগুলোতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়াই আজ প্রয়োজন।

কলেরার নতুন টিকা : ২৭-১২-৮৩

গ্রামাঞ্চলে কলেরা বা উদরাময়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

১০০ বৎসর আগে কলেরার টিকা উদভাবিত হলেও এখনো তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার গন্ডি পেরিয়ে আসতে পারে নি।

কলেরার মৃত্যুর মারাত্মক খবর : ১১-৪-৮৩

মাসাধিককাল যাবৎ দৈনিক পত্রিকায় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় মহামারীরূপে কলেরার আত্মপ্রকাশের খবর ছাপা হচ্ছে। দূষিত ও জীবানুযুক্ত খাদ্য ও পানি খাওয়ার দরুনই এই রোগের আক্রমন ঘটে।

সুতরাং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দেশের সর্বত্র রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে আগে থাকতেই এবং জনসাধারণকে সচেতন করে তোলতে হবে।

কলেরার প্রত্যাবর্তন ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা : ৭-৩-৮৩

বরিশাল জেলায় আবার কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। আগে ভাগে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে কলেরার প্রকোপের খবর উদ্বেগের সঞ্চার করত না।

এই মুহূর্তে রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থার পাশাপাশি যথেষ্ট পরিমান পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

পেটের পীড়ার প্রকোপ : ১৬-১০-৮৩

বন্যাকবলিত বেশ কিছু এলাকায় পেটের পীড়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে।

এ বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধপত্রের নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা এবং পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পোলিও থেকে সাবধান : ২৬-৩-৮৩

তৃতীয় বিশ্বে শিশুদের জন্যে একদিকে অনাহার অন্যদিকে নানা ব্যাধি এই দুই বৈরী অবস্থা নিয়ে আসছে অকাল মৃত্যু বলা চলে। আংশিক মৃত্যুর জন্যে পোলিও অন্যতম কারণ।

পোলিও রোগের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ : ২২-৭-৮৩

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়েছে প্রচুর। প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বান্দরবন এলাকায় এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। একবার এ রোগ কোথাও পড়ে বসতে পারলে তাড়ানো সহজ নয়।

এ সম্পর্কে সঠিকভাবে জরিপ হওয়া উচিত। সেইসঙ্গে প্রয়োজন রয়েছে এর বিরুদ্ধে জোরদার ব্যবস্থা নেয়ার।

ম্যালেরিয়ার প্রাণহানি : ২-১১-৮৩

কলেরা উদরাময়ে মৃত্যুর খবরের পাশাপাশি ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর খবর এসেছে চট্টগ্রাম এবং বান্দরবন জেলা থেকে।

ম্যালেরিয়ার পুরনো মূর্তি ভয়াবহ আকার নিয়ে আবার সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার পূর্বেই সরকারকে জরুরী কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

যক্ষ্মার প্রকোপ : ১১-১২-৮৩

চুয়াডাংগা মহকুমা এলাকায় যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা এখনই বাড়ছে। এ খবর-থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতির একটা নমুনা পাওয়া যাচ্ছে।

যক্ষ্মাকে সম্পূর্ণ নির্মুল করতে হলে নিরাময়ের ব্যবস্থার সাথে সাথে প্রতিষেধক বন্দোবস্তের ওপর বিশেষ জোর দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

শতকরা ৬৩ জন : ৩১+৫-৮৩

আমাদের দেশের শতকরা ৬৩ জন নানা রোগে ভুগছে। যা সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রোগের=ভুগছের= যে সমাজ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে খাদ্যে রুচিতে নীতিতে এ বিষবৃক্ষ তারই দান।

সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ : ২২-১০-৮৩

সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপকতার অন্যতম কারণ পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার অভাব।

দারিদ্র নামের আসল ব্যধিকে নির্মূলন করা না গেলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর।

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষণ

অভাব ও অপচয়ের সহঅবস্থান : ৮-৪-৮৩

অভাব ও অপচয়ের সহঅবস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে বিশ্ব রেকর্ড-এর অধিকারী।

কারণ আমাদের দেশে "কোম্পানীকা মাল দরিয়ামে ডাল" এই প্রবচনের মতো গড়ি হয় সরকারী মালপত্রের।

নষ্ট কি ধরনের সেটা বিভিন্ন পত্রিকা খুললেই দেখা যায়।

দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অভাবেই এমন হয়। এই নষ্ট ও অপচয়ের ক্ষতির বোঝা দেশবাসী চিরকাল বইতে থাকবে আর কর্তারা বসে পা দুলিয়ে মাঝে মাঝে বেতন নিতে থাকবেন এ ধরনের কাজ কেন দেশের সরকারই বরদাশত করে না। আশা করি আমাদের সরকারও তা করবেন না।

ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি সংরক্ষণে আমরা : ৩-৯-৮৩

ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিকে ধরে রাখার প্রয়োজন জাতীর অতীত পরিচয় যাতে এতটুকুও মুছে না যায় তারই জন্য।

বেখেয়ালে বহু পুরাকীর্তিই ধ্বংসের পথে। অতএব সংরক্ষণের জন্য ফলপ্রসু ব্যবস্থা নেয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

খাদ্য শস্যের অপচয় ও প্রতিকার : ৬-৬-৮৩

জাহাজ থেকে খালাশ, শহানান্তর ও গুদামজাত করতে যে পরিমান অপচয় ধরা হয় তার হার হিসেব করলে মোট আমদানী ত খাদ্যশস্যের যতটা অপচয় ধরা হয় একটু সতর্ক হলে তা কমিয়ে আনা যায়।

নষ্ট হওয়ার কাহিনী : ৬-৮-৮৩

গুদামে পড়ে থাকা আড়াইশ টন চিনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যার দাম প্রায় সাতে তেত্রিশ লাখ টাকা। সরকারী মাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন এবং গুদামগুলো সময়মত মেরামত করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

পুরাকীর্তি সংরক্ষণ সচেতনতা : ২৭-২-৮৩

পুরাকীর্তি পাচার ও চুরির তিনটি ঘটনার খবর পরপর তিনদিন বেরিয়েছে "সংবাদ"-এ।

চোরের কাজ এগুলো নয়। অতি লোভী কিছু লোক অর্থের বিনিময়ে এই মূল্যবান সম্পদ বিদেশে পাচার করছে।

এমন সব তৎপরতা রোধ না করতে পারলে আমাদের দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে আর বেশী দেরী লাগবে না।

এ তৎপরতা বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পুরাকীর্তি সংরক্ষণ প্রসংগে : ২৬-১০-৮৩

প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর পুরাকীর্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে বেশ কিছু সুপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটা উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সমস্যা : ১৪-৫-৮৩

সংরক্ষণের অভাবে বিশ্বের বনাঞ্চল এখন উজাড় হওয়ার পথে। বনের পরিবেশে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে বলেই বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব এখন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতেই হবে।

ভুলেশ্বরের বীনা পানি : ১৭-৪-৮৩

দেশের যে সকল এলাকায় প্রাচীন কীর্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এ কথা স্বীকার করেও ঐ এলাকায় গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত থেকেও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ পর্যন্ত সংরক্ষণ বা অনুসন্ধানের কোনো উদ্যোগ নেয় নি। চেষ্টায় সর্বদা সক্রিয় সে ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সময়ানুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পাচার্যের কীর্তি রক্ষায় অবহেলা : ১২-.-৮৩

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন স্বীয় কীর্তিতে অমর। সরকারীদ্যোগ ও আগ্রহই জয়নুল আবেদীন সংগ্রহ শালার প্রতিষ্ঠান।

এর পূর্ণ সংস্কার এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

সরকারী মাল : ১৫-৬-৮৩

রক্ষণাবেক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় সরকারী মালামাল প্রায়ই পাচার হয়ে যাচ্ছে।

অবহেলার মানষিকতা পরিবর্তন করে মালটা যে জনসাধারণের এবং এ জন্য ক্ষতিটা যে জনসাধারণেরই হচ্ছে এ হুশ জম্মানো দরকার।

সরকারী খাদ্য গুদামের মাল : ২-১১-৮৩

সরকারী খাদ্য গুদামে বারো বছরে ঘাটতির পরিমান পনেরো লাখ মন। যার দাম মাত্র বিশ কোটি টাকা। এটা কেবল রংপুর জেলার খাদ্য গুদাম গুলোর।

জনসাধারণের টাকা ও তাদের নাম করে এসব খাদ্য দ্রব্য কেনা বা কর্জ করে করে আনা হয়। তাই জনসাধারণের অধিকার আছে ঘাটতির হিসাব চাইবার।

সংরক্ষণের নমুনা : ২২-৮-৮৩

সরকারী গুদামে সংরক্ষণের ত্রুটির জন্য প্রচুর টাকার গচ্চা দিতে হচ্ছে।

এজন্য সরাসরি যে দায়ী তাকে চিহ্নিত করে শাস্তির নিরূপণ করা প্রয়োজন এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা চাই।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি

আমাদের চলচ্চিত্রের পূর্বাপর ভূমিকা : ২২-১-৮৩

গণসংযোগ, চিত্তবিনোদন, জনগণের আশা আকাংখার প্রতিফলন, সমাজ সংস্কার শিক্ষার উন্নতি এগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নি:সন্দেহে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে এবং এর একটি সঠিক প্রতিফলন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্র গুলোতে অবাস্তব কাহিনী, বৈচিত্রহীন দৃশ্যপট, কুৎসিত নাচগান নির্লজ্জ নকল, একঘেয়ে ভাঁড়ামী ইত্যাদির কারণে বিরূপ প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।

এ দেশের নাট্যগোষ্ঠী ভাল ভাল নাটক উপস্থিত করতে গিয়ে যে সাহস ও বলিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন চলচ্চিত্র জগতে তার অভাব সুস্পষ্ট। সরকার পক্ষ থেকে এই সাহস যোগাতে চেষ্টা করুন। এ ক্ষেত্রে দৈন্য তাহলেই দূর হতে পারবে।

এখন ইচ্ছে করে টেলিভিশন সেটটা : ২০-৯-৮৩

টেলিভিশনের প্রযুক্তিগত মান অনেক উন্নত করা হয়েছে কিন্তু মূল অনুষ্ঠান সূচী তার কোন উন্নতি করা হয় নি বরঞ্চ আরো অবনতির দিকে যাচ্ছে।

পত্রিকান্তরে পেচক দম্পতির টেলিভিশন অনুষ্ঠানের আসক্তির খবরটা কর্তৃপক্ষকে আনন্দ দিয়েছে না ক্ষুব্দ করেছে তা জানতে কৌতুহল হয়।

চলচ্চিত্র অবক্ষয়ের সংস্কৃতি : ১৭-২-৮৩

এফ,ডি,সি, একটি নূতন কালার ল্যাবরেটরী স্থাপন করেছে আগে যেখানে ৪ বছরে পঞ্চাশটি চলচ্চিত্র প্রস্তাব করা হতো যেতো, এখন সেখানে সত্তরটি নির্মান করা যাবে।

আমাদের চলচ্চিত্রকে রুগ্ন বলা চলে।

বেশীর ভাগ চলচ্চিত্রই অদ্ভুত ও রুচিহীন। আমাদের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের সংগে এ সব ছবির কোন সম্পর্ক নেই।

এ ব্যাপারে ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ও সরকারের অনেক কিছু করার করণীয় আছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঁচিশ বছরে এফ,ডি,সি থেকে নির্মিত হয়েছে ৪১৭টি ছবি এর মধ্যে সত্যিকার অর্থে উন্নত ছবি হয়ত ১৭টিও হবে না। তাহলে চলচ্চিত্র এর উন্নয়ন হলো কি ভাবে? ভাল ছবিকে প্রমোদকর মুক্ত রাখার প্রথা চালু করে চলচ্চিত্র শিল্পে সুস্থ উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

নগ্ন নিষ্ঠুর সত্য : ২৯-৯-৮৩

বাস্তব কিন্তু নিষ্ঠুর দৃশ্য টেলিভিশনে দেখান হলে শিশুদের মধ্যে সাধারণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এটা স্বাভাবিক।

নগ্ন নিষ্ঠুর সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা মানুষেরও অভাব কি আছে আমাদের সমাজে?

প্রদর্শনীর নামে : ৪-৬-৮৩

প্রদর্শনীর নামে এমন কি ঘটনা চলতে থাকে যা নৈতিকতা প্রতি আঘাত হয়ে আসে। এ ধরনের অবস্থাকে চলতে দেয়া যায় না।

প্রেক্ষাগৃহের ক্যাপাসিটি ট্যাক্স ও প্রসংগ কথা : ৪-১০-৮৩

ক্যাপাসিটি ট্যাক্স এর সাথে সাথে প্রেক্ষাগৃহে টিকেটের চড়া হার কম এবং কেন কোন প্রেক্ষাগৃহে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা বন্ধ করার ঘটনা ঘটছে।

বিনোদনের প্রয়োজন অপরিহার্য, কিন্তু তা হতে হবে সুস্থ এবং স্কুলতাবর্জিত।

মারমুখো টেলিভিশন : ২৮-৫-৮৩

সমাজ বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালানোর পর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, টেলিভিশনে উত্তেজনাপূর্ণ মারপিটের ছবি দেখার প্রফলে শিশু কিশোরদের মধ্যে মারমুখো হিংস্র স্বভাব গড়ে উঠে।

তাই অনুষ্ঠান প্রচারের পূর্বে সম্ভাব্য সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দী ঐতিহ্য : ১৯-৩-৮৩

চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ৩৬ জন নবীন ও প্রবীন শিল্পী কলাকুশলীকে ট্রফি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারে নানা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে কারণ, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির সংগে এ দেশের যে সব বরেন্য ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন নানা সময়ে তাদের নাম পর্যন্ত কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। সত্যি ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলা কেন?

শিল্প প্রদর্শনী না বিকৃত রুচির আমদানী : ১৮-৩-৮৩

দেশে শিল্প প্রদর্শনীর নামে যে বেহায়াপনা চলছে তা চলতে দেয়া যায় না।

সরকারের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ প্রদর্শনীতে নর্তকী প্রদর্শনের রেওয়াজ চালু করার পরিনাম ফল যেন তারা একটু গভীরভাবে ভেবে দেখার চেষ্টা করেন।

সাংস্কৃতিক গ্রহণ বর্জন : ১-১২-৮৩

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমদের যথেষ্ট সমৃদ্ধ, কিন্তু তার লালন পালনেই, এ ব্যাপারে প্রথমেই বাধা সৃষ্টি করে আছে অনভিপ্রেত কিছু বিতর্ক যাতে অন্য কিছু না হোক সংকোচন ঘটেছে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের।

Dhaka University Institutional Repository

বি বি ধ

অনুদান

শিল্পী সাহিত্যিকদের ভাতা প্রসংগে : ১-১০-৮৩

দুঃস্থ শিল্পী সাহিত্যিকদের যে ভাতা দেয়া হয় তাকে ঠিক ভাতা বলে বিবেচনা করা যায় না। এটা আসলে তাদের অবদানে কৃতজ্ঞ জাতির সামান্য স্বীকৃতিমাত্র। সঠিক যোগাযোগ করে ভাতাপ্রাপ্তদের সংখ্যা হ্রাস না করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হোক এবং ভাতার পরিমানও কিছুটা বাড়ানোর জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

আকাংখা

নববর্ষে সূর্যসেনের দীক্ষা চাই : ১৫-৪-৮৩

আজ শুভ নববর্ষ। নববর্ষ মানেই শুভ কিছু আকাংখা, সুন্দর কিছু কামনা, সামনের চলার পথে নতুন প্রেরণা।

নববর্ষের দিনটি যেমন উৎসবের আনন্দের তেমনি কিছু সংকল্প গ্রহণের, কিছু নতুন শুভ উদ্যোগ গ্রহণের।

আজকে স্বাধীন দেশে বার বছর পর এসে দেখা গেল সূর্যসেনের সেই দীক্ষা গ্রহণের ধারাটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

ইতিহাস

রাহুর গ্রাসে অমর শিল্পীর বা স্মৃতিটা : ৩০-৫-৮৩

অগ্নি পুরুষ মাস্টারদা সূর্যসেনের পৈতৃক ভিটাকে রাহু গ্রাস করতে চলেছে।

আমাদের ঐতিহ্য আর গৌরবময় ইতিহাস নিয়ে আর কানামাছি খেলতে দেয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

বি বি ধ

ক্রীড়া

পুরানো ঢাকায় খেলার জায়গা আরো চাই ঃ ১৫-৯-৮৩

ঢাকা নগরীর উন্নয়নের জন্য কর্মতৎপরতা রয়েছে প্রচুর কিন্তু শিশু কিশোরদের খেলাধূলার স্থানের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বিশেষ করে পুরনো ঢাকায়।

খেলাধূলার সুযোগ না থাকায় শিশুরা স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা হারিয়ে ফেলেছে।

প্রতিবন্ধী প্রতিভা ঃ ২৫-১-৮৩

কথায় বলে, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। মানুষের অদম্য আকাঙখার কাছে তার দৈহিক পংগুত্ব বাধা হয়ে দাড়াতে পারে না।

তার প্রমাণ রেখেছে প্রতিবন্ধীদের দ্বিতীয় জাতীয় ক্রীড়া উৎসবে।

অতএব, এ ব্যাপারে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সুযোগ উৎসাহ সহকারে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করলে তারা তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন।

ফুটবল লীগে পুতুল নাচের খেলা ঃ ৩১-১০-৮৩

এমনিতেই এ দেশে ফুটবলের বারটা বাজছে তার উপর আবার পাতানো খেলা। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। তাই প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন

গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনী হাওয়া : ১৯-১১-৮৩

প্রস্তাব ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে বেশ আলোচন সৃষ্টি হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে যে সমস্যা গুলোতে গ্রামের মানুষ জর্জরিত হয়ে আছে তা থেকে পাওয়া শিকার প্রভাব ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পড়বে বলে আশা করা যায়।

তবে তার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ নির্বাচনের ব্যবস্থা যা হবে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পাখী

পাখীর উপর ডাকটিকেট : ১৮-৮-৮৩

বাংলাদেশের পাখীর উপর চারটি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করেছেন ডাক বিভাগ। দেশের পশু পাখীদের সাথে ছবির মাধ্যমে দেশবাসীর পরিচয় ঘটানোর প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

পশু সম্পদ

পশু সম্পদ উন্নয়নে আরো কিছু করার আছে। ১৩-৪-৮৩

আমাদের পশু সম্পদ যেমন দ্রুত ক্ষয়ের পথে রয়েছে তাতে ক্ষয় রোধ ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য জরুরী ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পশু সম্পদের উন্নতি করতে পশু পালক যারা সেই গ্রামের চাষী গৃহস্থদের প্রয়োজনে প্রথমে যেটাতে হবে। এলাকায় ভাল জাতের পশু দিয়ে, সস্তায় পশু খাদ্য সরবরাহ করে এবং চিকিৎসক ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সার্ভিস দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মড়ক

গো-মড়কের বিপদ ঃ ১৬-১২-৮৩

গত এক মাসে তিন শতাধিক গবাদি পশু বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারিয়েছে।

এই গো-মড়ক সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার উপর আঘাত হানছে।

গবাদি পশুর চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত এবং ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

গরু-ছাগলের রোগ বালাই ঃ ৩৩-৭-৮৩

দেশের বিভিন্ন স্থানে মড়কের কারণে প্রচুর গরু-ছাগল সহ নানা গৃহপালিত প্রাণী বিনষ্ট হচ্ছে।

পশু রোগের মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নেয়া প্রয়োজন।

পশু সম্পদের ক্রম ক্ষয় ঃ ৪-১-৮৩

বাংলা দেশের পশু সম্পদের ক্রম ক্ষয় উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি করেছে।

তাই পশু পালন বিভাগের উদ্যোগে পশু সম্পদের ক্ষয়ের কারণ উৎঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পশু সম্পদ রক্ষার্থে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য

অশুভের উত্থান : ১৩-১০-৮৩

বৃটিশ ঔপন্যাসিক উইলিয়াম গোলডিং এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

তিনি বলেছেন নৈতিকতা ও যুক্তিবাদিতার পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে মানুষ নিজেকে সভ্য বলে দাবী করছে বটে। কিন্তু ভেতরে তার অশুভ ক্ষমতাই অপরিসীম। ওই পাতলা প্রলেপ খসে যেতে একটুও সময় লাগে না ॥

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে তাই আরো পরিণত ও উন্নত হতে হবে।